ব্রাত্যকায়স্থ-চন্দ্রিকা

নোয়াখালী-নিবাসি

"সংস্কৃতচন্দ্রিকা" সম্পাদক

শ্রীজয়চন্দ্রসিদ্ধান্তভূষণ-বিরচিতা

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষেণ

প্রকাশিতা

কলিকাতারাজধান্যাং

গোবর্দ্ধনযন্ত্রে

মুদ্রিতা চ

ইং ১৯০৯। সম্বৎ ১৯৬৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা

উৎসর্গ-পত্র।

পরম-কল্যাণাস্পদ—শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর,

দীর্ঘায়ুষ্মৎসু।

রাজন্!

বহুদিনের পরিশ্রমে ৺ বিশ্বনাথের প্রসাদে "ব্রাত্যকায়স্থ-চন্দ্রিকা" রচিত ও মুদ্রিত হইল, আপনার আর্য্যধর্ম্মে ভক্তি, পরলোকে বিশ্বাস, ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, আপনি অকৃত্রিম হিন্দু এবং ব্রাহ্মণপ্রিয়, সেজন্য এই সময় এই গ্রন্থ আপনার শ্রীকরকমলে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলাম।

আশীর্ব্বাদক,

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রকাশকের নিবেদন।

কায়স্থের জাতি নির্ণয় ও উপনয়ন সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে নানা লোকে নানা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় প্রায় দশ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে কায়স্থ, ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য-বৈশ্য নহে, পরন্তু দ্বিজাচার-বিশিষ্ট সৎশূদ্র—ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে কয়েকজন সর্ব্বমান্য পণ্ডিত মহোদয়ের অভিমতও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কায়স্থদিগের জাতিনির্ণয় সম্বন্ধে এখনও সকলে একমত হইতে পারেন নাই, এখনও বাদ প্রতিবাদ নিবৃত্ত হয় নাই ; অথচ এবিষয় একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক যতদিন না একটা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ততদিন এ সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ উভয়ই, সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় যে সমস্ত শাস্ত্রীয়বচন ও জাতীয় গ্রন্থের বাক্য প্রভৃতি উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে সত্য নির্দ্ধারণ ও কর্ত্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে যে কতকটা সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য এই দুর্লভ গ্রন্থখানি সাদরে জনসমাজে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথিবা,
২৪ পরগণা
১লা মাঘ, ১৮৩০ শকাব্দ।

বিনীত,
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভূমিকা।

কয়েক বৎসর হইতে, বহুপুরুষ যাবৎ ব্রাত্য দ্বিজাতির তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি, ও কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে। শাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্টরূপে উক্ত আছে। কায়স্থেরা শূদ্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যদি তাহাই হয় তবে পুরাকাল হইতে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও কায়স্থের যাজন, অন্ন ও গুরুতাদি নিন্দিত কার্য্য স্বীকার করেন কেন? এই উভয় বিষয় অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিশেষরূপে শাস্ত্রালোচনায় বুঝিতে পারিলাম যে, বহুপুরুষ যাবৎ ব্রাত্য দ্বিজাতির কোন মতেই স্ব স্ব জাতিত্বলাভ হইতে পারে না। ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থগণ, সেই নিকৃষ্ট শূদ্র নহে, পরন্তু দ্বিজবচ্ছূদ্র বা সচ্ছূদ্র; সুতরাং ইহাদের যাজনাদি সংসর্গ সেইরূপ দূষণীয় নহে;—ইহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি অভ্রান্ত নহি, এই গ্রন্থের সাধুত্ব বা অসাধুত্বে সজ্জনের পূত দৃষ্টিই প্রমাণ।

অপর, এই গ্রন্থ রচনায় সহৃদয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়, কাশী নরেশের পুস্তকালয় হইতে হস্তলিখিত বৃহদায়তন স্কন্দপুরাণাদি অনেকানেক পুস্তকদ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ। আমার অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়, দয়াপূর্ব্বক সযত্নে এই গ্রন্থের আদ্যন্ত অবলোকন করিয়া অনেকানেক দোষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য ভক্তির সহিত তাঁহার চরণসরোজে পুনঃ পুনঃ কেবল নমস্কার করি।

সজ্জন-বশংবদ,

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

৫৮ নং মহল্লা চিন্তামণি গণেশ, ৺কাশীধাম।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পঙ্ক্তি।
দেশোপপ্জবা	দেশোপপ্লবা	৯	১০
পত্রিত	পতিত	৯	১১
ষমঃ	যমঃ	৯	১১
তত্তবিৎ	তত্ত্ববিৎ	৯	১৫
শ্বীর্ণ	শ্চীর্ণ	১০	৬
রপূতে	রপূতৈ	১১	৩
মানবকা	মাণবকা	১৩	১০
ব্রহ্মহশং	ব্রহ্মহশব্দ	১৩	১১
ত্তদনুকল্পং	অনুকল্পো	১৪	১
চ্ছ্দ্র	চ্ছূদ্র	১৪	৪
সংসর্গং	সংসর্গঃ	১৪	৭
স্ম্	স্তু ঃ	১৬	৭
ন সমস্কার্ষীৎ	সমস্কার্ষীৎ	২৫	৫
দেষ	দেশ	২৮	৬
বস্বাদয়া	বস্বাদয়ো	২৮	১৪
দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা	৩০	৭
পুণঃ	পুনঃ	৩১	৫
দধত্যাহু	দধাতীত্যাহুঃ	৩৩	১
দ্বাদশেঽপি	দ্বাদশেঽহনি	৩৫	১
মহাভারতীয় আ	মহাভারতীয়া	৩৫	৩
তর্ক	তর্কা	৪৫	৮
পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত্য	৪৫	২৬
প্রচবসানং	প্রচ্যবমানং	৫১	৬
শ্রাদ্ধাই	শ্রদ্ধাই	৫১	২৩
্তে ইত্যুচ্যন্তে	্তে জনৈর্ব্রাহ্মণা	৫২	৮

বৈশ	বৈশ্য	৫৩	১৩
মমেকে	মনেকে	৫৫	১১
নৈপুন্য	নৈপুণ্য	৫৮	১৪
ক্রবন্তে	ক্রবতে	৫৯	৬
যুক্তানাং	যূক্তানাং	৬০	২
জলন্ত	জ্বলন্ত	৬২	১০
কুর্ম্ম	কূর্ম্ম	৬৩	৬
প্রকল্পা	প্রকল্প্যা	৬৪	২
রূপকানাং	রূপকাণাং	৬৮	৯
শিশ্রিষুঃ	শিশ্রিয়ুঃ	৬৯	৪
প্রাশস্তঃ	প্রাশস্ত্য	৭৩	৪
হস্থা	হণ্যা	৭৩	৭
দ্বিজাচারা	দ্বিজাচারো	৭৫	৯
বৃত্তঃ	ধৃতঃ	৭৭	১১
প্যাচ্ছণোতি	প্যাবৃণোতি	৭৮	৯
নামন্ত্রয়েৎ	নামন্ত্রয়ৎ	৮০	৭
গস্তকামা	পস্তকামাঃ	৮১	৩
যতিঃ	যতি	৮৩	৮
তস্মৈ	স্তস্মৈ	৮৫	১১
দাসশূদ্রস্য	দাসশব্দস্য	৮৭	৫
নির্ব্ববন্ধ	নিববন্ধ	৮৭	৬
বাচক্ষে	বাচচক্ষে	৮৮	৪
দীনানাং	দীনাং	৮৮	১৩

ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকা।

গুরূন্ প্রণংনম্য বিচার্য্য সংহিতাঃ, প্রচীয় প্রাচাং বচনানি যত্নতঃ।
ব্রাত্যস্য কায়স্থজনস্য চাগমো বিতন্যতে শ্রীজয়চন্দ্রশর্ম্মণা॥ ১
ব্রাত্যব্রুবা ব্যর্থমলং বুভূষবঃ, কুধীনিয়োগাৎস্বমধো নিনীষবঃ।
বচোভিরুচ্চৈরিহ তান্ পুনঃ পুন র্নিবারয়ন্তে মুনয়োঽতিদুর্নয়ান্॥ ২
যথেচ্ছমুচ্ছৃঙ্খলমাচরন্তি যে, ব্রাত্যব্রুবা অন্ধবদন্ধকারতঃ।
বর্ণা বিবর্ণা বিবরে পতন্তি তে, তদর্থমাবির্ভবতীহ চন্দ্রিকা॥ ৩
সৃজন্তি মুনিবাক্যানি স্থাপয়ন্ত্যর্থ সম্পদং।
প্রলাপয়ন্তি ধর্ম্মাং স্তে পৃথগীশ্বরমানিনঃ॥

গুরুজনকে বারংবার প্রণাম করিয়া, মন্বাদি স্মৃতি ও পুরাণেতিহাসাদি বিচার পূর্ব্বক এবং অপরাপর প্রাচীনগণের বচন সংগ্রহ করিয়া ব্রাত্য ও কায়স্থ জনের সম্বন্ধে শ্রীজয়চন্দ্র নামক ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র বিস্তার করিতেছে॥ ১॥

কোন কোন কুপণ্ডিতের প্রবর্ত্তনায় অথবা নিজের কুবুদ্ধির নিয়োজনায় যাহারা "অমরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়" বা "আমরা ব্রাত্য বৈশ্য" বলিয়া প্রগল্‌ভতার সহিত নিরর্থক বড় হইতে ইচ্ছা করেন, ফলতঃ তাঁহারা তাহাতে উন্নত না হইয়া নিজেকে অবনতই করিতেছেন, অতএব দুর্নীতিপরায়ণ-তাহাদিগকে জগতের হিতৈষী মুনিগণ উচ্চৈঃস্বরে মিথ্যা ব্রাত্য হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছেন॥ ২॥

যাহারা শাস্ত্র না মানিয়া নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশে যেমন ইচ্ছা তেমনই আচরণ করিতেছে, ফলতঃ তাহারা বর্ণের অন্তর্গত থাকিয়াও অন্ধকারে অন্ধের মত গর্ত্তে পড়িবে এবং বিবর্ণ হইবে, এজন্য এই চন্দ্রিকার আবির্ভাব হইল॥ ৩॥

সম্প্রতি দেশে কতকগুলি বিদ্যাবণিক্ জন্মিয়াছে—বিদ্যাই ইহাদের পণ্যদ্রব্য, ইহারা এক জাতীয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া নিজেকে মনে করে, কেন না ইহারা মুনি-

তদ্বিদ্যা-বণিজাং বাক্যং নাস্থেয়ং ধর্ম্মনির্ণয়ে।
ঋজ্বন্তঃকরণা! ধীরা! রচিতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ॥৪—৫॥
আন্তরধ্বান্তবিধ্বংসং, বীক্ষধ্বং মূলপুস্তকং।
উদেষ্যতি তদা তত্ত্বং মেঘমুক্ত ইবোষ্ণগুঃ॥ ৬
তন্দ্রাং বিলোপয়ন্ স্থূল-মূলগ্রন্থান্ বিলোকয়ন্।
প্রমাণয়ন্ মুনিবচো ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকাং॥
শ্রিয়া শ্রীজয়গোপাল-বিদ্যাভূষণ-নন্দনঃ।
জয়চন্দ্রক-সিদ্ধান্তভূষণোঽহং প্রকাশয়ে॥ ৭—৮

অথ কে তে ব্রাত্যাঃ কতিবিধা শ্চেতি তত্রাহ "ব্রাত্যো নাম বর্ণসঙ্কর আচারহীন শ্চেতি।" তত্রাদিরেকবিধো যথা মহাভারতে আনুশাসনিকে-(৪৯।৯) "চাণ্ডালো ব্রাত্য-বৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়ামপি শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥" *—(২৯৬?)

বচন সৃষ্টি করে, ধনার্জ্জনে সম্পত্তি রক্ষা করে, এবং ধর্ম্মের প্রলয়কার্য্য সাধন করে, অতএব হে সরলান্তঃকরণ পণ্ডিতগণ! আপনারা ধর্ম্ম ব্যবস্থা দানে উক্ত বিদ্যা-বণিক্ দিগের বচনে আস্থা স্থাপন করিবেন না, এজন্য আমি এই কর যোড় করিতেছি॥ ৪—৫॥

এখন আপনারা যাহাতে অন্তরের সংশয়রূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইবে, সেই সকল মূলগ্রন্থ অবলোকন করুন, তাহা হইলে আপনা হইতেই তখন মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় সত্য উদিত হইবে॥ ৬॥

বহুদিন যাবৎ আলস্য ত্যাগ করিয়া অনেকানেক সুবৃহৎ মূলগ্রন্থ পাঠকরতঃ সেই সকল মুনিবাক্য প্রমাণপূর্ব্বক, আমি শ্রীজয়গোপাল বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীজয়চন্দ্রসিদ্ধান্তভূষণ এই "ব্রাত্য-কায়স্থ চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম॥৭—৮॥

প্রশ্ন।—ব্রাত্য কাহাকে বলে? এবং কত প্রকার? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে যে ব্রাত্য এক-বর্ণশঙ্কর বিশেষ, দ্বিতীয়—আচারহীনকে ব্রাত্য বলা যায়, এতন্মধ্যে বর্ণশঙ্কর নামক ব্রাত্য এক প্রকার মাত্র, যথা মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে

* ২৯৬ অধ্যায়; (কোনও পুস্তকে ৪৯।৯)

অপসদা নিন্দিতা ইত্যর্থঃ। অয়ন্তু জগত্যাং ব্রাত্যো দেশান্তরে ক্বাপি বা বর্ত্ততাং নাম, নাত্রাসৌ বিচারনীয় ইতি। দ্বিতীয়ন্তু ব্রাত্য শ্চতুর্ব্বিধঃ, যথা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে (১৭ অধ্যায়ে)

"দেবা বৈ স্বর্গং লোকমায়ংস্তেষাং দৈবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তঃ।১।১ অস্য ভাষ্যং" দেবাঃ পুরাস্মিন্ লোকে হবস্থায় যাগানুষ্ঠানেন স্বর্গং লোকং প্রাপ্নুবন্, তেষাং দেবানামনুচরা অত এব দেবসম্বন্ধাৎ দৈবা জনা ব্রাত্যাং ব্রাত্যতাং আচারহীনতাং প্রাপ্য প্রবসন্তঃ প্রবাসং কুর্ব্বন্তঃ সন্তো হহীয়ন্ত, হীনাঃ পৃথিব্যামেব পরিত্যক্তা আসন্ * * চতুর্ব্বিধা হি ব্রাত্যাঃ (১) নিন্দিতাঃ (২) কনীয়াংসঃ (৩) জ্যায়াংসঃ (৪) এতত্রিতয়ব্যতিরিক্তা হীনাচারাশ্চেতি। তত্র কনীয়ঃপ্রভৃতীনাং ব্রাত্যানাং উত্তরে ত্রয়ো যজ্ঞাঃ, ত্রিতয়ব্যতিরিক্তানাং অয়ং চতুঃষোড়শী (যজ্ঞবিশেষঃ) তদুক্তমাপস্তম্বেন "চতুঃষোড়শী সর্ব্বেষাং ইতি"।

"শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণী গর্ভজাত "চণ্ডাল," ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত "ব্রাত্য" এবং বৈশ্যা গর্ভজাত "বৈদ্য" (বেদে) ইহারা তিনই অপকৃষ্ট।" উক্ত বচনে কথিত ব্রাত্য কোথাও বা দেশান্তরে থাকে ত থাকুক, এই ব্রাত্য এস্থানে বিচার্য্য নহে। দ্বিতীয় আচারহীন ব্রাত্য চারিপ্রকার ? যথা তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ শ্রুতির ১৭ অধ্যায়ে—১।১

"পূর্ব্বকালে দেবগণ ইহলোকে অবস্থানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যাহারা দেবগণের পরিচারক ছিল, তাহারা দেবগণ স্বর্গে চলিয়া গেলে পরে ব্রাত্য অর্থাৎ আচারহীন হইয়া প্রবাসে থাকিয়া এই পৃথিবীতেই হীনভাবে অপরের পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছিল।" উক্ত ব্রাত্য চারিপ্রকার—(১) নিন্দিত ব্রাত্য, (২) কনিষ্ঠ ব্রাত্য, (৩) জ্যায়োব্রাত্য, (৪) উক্ত তিনপ্রকারের ব্রাত্য ছাড়া "হীনাচার ব্রাত্য"। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাত্যের সম্বন্ধে এই তাণ্ড্য শ্রুত্যুক্ত পরে কথিত তিনটী প্রায়শ্চিত্তাত্মক যজ্ঞ উক্ত হইল। আর হীনাচার ব্রাত্য সম্বন্ধে "চতুঃষোড়শী" নামক যজ্ঞ বিধেয়। ইহাই মহর্ষি আপস্তম্বের মত।" তাই তিনি সূত্রও বলিয়াছেন "চতুঃষোড়শী সর্ব্বেষাং।"

তাণ্ড্যশ্রুতৌ নিন্দিতানাং কনীয়সাং জ্যায়সাঞ্চ * ব্রাত্যানাং ? যথাক্রমং ব্রাত্যস্তোমপ্রায়শ্চিত্তং সবিস্তরং প্রতিপাদিতং (*) ? হীনাচারাণান্তু নোক্তং।

মন্বাপস্তম্বাদিভি র্নাম নির্দ্দিশ্য তাণ্ড্যোক্তব্রাত্যানাং কিঞ্চিন্নোক্তং, পরন্তু মন্বাদ্যুক্তা ব্রাত্যা এতেম্বেবান্তর্ভবন্তীতি ন বেতি সুধীভির্ভাব্যমিতি।

অত্রেদানীং মন্বাদ্যুক্তানামেব ব্রাত্যানাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং বিষয়োঽত্র বিচার্য্যতে। ?

তথা হি—সাবিত্রীপতিতা দ্বিজা অত্র ব্রাত্যা উচ্যন্তে।

যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—(১।৩৭—৩৮)

"আষোড়শাদাদ্বাবিংশাচ্চতুর্ব্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ॥ ১
অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ॥"

তাণ্ড্য শ্রুতিতে নিন্দিত, কনিষ্ঠ, ও জ্যেষ্ঠ ব্রাত্যের যথাক্রমে "ব্রাত্য স্তোম প্রায়শ্চিত্ত সবিস্তর উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু হীনাচার ব্রাত্যগণের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। আপস্তম্ব ও মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণোক্ত ব্রাত্যের বিশেষরূপে নাম করিয়া কিছুই বলেন নাই, কিন্তু মন্বাদ্যুক্ত ব্রাত্য তাণ্ড্যোক্ত ব্রাত্যেরই অন্তর্গত কি না ? তাহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। এস্থলে এখন মন্বাদ্যুক্ত ব্রাত্যগণেরই বিচার করা যাইতেছে। তাহাই জানুন—সাবিত্রী পতিত দ্বিজাতিকেই এই স্থানে ব্রাত্য বলা যায়, ইহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন (১।৩৭—৩৮)

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশবৎসর ও বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশ বৎসরই উপনয়ন সংস্কারের চরম কাল। উক্ত কালের পরে তাহারা সাবিত্রী পতিত হইল বলিয়া "ব্রাত্য" এবং পতিত হইল, ইহাদের "ব্রাত্য স্তোম" নামক যজ্ঞ না করিলে আর কোন ধর্ম্মেই অধিকার থাকিবে না।

মনুরপি ১০। দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"

বিষ্ণুরপি (২৭।২৬)"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতো বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ।"

এবং গরুড়পুরাণে (১৪ অধ্যায়ে) ব্রাত্যবিষয়ো বিশেষতো দ্রষ্টব্যঃ।

ব্রাত্যতা ত্বসৌ উপপাতকমধ্যে পরিগণিতা যাজ্ঞবল্ক্যেন,

যথা (প্রাঃ ২৩৪—২৪২)

"গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাঞ্চানপক্রিয়া। * * *
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকং॥"

মনুনাপি (১১।৬৯) "ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃতকাধ্যাপনস্তথা। * *
স্ত্রী-শূদ্র-বিট্-ক্ষত্র-বধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকং॥"

তত্র প্রায়শ্চিত্তমাহ—যাজ্ঞবল্ক্যঃ—(প্রাঃ ২৬৫)
"উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেণাথবা পুনঃ॥"

মনুও বলিয়াছেন, দ্বিজাতির সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যদি উপনয়ন সংস্কার হীন হয়, তবে সেই গায়ত্রীরহিত দ্বিজপুত্রগণ "ব্রাত্য" নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে॥"

বিষ্ণুও বলিয়াছেন—ষোড়শবর্ষ যাবৎ ব্রাহ্মণ, দ্বাবিংশ বর্ষ যাবৎ ক্ষত্রিয়, ও চতুর্ব্বিংশ বর্ষ যাবৎ বৈশ্যের সাবিত্রী দীক্ষার কালাতিপাত হয় না, কিন্তু তৎপরে উক্ত তিন জনই আর্য্যগণের বর্জ্জনীয় হইবে। এ প্রকার গরুড়পুরাণের ১৪ অধ্যায়ে ব্রাত্যের বিষয় বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি—উক্ত ব্রাত্যতাকে উপপাতকের মধ্যে গণনা করিয়াছেন, যথা গোবধ, ব্রাত্যতা, চৌর্য্য, ঋণশোধ না করা, এবং ভার্য্যা বিক্রয়, ইহার প্রত্যেকই উপপাতক।

মনুও বলিয়াছেন—ব্রাত্যতা, জ্ঞাতি পরিত্যাগ, বেতন গ্রহণে অধ্যাপন, স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বধ এবং নাস্তিকতা বেদনিন্দা, ঈশ্বরাদির অস্বীকার প্রভৃতি উপপাতক।

অত্র মিতাক্ষরায়ামিত্থং ব্যবস্থাপিতং বিজ্ঞানেশ্বরেণ—"তত্র ব্রাত্যতায়াং মনুনেদমুক্তং (১১।১৯২)

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাং শ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ। ইতি—

যচ্চ যমেনোক্তং "সাবিত্রীপতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতি যাবকং।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ॥
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতং॥

তদুভয়মপি যাজ্ঞবল্ক্যীয়-মাসপয়োব্রতবিষয়ং।

যত্তু বশিষ্ঠেনোক্তং (১১ অধ্যায়ে)৲

"পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতঞ্চরেৎ' দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ, মাসং পয়সা, পক্ষমামিক্ষয়া, অষ্টরাত্রং ঘৃতেন, ষড্রাত্রময়াচিতেন, ত্রিরাত্র-

---

এই উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—যথাবিধি চান্দ্রায়ণ অথবা একমাসকাল কেবল দুগ্ধপান, অথবা পরাক ব্রত, উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।

উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরা টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—যথা—"এস্থলে মনু বলিয়াছেন যে সকল দ্বিজাতির যথাবিধি উপনয়ন সংস্কার করা হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পরে যথাবিধি উপনয়ন করাইবে।

যদ্বিও যম বলিয়াছেন।—যেই ব্রাহ্মণের পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ যজ্ঞোপবীত হয় নাই, সে শিখা সমেত শিরোমুণ্ডন পূর্ব্বক একবিংশতি দিবস দুইপল অর্থাৎ অর্দ্ধাঞ্জলি যাবক পান করিয়া থাকিলে, এইরূপ কঠোর ব্রতাচরণ ও দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বিশুদ্ধ হইলে, তখন তাহার উপনয়ন হইতে পারিবে। এই মনূক্ত ও যমোক্ত দুইটীই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত একমাস পয়োব্রত প্রায়শ্চিত্তের স্থলে জানিবে। আর বশিষ্ঠ ঋষি বলেন।—ব্রাত্য-দ্বিজ উদ্দাল ব্রতাচরণ করিবে,—দুই মাস যাউ খাইবে, একমাস দুগ্ধ, পনের দিন ছানা, আটদিন ঘৃত, ছয়দিন অযাচিত ভাবে, তিনদিন

মন্ত্রক্ষোঽহোরাত্রমুপবসেৎ অশ্বমেধাবভৃতং বা গচ্ছেৎ, ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি। অত্রেয়ং ব্যবস্থা।—যস্যোপনেত্রাদ্যভাবেন তৎকালাতিক্রম, স্তস্য যাজ্ঞবল্ক্যীয়-ব্রতানামন্যতমং শক্ত্যপেক্ষয়া ভবতি। অনাপদ্যতিক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং, তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদূর্দ্ধমপি কিয়ৎকালাতিক্রমে তূদ্দালকব্রতং, ব্রাত্যস্তোমো বেতি। যেষান্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাস্তেষামাপস্তম্বোক্তমিতি।"

আপস্তম্বোক্তন্তু প্রায়শ্চিত্তং বক্ষ্যতে। অত্র ব্রতে ব্রাত্যস্তোমযজ্ঞে অসমর্থানাং অনুকল্পবিধানদর্শনার্থং শূলপাণিকৃতব্যবস্থাপি কথ্যতে, যথা।— প্রায়শ্চিত্তবিবেকে "অথ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তং তত্র মনুবিষ্ণূ।—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাং শ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥

কেবল জল পান করিয়া থাকিবে, ও একদিন উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের "অবভৃত" নামক স্নান করিবে, অথবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে। অতএব ইত্যাদির ব্যবস্থা এ প্রকার যথা।—যেই মানবকের পিত্রাদি না থাকায় উপনয়নের কালাতীত হয়, তাহার যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত চান্দ্রায়ণাদি তিন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে নিজের শক্তি অনুসারে একটা করিলেই চলিতে পারে। আর যাহাদের কোনও বাধা বিঘ্ন হয় নাই, অকারণে কালাতীত করিয়াছে, তাহাদের মনূক্ত ত্রৈমাসিক ব্রত করিতে হইবে, তন্মধ্যেও বিশেষ এই যে, যদি পনের বৎসরের পরে অল্প কিছুদিন অতীত হয়, তবে উদ্দালক ব্রত, বা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ কর্ত্তব্য। আর যাহাদের পিতা এবং পিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই, তাহাদের আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তই বিধেয়।

আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিশেষরূপে পরে বলিতেছি। এস্থলে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞে যাহারা অসমর্থ, তাহাদের জন্যে অনুকল্পের বিধান আছে, ইহা দেখাইবার জন্য শূলপাণিকৃত ব্যবস্থাও বলিতেছি।- যথা "প্রায়শ্চিত্ত বিবেক" পুস্তকে।—অনন্তর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছি, তাহাতে মনুও বিষ্ণু বলেন—"যেষাং দ্বিজানাং" (এই বচনের অনুবাদ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখিবে)

প্রাজাপত্যত্রয়ে ধেনুত্রয়ং, এতচ্চ পিতৃমাতৃরহিতস্য নিঃস্বজনস্য সাবিত্রীপাতে, আলস্যানবধানাদিনা তু সাবিত্রীপাতে যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

আষোড়শাদাদ্বাবিংশাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাৎ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাংকাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ॥
অত ঊর্দ্ধং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ॥

আঙশ্চাত্র মর্য্যাদাবচনত্বং, তেন ব্রাহ্মণস্য ষোড়ষবর্ষস্য মর্য্যাদাভূতত্বাৎ পঞ্চদশাব্দপর্য্যন্তং কালঃ। এবং রাজন্যবৈশ্যয়ো রেকবিংশ-ত্রয়োবিংশবর্ষংযাবৎকালদ্বয়ং। এতচ্চানন্তরং যমবচনে স্ফুটী ভবিষ্যতি। অত্রৈব বিষয়ে ব্রাত্যস্তোমবৈকল্পিকং দিনত্রয়াধিকমাসচতুষ্টয়সমাপ্যোদ্দালকব্রতমাহ বশিষ্ঠঃ।—(১১)

"পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতঞ্চরেৎ দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ, মাসং পয়সা, অর্দ্ধমাসমামিক্ষয়া, অষ্টরাত্রং ঘৃতেন, ষড়্রাত্রমযাচিতং, ত্রিরাত্র-

তিন কৃচ্ছ্র অর্থাৎ তিন প্রাজাপত্য, তিন প্রাজাপত্যে তিন ধেনুদানের ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাও, যে বালকের পিতা মাতা বা অপর বন্ধু বান্ধব না থাকায় যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, তাহাদেরই সম্বন্ধে জানিবে। আর আলস্য বা অনবধানতা প্রযুক্ত উপনয়নের কালাতিপাত হইলে তার ব্যবস্থা যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত জানিবে ("আষোড়শাৎ" এই বচনের অনুবাদ ৪পৃষ্ঠায় দেখিবে) আষোড়শাৎ এই "আ," র অর্থ সীমা, সে হেতু, ব্রাহ্মণের, ষোল বৎসর সীমা বিধায়, পনের বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাক্রমে একবিংশ ও ত্রয়োবিংশ বৎসর যাবৎ উপনয়নের কাল কথিত হইল। ইহাই পরবর্ত্তি যমবচন দ্বারা স্পষ্ট হইবে।

উক্ত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত বিষয় "ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের অনুকল্পে চারিমাস তিন দিনের কর্ত্তব্য উদ্দালক ব্রতের ব্যবস্থা বশিষ্ঠ ঋষি বলেন—(১১) ("পতিত সাবিত্রীক" এই বচনের অনুবাদ ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উক্ত বশিষ্ঠ বচনে যে "আমিক্ষা শব্দ আছে, ইহার অর্থ "ছানা, অভিধান কার অমরসিংহ ও তাহাই অর্থ করিয়াছেন।

রত্নক্ষঃ অহোরাত্রমুপবসেৎ অশ্বমেধাবভৃতং বা গচ্ছেৎ ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত।"

আমিক্ষাচ "আমিক্ষা সা শৃতোষ্ণে যা ক্ষীরেস্যাদ্দধিযোগতঃ। ইত্যাভিধানোক্তা। অত্র দ্বিমাস যাবকব্রতে ধেনুচতুষ্টয়ং, মাসৈক-ক্ষীরপানে সপাদধেনুত্রিতয়ং পক্ষমামিক্ষাশনে ত্বেকধেনুঃ, ক্ষীরাদামিক্ষায়াঃ কঠিনত্বেন বলহেতুত্বাৎ, অষ্টরাত্রং ঘৃতপানে অর্দ্ধধেনুঃ, এবং সপাদ নবধেনবঃ স্যুঃ, অস্যচোৎকৃষ্ট গোদান সহিত চান্দ্রায়ণতুল্যত্বেনৈ-তদ্বিষয়ে এবং শঙ্খ-লিখিতৌ—

"ব্রাত্যশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ গোদানঞ্চ কুর্য্যাদিতি।"
দেশোপপ্লবাদিনা পতিত সাবিত্রীকে যমঃ।
"পতিতা যস্য সাবিত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথারাজন্য বৈশ্যয়োঃ॥
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তেষাং প্রোবা চ বদতাং বরঃ।
বিবস্বতঃ সুতঃ শ্রীমান্ যমো ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ॥

এই বশিষ্ঠ বচনে দুই মাস যাবক (যাউ) ব্রতের বিধান আছে, ইহার অনুকল্পে চারিটী ধেনুদান, একমাস দুগ্ধ পানব্রতের অনুকল্পে সপাদ ধেনুত্রয়দান, পণর দিন ছানা খাইবার অনুকল্পে একধেনু, কেননা দুগ্ধ অপেক্ষায় ছানা কঠিন বিধায় বলাধানের কারণ। অষ্টরাত্র ঘৃতপানের অনুকল্পে অর্দ্ধধেনু (১৷৷০ কাহন) এইরূপে সপাদ নবধেনু অর্থাৎ ২৮৷৷০ কাহন কৌড়ি উৎসর্গ। কথিত উদ্দালব্রতের সমান কাঞ্চনদান, বা গোদান জানিবে। উক্ত আলস্য বা অনবধানতা প্রযুক্ত সাবিত্রীপাতে শঙ্খ ও লিখিত ঋষিবলেন—"ব্রাত্য চান্দ্রায়ন করিবে, বা গোদান করিবে।" দেশে মহামারী প্রভৃতি বিপ্লব উপস্থিতি নিবন্ধন যথাকালে উপনয়ন না হইলে, এতদ্বিষয়ে যম বলেন—যেই ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যথাকালে উপনয়ন সংস্কার না হইলে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত সূর্য্য পুত্র ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বলেন—"শিখাসমেত

একবিংশতিরাত্রস্তু পিবেৎ প্রসৃতিযাবকং।
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতং॥"

অত্রৈকবিংশতি রাত্রে যাবক প্রসৃতিপানে মাসপয়ঃ পান তুল্যত্বাৎ সপাদধেনুত্রয়মেব। তথা অস্মিন্নেব বিষয়ে অতিক্রান্তে কালে ব্রাত্যাধিকারে হারীতঃ

"তেষাং প্রায়শ্চিত্তং মাসং পয়োভক্ষ্যা গামনুগচ্ছেয়ুঃ শ্চীর্ণপ্রায়শ্চিত্তং তমিষ্টব্রতৈরুপনয়েয়ুরিতি (*)"

অকৃত প্রায়শ্চিত্তানামেষাং সংসর্গঃ সর্ব্বথাত্যাজ্যঃ যথাহ বশিষ্ঠঃ (১১)

"নৈনানুপনয়েৎ নাধ্যাপয়েৎ ন যাজয়েৎ নৈভির্ব্বিবাহয়েয়ুঃ পারস্করোঽপি——"নৈনানুপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন যাজয়েয়ুর্ন চৈভির্ব্যবহরেয়ুঃ॥ (২।৫।৪০)

গোভিলোঽপি—আপস্তম্বোঽপি—"তেযামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ॥" (১।২।২৯)

মুণ্ডন করিয়া ব্রতাচরণ করিবে তাহা এইরূপ—একবিংশতি দিবস অর্দ্ধাঞ্জলি যাবক পান করিবে, এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইবে, এই প্রকারে ব্রাত্য পবিত্র হইলে পর তবে উপনিত হইতে পারিবে।" এস্থলে একুশদিন যাবক পান একমাস দুগ্ধ পানের তুল্য বিধায় সপাদ ধেনুত্রয় (৯ কাহন ১২ পণ) প্রায়শ্চিত্ত। সেই প্রকার এতদ্বিষয়ে উপনয়ন কালাতীত হইলে হারীত ঋষি বলেন—ব্রাত্যগণ একমাস দুগ্ধ পান করিয়া গোচারণ করিবে, উক্তরূপে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে পরে ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান করাইয়া উপনয়ন সংস্কার করাইবে।

ব্রাত্য ভাবাপন্ন হইয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহাদের সংসর্গ সর্ব্বথা ত্যাজ্য,—ইহা বশিষ্ঠ, পারস্কর, গোভিল এবং আপস্তম্ব বলিয়াছেন—ইহাদিগকে (ব্রাত্যদিগকে) উপনয়ন করাইবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করিবে না, বিবাহ করিবে না ও ব্যবহার করিবে না, তাহাদের নিকটে যাইবে না ও ভোজন করিবে না "(১১।২।৪।৪০॥১।২।১৯)"

(*) "ইষ্টব্রতৈঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিভিরিতি গোবিন্দানন্দঃ।

মনুরপি—(২।৩৯-৪০) "অতঊর্দ্ধংত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্য বিগর্হিতাঃ॥
নৈতৈরপূতের্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ব্রাহ্মণঃ সহ॥"

ব্রাত্য যাজী তৎসংসর্গী চ প্রায়শ্চিত্তার্হঃ তথাচ স্মৃত্যন্তরং—
"ব্রাত্যাচার্য্যস্ত ভুক্ত্বান্নং কৃচ্ছ্রপাদেন শুধ্যতি।
যশ্চোপনয়তে ব্রাত্যান্ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈঃ স শুধ্যতি॥
ইতি সংস্কারতত্ত্বং।

যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানন্তরমপি ব্রহ্মচর্য্যং বিধাপ্য ব্রাত্য উপনেতব্যঃ কিয়ানত্র ব্রহ্মচর্য্যকাল ইত্যপেক্ষায়ামাপস্তম্ব আহ—

"অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কাল ঋতুং ত্রৈবিদ্যকংব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ॥
(১।১।২৪)

অস্যার্থঃ—যস্য ব্রাহ্মণাদিবর্ণস্য য সাবিত্র্যাঃ কাল উক্তঃ, তৎ তৎ কালস্যাতিক্রমে অতীতে ত্রৈবিদ্যকং ত্রিবেদাধ্যেতৃপুরুষাচরণীয়ং

মনুও বলিয়াছেন—কথিত ষোড়শবৎসরাদি কালের পরে উপনয়ন সংস্কারহীন সাবিত্রী পতিত ব্রাত্যগণ আর্য্যগণের অব্যবহার্য্য হইবে, অধিক কি বলিব? ইহারা যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মহা বিপদে পড়িলেও তাহাদের সহিত অধ্যয়ন অধ্যাপনা যজন যাজন ও কন্যার আদান প্রদানাদি সম্বন্ধ করিবে না।

এবং ব্রাত্যকে যে উপনয়ন সংস্কার করায়, ও ব্রাত্যাচার্য্যের যাহারা সংসর্গকরে তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ যথা স্মৃত্যন্তরে—

ব্রাত্যাচার্য্যের অন্ন ভোজন করিলে পাদপ্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে, আর যে ব্রাত্যকে উপনয়ন সংস্কার করায় সে তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে (সংস্কারতত্ত্ব)

যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের পরেও ব্রাত্যকে ব্রহ্মচর্য্য করাইয়া, তবে উপনয়ন করাইবে কিন্তু কতদিন ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিবে? এই আশঙ্কায় আপস্তম্ব বলেন—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে যাহার যাহা উপনয়নের কাল উক্ত হইয়াছে, সেই সেই কালাতিক্রম

সমুদিতং, নতু কেবলং ব্রাত্য মাণবকীয় বেদমাত্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তরূপং ব্রহ্মচর্য্যং। উপনয়নাভাৎ অগ্নিপরিচর্য্যাং গুরুশুশ্রূষাং বিহায় সমগ্রং ব্রহ্মচর্য্যং মন্বাদ্যুক্তং চরেৎ। কিয়ন্তং কালং ? তত্রাহ ঋতুং দ্বিমাসং যাবৎ।

অথোপনয়নং—(১।১।২৫) অস্যার্থঃ।—ইত্থমাচরিত ঋতুব্রতস্য অথ অনন্তরং উপনয়নং কার্য্যং। তথাপি ন নিস্তারঃ—

"ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনং।" (১।১।২৬)

অস্যার্থঃ—তত উপনয়নাদারভ্য সংবৎসরপর্য্যন্তমুদকোপস্পর্শনং স্নানং কর্ত্তব্যং, তত্র সমর্থস্য ত্রিসন্ধ্যমন্যস্য দ্বিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যংবা। এবং সমুত্তীর্ণনিয়মোব্রাত্যঃ

"অথাধ্যাপ্যঃ॥" (১।১।২৭) অস্যার্থঃ—অথ এবং গুরুতর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত-ঋতুব্রহ্মচর্য্য-সংবৎসর-নিয়ত-স্নানাদনন্তরং ব্রাত্যোপনীতো মানবকো বেদমধ্যাপ্যঃ। নতু তৎপূর্ব্বং, অধ্যাপনাসংসর্গজনিত পাতিত্য ভয়ান্নাধ্যাপ্যইতি তাৎপর্য্যং।

এতৎ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বমেবপ্রায়শ্চিত্তাদিকং প্রথমব্রাত্যবিষয়কং বোদ্ধব্যং। ব্রাত্যপুত্রাদৌতু—

হইলে সামঋক্ ও জজুর্ব্বেদের অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণের আচরণীয় ব্রহ্মচর্য্য (সুধু কেবল ব্রাত্যমানবকের বেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্য করিলে চলিবে না) উপনয়ন হয় নাই বলিয়া কেবল হোম ও গুরুশুশ্রূষা ভিন্ন মন্বাদ্যুক্ত সমগ্র ব্রহ্মচর্য্য দুইমাস কাল আচরণ করিতে হইবে।

এই প্রকারে ঋতুব্রতাচরণ করিলে পরে, তখন সেই ব্রাত্যের উপনয়ন হইতে পারিবে। তাহাতেও নিস্তার নাই,—তৎপরে উপনয়নের পর হইতে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে একবৎসর কাল ত্রিসন্ধ্যা দুই সন্ধ্যা অন্ততপক্ষে এক সন্ধ্যা অবগাহন স্নান করিবে, এই নিয়ম প্রতিপালনে উত্তীর্ণ হইলে পরে উপনীত ব্রাত্যমানবককে বেদাধ্যয়ন করাইবে, ইহার পূর্ব্বে নহে, কেন না তাহাতে অধ্যাপনা সংসর্গ জনিত পাপে অধ্যাপকের পাতিত্বের আশঙ্কা থাকে।

"কৃতে নিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ।
ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমসত্যং পর্ষদি ব্রুবন্॥"

ইত্যঙ্গিরোবচনাৎ পাপনিশ্চয়বতোঽকৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যান্নাদিভোগবতঃ পাপবৃদ্ধিশ্রবণাৎ প্রায়শ্চিত্তস্যাপি গুরুত্বমনিবার্য্যং অত উপপাতকমপি(*) ব্রাত্যতা মহাপাতকরূপেণ পরিনংস্যতইতি প্রায়শ্চিত্তং ব্যপদিশন্নাপস্তম্ব আহ—

"অথ যস্য পিতাপিতামহইত্যনুপেতৌস্যাতাং তেব্রহ্মহসংস্তুতাঃ॥"(১।১।২৮)

অস্যার্থঃ।—যস্যেতি বীপ্সার্থে, যস্য যস্যেত্যর্থঃ, তেন যেষাং মাণবকানাং পিতা পিতামহশ্চানুপেতৌ উপনয়নসংস্কারহীনৌ ব্রাত্যাবিতি-যাবৎ স্যাতাং স্বয়ং মাণবকশ্চ তে তথাবিধা মানবকা ব্রহ্মহসংস্তুতা ব্রহ্মঘ্না ইত্যেবং কীর্ত্তিতা ব্রহ্মবাদিভিঃ। ব্রহ্মহত্যামকুর্ব্বাণেষু ব্রহ্মহশংপ্রয়োগো ব্রহ্মঘ্নধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থঃ, তেন তেষাং ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তং

উক্ত যত কিছু প্রায়শ্চিত্ত—ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান সংবৎসর নিয়মমত স্নান ইত্যাদি সকলই প্রথম ব্রাত্য সম্বন্ধে জানিবে। ব্রাত্যের পুত্র পৌত্রাদি সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা যথা—অঙ্গিরা ঋষি বলেন—কোনও বিষয় পাপনিশ্চয় হইলে পরে সেই পাপী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য পণ্ডিতের সভায় উপস্থিত না হইয়া ভোজনাদি বিষয় ভোগ করিবে না, কেননা আত্মাতে পাপসত্ত্বে ভোজনাদি করিলে পাপবৃদ্ধি হয়, এবং পণ্ডিত সমাজে পাপ গোপন রাখিয়া অসত্য কথা কহিলেও পাপ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পাপ বৃদ্ধি হইলে প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হইবে, ইহা কিছুতেই নিবৃত্তি করা যাইবে না, অতএব ব্রাত্যতা পাপটা উপপাতক হইলেও দিন দিন কালক্রমে মহাপাতকরূপে পরিণত হইবে, অতএব মহর্ষি আপস্তম্ব তাহার প্রায়শ্চিত্তোপদেশ করিতেছেন—(১।১।২৮) যেই যেই মানবদিগের পিতা পিতামহ, এবং স্বয়ং মাণবক অর্থাৎ পুত্র পিতা ও পিতামহ ক্রমে ব্রাত্য হইয়া আসিতেছে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাহাদিগকে ব্রহ্মবধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মহত্যা না করাতেও ব্রাত্যগণকে যে "ব্রহ্মঘ্ন" শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রাত্যগণের উপরে ব্রহ্মহত্যার পাপ সদৃশ পাপ চাপাইবার জন্য, সেহেতু ব্রহ্মহত্যার

মরণবৈকল্পিকং চতুর্বিংশতিবার্ষিকং মহাব্রতং তদনুকল্পং বা ষষ্ট্যুত্তর-ত্রিশতধেনবঃ (৩৬০) তদশক্তৌ অশীত্যুত্তর কার্ষাপণ সহস্রং (১০৮০) তন্মূল্যস্বর্ণাদি বা, দক্ষিণা চ দ্বিশতং গাবঃ অশক্তৌ দ্বিশত কার্ষাপণাঃ (২০০)। ইত্থং কর্ত্তব্যত্বেনোপাদিশৎ। কিঞ্চ, "শ্মশানবচ্ছূদ্রপতিতৌ" ইত্যধ্যয়নপ্রকরণে আপস্তম্বেনোক্তং, তেন যথা ব্রহ্মঘ্নসমীপে নাধ্যেতব্যং তথা ব্রাত্য-পৌত্র-পুত্রাণামপি সমীপে বেদোনাধ্যেতব্য ইতি। তেষাং ব্রাত্যানাং সংসর্গং সর্ব্বথা বর্জ্জ্যা যদাহ আপস্তম্বঃ—

"তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ ॥ (১।১।২৯)

অস্যার্থঃ—যদ্যপি "বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥" ইত্যস্তি পাপানুমোদনং তথাপি তেষাং ব্রাত্যানাং অভ্যাগমনং আভিমুখ্যেন গমনং মাতাপিত্রা-দ্যর্থমপি বর্জয়েৎ। যদ্যপি "অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ। অন্যত্র কুলটাষণ্ড পতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ ॥" ইতি পাপং যাজ্ঞবল্ক্যেনা-

---

প্রায়শ্চিত্ত যেমন তুষানলাদিতে মৃত্যু, বা তদনুকল্প চতুর্বিংশতিবার্ষিক মহাব্রত তাহার অনুকল্প তিনশ ষাট ধেনু দান, তদনুকল্প হাজার আশীকাহন কৌড়ি, অথবা তন্মূল্য স্বর্ণাদি দান। উহার দক্ষিণা দুইশ গাভী, তদশক্তে ছয়শত কাহন, অতি দরিদ্রের পক্ষে দুইশত কাহন কৌড়ি উৎসর্গ করিবে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আরও বলি—"শূদ্র ও পতিত ব্রাত্য" ইহারা শ্মশানতুল্য, ইহা আপস্তম্ব ঋষি অধ্যয়ন প্রকরণে বলিয়াছেন, সেহেতু যেমন ব্রহ্মবধীর নিকটবর্ত্তি স্থানে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সেরূপ ব্রাত্য ব্রাত্যপুত্র ব্রাত্য পৌত্রের নিকটেও বেদোচ্চারণ করিবে না।

সেই সকল ব্রাত্যদিগের সংসর্গ সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিবে। ইহা মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন (১।১।২৯) যে, যদিও মনু বলিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতামাতা সতী ভার্য্যা ও শিশুপুত্রের ভরণপোষণ শত শত অপকার্য্য করিয়াও করিবে, এইরূপ পাপ-কর্ম্মেরও অনুমোদন আছে বটে, কিন্তু তথাপি বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতির জন্যও ব্রাত্যের নিকট যাইবে না। যদিও বেশ্যা ক্লীব ও পতিত ছাড়া অপর পাপীর নিকট হইতে অযাচিতরূপে উপস্থাপিত দ্রব্য গ্রহণ করিবার বিধি যাজ্ঞবল্ক ঋষি বলিয়াছেন

ভ্যনুজ্ঞাতং তথাপি ভোজনমুপাগতমপি তেষাং বর্জ্জয়েৎ। যদ্যপি "বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" ইত্যস্তি মহাভারতীয়ং স্মরণং (শা-মো ১৬৫।৩২) তথাপি তেষাং বিবাহসম্বন্ধমপি বর্জ্জয়েৎ।

কিন্তু যদি তে ব্রাত্যভাবাদনুতপ্য স্বয়মেব প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি তদা তেষাং প্রায়শ্চিত্তাধিকারমনুমন্যতে সঃ—

"তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং॥" (১।১।৩০)

অস্যার্থঃ—তেষাং মাণবকানাং ইচ্ছতাং স্বেচ্ছয়া প্রবর্ত্তমানানাং নতু বলাৎ প্রবর্ত্যমানানাং প্রায়শ্চিত্তমিতি, মরণ বৈকল্পিক ব্রহ্মহত্যোক্ত প্রায়শ্চিত্ত মাত্রেণাপি কৃতেন ন তেষাং নিস্তার ইত্যাহ সএব—

"যথা প্রথমাতিক্রমে ঋতুরেবং সংবৎসরঃ॥ (১।১।৩১)

অস্যার্থঃ—যথা প্রথমে অতিক্রমে যস্য যঃ সাবিত্র্যাঃ কাল উক্ত স্তদতিক্রমে ত্রৈবিদ্যকব্রহ্মচর্য্যকাল ঋতুঃ, এবমন্যস্মিন্নতিক্রমে, অর্থাৎ ব্রাত্যাৎ পিতুর্জাতানাং মাণবকানাং প্রায়শ্চিত্তাৎ পরং ব্রহ্মচর্য্যাচরণকালঃ সংবৎসরঃ। কৃত প্রায়শ্চিত্তস্য তস্য ততঃ কিং কর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষয়া স আহ—

কিন্তু ব্রাত্য যদি কোন বস্তু উপহার প্রদান করে তবে তাহা ত্যাগ করিবে। যদিও মহাভারতে (শান্তি-মোক্ষ ১৬৫।৩২) আছে বিষ হইতেও অমৃত টুকু বাহির করিয়া লইবে এবং নিকৃষ্ট কুল হইতেও উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে কিন্তু ব্রাত্যের কন্যা উত্তমা হইলেও তাহাদের সহির বিবাহ সম্বন্ধ বর্জ্জন করিবে।

কিন্তু যদি নিজের ব্রাত্যতা প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদিগকে মহর্ষি আপস্তম্ব প্রায়শ্চিত্তের অনুমতি দিতেছেন - (১।১।৩০) অন্যের প্ররোচনায় না হইয়া যদি নিজের ইচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে তবে মরণ অথবা ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে, উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও নিস্তার নাই, তাহাই আপস্তম্ব বলেন (১।১।৩১) প্রায়শ্চিত্তের পরেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে যাহার যে উপনয়নের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কালাতীতে, যেমন ত্রৈবিদ্যক "ব্রহ্মচর্য্যের" কাল, দুইমাস, এইপ্রকার অন্যরূপ অতিক্রম ঘটিলে অর্থাৎ যেই মানবকের পিতা ব্রাত্য, সেই মাণবক যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের পর এক বৎসরকাল

"অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং (১।১।৩২)

অস্যার্থঃ—অথ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য সংবৎসরং যাবচ্চরিত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানাৎ পরং তস্যোপনয়নং ততশ্চ যাবচ্ছক্যং উদকোপস্পর্শনং ত্রিসন্ধ্যাদিস্নানং।

অথ যদি পিতা পিতামহঃ স্বয়ং মাণবকশ্চ ব্রাত্যাস্তদাব্রহ্মচর্য্যাচরণে তারতম্যং বর্ত্ততে ন বা ইত্যাশঙ্কাং পরিহরতি স এব—

"'প্রতি পুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপেতাঃ স্যু॥ (১।২।১)

অস্যার্থঃ—যদি পিতৈবোপনয়নহীনস্তদোপনেয়ো মানবকঃ সংবৎসরমেকং ব্রহ্মচর্য্যং কুর্য্যাৎ ইতি পূর্ব্বমুক্তং, যদি পিতামহোঽপ্যনুপেতস্তদা মানবকো দ্বৌ বৎসরৌ, যদি স্বয়ং মানবকোঽপি যথাকালমনুপনীত স্তদা ত্রীন্ বৎসরান্ ব্রহ্মচর্য্যং কুর্য্যাৎ তত উপনয়নমিতি।

তত্র "যস্যপিতা পিতামহ" ইত্যুপক্রমে যস্যেত্যেকবচনং অন্তে "অথাধ্যাপ্যঃ" ইত্যেকবচনং মধ্যেতু "তে ব্রহ্মহ সংস্তুতাঃ" "তেষামভ্যা-

ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিবে। প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রহ্মচর্য্যাচরণের পরে কি কর্ত্তব্য? তাহাতে আপস্তম্ব বলেন (১।১।৩২) কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মাণবক একবৎর কাল "ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবে এবং যথাশক্তি ত্রিসন্ধ্যাদি স্নান করিবে।

আর যদ্যপি পিতা পিতামহ এবং মাণবক নিজেও ব্রাত্য হইয়া থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কিছু ইতর বিশেষ আছে কি না? এই আশঙ্কার পরিহারে আপস্তম্ব বলেন (১।২।১) মাণবক পর্য্যন্ত যত পুরুষ তাহা হইতে প্রত্যেক পুরুষ সংখ্যা করিয়া এক এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। অর্থাৎ যদি মালবকের পিতাই ব্রাত্য হইয়া থাকে, তবে উপনেয় মাণবক এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যদি পিতামহ ব্রাত্যও পিতাও ব্রাত্য তবে মাণবক দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করিবে, আর যদি মাণবকও যথাকালে উপনীত না হইয়া ব্রাত্য হইয়া থাকে তবে তিন বৎবর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরে মাণবক উপনয়ন গ্রহণ করিবে।

"পূর্ব্বে" "যস্যপিতা পিতামহ" এই উপক্রমে আপস্তম্ব সূত্রে একবচন, শেষে "অথাধ্যাপ্যঃ" এই সূত্রে একবচন, মধ্যে কিন্তু "তে ব্রহ্মহ সংস্তুতাঃ" "তেষামভ্যা-

গমনং” “তেষামিচ্ছতাং” ইতি সূত্রে বহুবচনং তত্রোপক্রমোপসংহারানুসারেণ মাণবকস্যৈব প্রায়শ্চিত্তমুপনয়নমধ্যাপনঞ্চ বোধিতং, বহুবচনন্তু তথাবিধমাণবকবহুত্বাপেক্ষমিত্যবোচাম” ইত্যুজ্জ্বলা বৃত্তিঃ। ইত্থং বৃত্তিকারাভিপ্রেতং মাণবকবহুত্বমাজ্ঞায় “অথ যস্য পিতা পিতামহঃ” ইতি সূত্রে মাণবকব্যক্তীনাং বহুত্ববোধনায় যস্য যস্যেতি বীপ্সাং ব্যাচক্ষে।

অথ যেষাং মাণবকানাং প্রপিতামহাদিতো ব্রাত্যতা, তত্র কা ব্যবস্থা? তত্রাহ স এব—

“অথ যস্য প্রপিতামহাদি নানুস্মর্য্যত উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতাঃ॥” (১।২।৫)

অস্যার্থঃ—অত্রাপি বীপ্সাভিপ্রেতা যস্য যস্যেত্যর্থঃ, মাণবকস্য প্রপিতামহ আদির্যস্মিন্ তৎ তথাবিধং উপনয়নং নানুস্মর্য্যতে তে মাণবকাঃ শ্মশানসংস্তুতাঃ শ্মশানবৎ কীর্ত্তিতাঃ। তেন “শ্মশানে সর্ব্বতঃ শম্যাপ্রাসাৎ” ইত্যধ্যয়নপ্রকরণে বক্ষ্যতে, ততঃ শমীকাষ্ঠং আ

গমনং” “তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং” ইত্যাদিসূত্রে বহুবচন নির্দ্দেশ আছে, এই উপক্রমে ও উপসংহারে মাণবকেরই প্রায়শ্চিত্ত, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন বুঝাইয়াছে, তবে যে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা অনেকানেক ব্রাত্যমাণবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহাই আমরা বলি” এই ত গেল উজ্জ্বলা বৃত্তি—আপস্তম্ব সূত্রের ভাষ্যকারের মত। এই প্রকার ভাষ্যকারের অভিপ্রায় মাণবকের বহুত্ব জানিয়াই “অথ যস্য পিতা পিতামহ” এই সূত্রেতে মাণবক ব্যক্তির বহুত্ব বুঝাইবার জন্যই যস্য অর্থাৎ যাহার যাহার এইরূপ বীপ্সা ব্যাখ্যা করিলাম।

আচ্ছা, যে সকল মাণবকের প্রপিতামহ হইতে উপনয়ন সংস্কার রহিত হইয়া আসিয়াছে তেমন স্থলে কি ব্যবস্থা? এবং বিষয় আপস্তম্ব বলেন—(১।২।৫) “অথ যস্য” এই সূত্রেও বীপ্সা জানিবে, যে যে মাণবকের প্রপিতামহ হইতে উপনয়ন সংস্কার স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেই সকল মাণবক শ্মশানসদৃশ” কথিত হইয়াছে,। বেদাধ্যয়ন প্রকরণে আপস্তম্বের একটী সূত্র আছে, “শ্মশানে সর্ব্বতঃ শম্যাপ্রাসাৎ” ইহার অর্থ।—একখানা শমীকাষ্ঠ শ্মশান হইতে

সম্যক্ ক্ষিপ্তং যাবতি দেশে পততি ততোঽর্ব্বাক্ শ্মশানে সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু অধ্যয়নং বর্জয়েৎ যথা, তথৈষামপি প্রপিতামহাদিকব্রাত্যানাং মাণবকানাং শ্মশানসদৃশানাং সমীপে শম্যাক্ষেপদেশমধ্যেঽপি বেদাধ্যয়নং ন কার্য্যমিতি।

প্রপিতামহাদারভ্যাধস্তনপুরুষচতুষ্টয়েষু ব্রাত্যেষু চতুর্থপুরুষাণামেবার্থাৎ বৃদ্ধপ্রপৌত্রাণাং ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তেঽধিকারিতাদিকমাদিশতি স এব—

"তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ, তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেদথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং পাবমন্যাদিভিঃ। স্পষ্টোঽর্থো গতশ্চ। (১।২।৬)

মহর্ষিঃ পারস্করোঽপি ত্রিপুরুষপতিতোপনয়নসংস্কারাণামপত্যে উপনয়নসংস্কারং নিষেধতি প্রায়শ্চিত্তঞ্চোপদিশতি যথা—

"ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ॥"

অস্যভাষ্যং—জয়রামঃ—"ত্রিপুরুষমিতি এতেষাং ত্রয়াণামপত্যে চতুর্থে পুরুষে কৃতপ্রায়শ্চিত্তে কেবলমুপনয়নাখ্যঃ সংস্কারো নাধ্যাপনাদিঃ।"

যোরে ছুঁড়িয়া ফেলিলে যত দূরে যাইয়া পড়িবে তাহার ভিতরে শ্মশানের নিকটে বেদ পাঠ করিবে না, এই প্রকার উক্ত শ্মশান সদৃশ প্রপিতামহাদি হইতে ব্রাত্য মাণবকের নিকটে শমীকাষ্ঠ ক্ষেপণের মধ্যস্থানে বেদপাঠ করিবে না। প্রপিতামহ হইতে নীচে চারিপুরুষ ব্রাত্য হইলে তন্মধ্যে চতুর্থ পুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্রেরই ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তে অধিকার, ইহাই আপস্তম্বের আদেশ।

উক্ত শ্মশান সদৃশ ব্রাত্য মাণবকদিগের নিকটে গমন, তাহাদের সহিত ভোজন, ও বিবাহাদি করিবে না। তাহারা, স্বয়ং ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে, দ্বাদশ বার্ষিক ত্রৈবিদ্ধক ব্যহ্মচর্য্য করিয়া পরে উপনয়ন, ও পাবমানী সূক্তদ্বারা ত্রিসন্ধ্যাদি স্নান করিবে॥ (১।২।৬)

মহর্ষি পারস্করও, ত্রিপুরুষ যাবৎ যাহাদের উপনয়ন সংস্কার রহিত হইয়াছে তাহাদের পুত্রে উপনয়ন সংস্কার নিষেধ করেন, এবং প্রায়শ্চিত্তেরও আদেশ

হরিহরঃ—"ত্রিপুরুষং ত্রীন্ পুরুষান্ যাবৎ যে পতিতসাবিত্রীকাঃ পিতৃ-পুত্র-পৌত্রাস্তেষামপত্যে পুত্রে সংস্কার উপনয়নং ভবতি ন পুনশ্চতুর্থাদীনাং তেষাঞ্চোপনীতানামপি অধ্যাপনং ন ভবতি, নিষিদ্ধস্য পুনরনুজ্ঞাপনং প্রতিপ্রসব ইতি উপনয়নস্যৈব প্রতিপ্রসবাৎ॥"

গদাধরঃ—"ত্রীন্ পুরুষান্ যাবৎ যে পতিতসাবিত্রীকাঃ পিতৃ-পুত্র-পৌত্রাঃ, তেষামপত্যে চতুর্থে পুরুষেঽসংস্কার উপনয়নসংস্কারো ন ভবতি অধ্যাপনঞ্চ ন ভবতি। তেষাং প্রায়শ্চিত্তমপ্যসাবুপদিশতি যথা—

"তেষাং সংস্কারেপ্সবো ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা-ভবন্তীতি বচনাৎ॥" (২।৫।৪৩) কৃতপ্রায়শ্চিত্তানামুপনীতানাং পুত্রাদৌ তু ন প্রায়শ্চিত্তাদ্যাবশ্যকং, তে তু যথাযথং ব্রাহ্মণাদয়এব জাত্যা স্যুঃ, এতদেবাহ সএব "তত উর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ" (১।২।১০)

করেন। যথা ভাষ্যকার জয়রামের অর্থ—ত্রিপুরুষ যাবৎ সাবিত্রী পতিত হইলে, তাহাদের অপত্য অর্থাৎ চতুর্থ পুরুষে প্রায়শ্চিত্ত করিলে কেবল উপনয়ন মাত্র হইতে পারে, বেদাধ্যয়ন করিতে পারে না। হরিহর বলেন পিতা, পুত্র ও পৌত্র, এই তিন পুরুষ যাবৎ উপনয়ন সংস্কার না হইলে ঐ পৌত্রের পুত্রেরই উপনয়ন হইতে পারে, কিন্তু বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না, কেননা তাহাতে উপনয়নেরই প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে, বেদাধ্যয়নের নহে। গদাধর বলেন—তিন পুরুষ যাবৎ উপনয়ন বর্জ্জিত হইলে চতুর্থ পুরুষের অসংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন হইতে পারে না॥

কিন্তু উক্ত ব্রাত্যগণের প্রায়শ্চিত্তের বিধান পারস্কর দিয়াছেন যথা—ইহারা যদি উপনয়ন সংস্কার ইচ্ছা করেন, তবে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে ও ব্যবহার্য্য হইতে পারেন॥ (২।৫।৪৩)

যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তানন্তর যে যে ব্রাত্য উপনয়ন গ্রহণ করে, ইহাদের পুত্র বা পৌত্রাদির উপনয়নে আর প্রায়শ্চিত্তাদি করিতে হইবে না, তাহারা যথাযথ প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতিই হইবে। ইহাই আপস্তম্ব "ততউর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ" (১।২।১০) এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন॥

পরাশরভাষ্যে দ্বাদশাধ্যায়ে মাধবাচার্য্যেণ মদনপারিজাতে মদনপালেন ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তে ইত্থমেব ব্যাখ্যাতং ব্যবস্থাপিতঞ্চ।

বৃদ্ধ প্রপিতামহাৎ প্রভৃতি তু যেষাং ন স্মৃত্যা প্রতিপাদিতমুপনয়নং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং ন ক্কাপি ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাদিষ্টং দৃশ্যতে ইতি। অত্র কশ্চিৎ ধূর্ত্তো বিদ্বচ্চক্ষুষি পাংশুমুষ্টিং বিকিরন্নিব তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণীয়াং—

"অথৈষ শমনীচমেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতে যজেরন্।" (১৭।৪।১) শ্রুতিমেতাং প্রদর্শ্যাসংখ্যপুরুষং যাবদ্ব্রাত্যানাং প্রায়শ্চিত্তং বিধাপয়তি, তদশ্রাব্যং তত্র জ্যায়োঽধিকার এবাস্যাবিষয়ত্বাদিতি তত্রৈব দ্রষ্টব্যং।

অত্রেদমাশঙ্কণীয়ং—পাপমাত্রস্যৈবাস্তে প্রায়শ্চিত্তং গুরুণো লঘুনো বেতি শাস্ত্রে প্রতিপাদিতং, চেদেবং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদারভ্য পতিতসাবিত্রীকাণাং ন কথমাদিশন্ মুনয়ঃ প্রায়শ্চিত্তাদিকমিতি? সত্যং ততঃ পরং তেষাং সঙ্করজাতের্দৃঢ়মূলত্বাদেব প্রায়শ্চিত্তং স্বতো নিবৃত্তমিতি। তথাহি মনুঃ (১০।২০—২৪)

পরাশরভাষ্যে দ্বাদশাধ্যায়ে মাধবাচার্য্য ও মদন পারিজাতগ্রন্থে মদন পাল ও ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থাও এইরূপই করিয়াছেন।

বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে যে সকল দ্বিজাতি ব্রাত্য হইয়াছে, তাহাদের উপনয়ন বা প্রায়শ্চিত্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই আদিষ্ট হয় নাই। এস্থলে কোনও ধূর্ত্তপণ্ডিত অপর পণ্ডিতগণের চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই যেন তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের "অথৈষ শমনীচ মেঢ্রাণাং" এই শ্রুতি দেখাইয়া অসংখ্য পুরুষ যাবৎ উপনয়ন হীন, হইলেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন, ইহা নিতান্ত অশ্রাব্য কথা, কেন না তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের "অথৈষ শমনীচমেঢ্রাণাং এই শ্রুতিটা "জ্যায়াংস" ব্রাত্য সম্বন্ধেই লিখিয়াছে, হীনাচার সম্বন্ধে নহে। ইহা তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের (১৭।৪।১) দেখিবেন।

এস্থলে এই একটী আশঙ্কা হইতে পারে—যে গুরুতর পাপই হউক, আর অল্প পাপই হউক, পাপ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাই যদি হয় তবে বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে উপনয়ন ভ্রষ্ট হইলে, এবংবিধ বিষয়ে মুনিরা

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥
ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈষ এব চ ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ ॥
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥" ইতি।

"স্বকর্ম্মণাং উপনয়নবেদগ্রহণাদীনাং ত্যাগঃ ক্ষত্রবৃত্ত্যাদয়োঽপি পুত্রপৌত্রান্বয়িনঃ" এতেন কারণেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রবৃত্ত্যা, ক্ষত্রো

প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন নাই কেন? কথাটা সত্য বটে, বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে অর্থাৎ চার পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত উপনয়ন রহিত ব্রাত্যগণ থাকা পোক্ত বর্ণসঙ্কর জাতি হয় বিধায়ই তাহাদের প্রায়শ্চিত্তাধিকার আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহা মনু বলেন (১০।২০—২৪)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সবর্ণা স্ত্রীতে যে যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহারা যদি উপনয়ন সংস্কার রহিত হয়, তবে তাহাদিগকে "ব্রাত্য" এই নামে অভিহিত করিবে। ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র জন্মে সে অতিনিকৃষ্ট ভূর্জকণ্টক জাতি হয় উক্ত ভূর্জকণ্টক জাতিকেই কোন কোন দেশে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈশ বলিয়া থাকে। এবং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন পুত্রগণ ঝল্ল মল্ল অর্থাৎ ঝাল, মালা, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ ও দ্রবিড় অন্ত্যজ জাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এবং ব্রাত্যবৈশ্য হইতে জাত দিগকে "সুধন্বাচার্য্য" কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত ইত্যাদি বর্ণসঙ্কর জাতি বলে। পরক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ, বিবাহের অনুপযুক্ত সগোত্রাদি বিবাহ এবং উপনয়নরূপ স্বকর্ম্ম ত্যাগ, এই তিন কারণেই বর্ণসঙ্কর হয়॥ (১০।২০—২৪)

বৈশ্যবৃত্ত্যা, বৈশ্যশ্চ শূদ্রবৃত্ত্যা, বংশপরম্পরয়া সঙ্করজাতয় এব ভবন্তি, জাতিস্তু ন প্রায়শ্চিত্তশতেনাপ্যপৈতি ইতি। এতদেব যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্ফুটীকুরুতে—

জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরং ॥" (১।৯৬)

অত্র মিতাক্ষরা—"কর্ম্মণাং ব্যত্যয়ে বৃত্ত্যর্থানাং কর্ম্মণাং বিপর্য্যাসে যথা ব্রাহ্মণো মুখ্যয়া বৃত্ত্যা অজীবন্ ক্ষাত্রেণ কর্ম্মণা জীবেদিত্যনুকল্পঃ; তেনাপ্যজীবন্ বৈশ্যবৃত্ত্যা তয়াপ্যজীবন্ শূদ্রবৃত্ত্যা * * * ইতি কর্ম্মব্যত্যয়ঃ। 'তস্মিন্ ব্যত্যয়ে সতি যত্তাপদ্বিমোক্ষেঽপি তাং বৃত্তিং ন পরিত্যজতি, তদা পঞ্চমে ষষ্ঠে সপ্তমে বা জন্মনি সাম্যং। যস্য হীন-বর্ণস্য কর্ম্মণা জীবতি তৎ সমানজাতিত্বং ভবতি, তদ্ যথা—ব্রাহ্মণঃ

অতএব যদি স্বকর্ম্ম উপনয়ন বেদাধ্যয়নাদির ত্যাগ করে এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যদি পুত্র পৌত্রা-দিক্রমে ক্ষত্রিয়াদির বৃত্তি অবলম্বন করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য যুদ্ধাদি, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি বাণিজ্যাদি, এবং বৈশ্য শূদ্রের বৃত্তি ত্রিবর্ণের সেবা যদি বংশ পরম্পরা আচরণ করে, তবে তাহারা সঙ্কর জাতিই হইয়া যায়, জাতি কিন্তু শত শত প্রায়শ্চিত্তেও পরিবর্ত্তন হয় না, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

নিকৃষ্ট জাতিও পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাস্ত্রী গর্ভজাত কন্যা যদি ক্রমে ব্রাহ্মণাদিতে বিবাহ করে, তাহাতে কন্যা জন্মিলে সেই কন্যা ব্রাহ্মণাদিতে বিবাহ করে, এরূপ ক্রমে পঞ্চম বা সপ্তম কন্যা গর্ভেজাত যে হইবে সে ব্রাহ্মণ, বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যই হইবে। "ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং" এই পরার্দ্ধের অর্থ মিতাক্ষরায় এইরূপ।—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যদি কর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটে, যেমন, ব্রাহ্মণ নিজবৃত্তি যজন যাজনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারে, তবে ক্ষত্রিয়বৃত্তি যুদ্ধাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাতে না পারিলে বৈশ্যবৃত্তি বাণিজ্যাদি করিবে, তাহাতে না পারিলে শূদ্রবৃত্তি—চাকুরী করিবে, ইহারই নাম কর্ম্মব্যত্যয়, এইরূপ কর্ম্মব্যত্যয় ঘটিলে যদি দুরবস্থা মোচনের পরেও সেই বৃত্তি না ছাড়ে, তবে পঞ্চম ষষ্ঠ বা সপ্তম জন্মে তৎসমান হইবে, অর্থাৎ যেই

শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামত্যজন্ যং পুত্রমুৎপাদয়তি সোঽপি তথৈব বৃত্ত্যা জীবন্ পুনরপ্যেবং, পরম্পরয়া সপ্তমে জন্মনি শূদ্রমেব জনয়তি। বৈশ্যবৃত্ত্যা জীবন্ ষষ্ঠে বৈশ্যং, ক্ষত্রিয়বৃত্ত্যা জীবন্ পঞ্চমে ক্ষত্রিয়ং, ক্ষত্রিয়োঽপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ ষষ্ঠে শূদ্রং, বৈশ্যবৃত্ত্যা জীবন্ পঞ্চমে বৈশ্যং, বৈশ্যোঽপি শূদ্রবৃত্ত্যা জীবন্ তামপরিত্যজন্ পুত্রপরম্পরয়া পঞ্চমে জন্মনি শূদ্রং জনয়তি ইতি—"

আপস্তম্বোঽপ্যেতদেব প্রতিধ্বনতি।—

"অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং বর্ণমাপদ্যন্তে জাতিপরিবৃত্তৌ॥" ইতি—(৫।১১।১১) জাতিপরিবৃত্তৌ জন্মনঃ পরিবর্ত্তন· ইত্যর্থঃ॥ অত এব স্বকর্ম্মত্যাগিনাং পরশুরামভীতানাং ক্ষত্রিয়াণাং শূদ্রত্বমেব জাতং ন তু ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বং, যথা—মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বণি (২৯।১৫)

"তেষাং স্ববিহিতং কর্ম্ম তদ্ভয়ান্নানুতিষ্ঠতাং।
প্রজা বৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মাণানামদর্শনাৎ॥" ইতি

হীনবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করে তত্তুল্য জাতি হইবে, যেমন ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রবৃত্তি সেবা আশ্রয় করে, এই বৃত্তি না ছাড়িয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্রও যদি সেই সেবাবৃত্তি আশ্রয় করে, আবার তার পুত্রও যদি সেবাবৃত্তি অবলম্বন করে, এই ক্রমে সপ্তম পুত্র শূদ্রই হইবে, এবং ব্রাহ্মণ বৈশ্য বৃত্তি আশ্রয় করিয়া ষষ্ঠ পুত্র বৈশ্যই জন্মাইবে, এবং ক্ষত্রবৃত্তিতে পঞ্চমে ক্ষত্রিয় পুত্রই জন্মাইবে এই প্রকারে ক্ষত্রিয়ও শূদ্রবৃত্তিতে ষষ্ঠ পুরুষে শূদ্রই জন্মাইবে, বৈশ্যবৃত্তিতে পঞ্চমে বৈশ্য জন্মাইবে এবং বৈশ্যও শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহা না ছাড়িয়া পুত্র পরম্পরায় পঞ্চম পুরুষে শূদ্র পুত্রই জন্মাইবে (১।৯৬)।

আপস্তম্বও এইরূপই বলিয়াছেন।—অধর্ম্মাচরণ দ্বারা শ্রেষ্ঠবর্ণও জন্ম পরিবর্ত্তনে অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নিকৃষ্ট বর্ণত্ব লাভ করে। (৫।১১।১১) অতএব স্বকর্ম্মত্যাগী পরশুরামভীত ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রই হইয়াছিল, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হয় নাই, যথা মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব (২৯।১৫) পরশুরামের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়েরা নিজোচিত কর্ম্ম ছাড়িয়া এবং ব্রাহ্মণের সংসর্গ না পাইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইদানীং সর্ব্বৈর্যদাশঙ্কিতং "অসংখ্যপুরুষং যাবৎ স্বকর্ম্মসংস্কার-রহিতানাং দ্বিজানাং প্রায়শ্চিত্তেন স্বাধিকারসম্পত্তির্ভবেন্নবেতি" তস্যায়-মেব সিদ্ধান্তঃ স্ফুরতি।—

"যতো বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ প্রভৃতিষু যেষাং ব্রাত্যানাং ন স্মৃত্যানুমোদিত-মুপনয়নং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং ন কাপ্যাদিষ্টং বর্ণসঙ্করজাতিত্বাৎ, তত্রাসংখ্য-পুরুষং যাবৎ স্বকর্ম্মসংস্কাররহিতানাং তেষাং ব্রাত্যব্রাহ্মণানাং মনূক্তং (১০।২০—২৪) ভূর্জ্জকণ্টকাদ্যন্ত্যজাতিত্বং, ব্রাত্যক্ষত্রিয়াণাং ঝল্লমল্লাদ্যন্ত্য-জাতিত্বং ব্রাত্যবৈশ্যানাঞ্চ সুধন্বাচার্য্যকারুষাদিজাতিত্বমেবোৎপদ্যত ইতি।

অপিচ—যদ্যনেকপুরুষাবধি ভ্রষ্টসংস্কারাণাং দ্বিজাতীনাং প্রায়-শ্চিত্তাধিকারিত্বং পুনঃ সংস্কারার্হত্বঞ্চ বিধ্যনুজ্ঞাতং ভবেৎ ভবেচ্চার্য্য-জনৈর্ব্ব্যবহার্য্যত্বং তর্হি মনুনা "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিত্যাদিনা (১)

অতএব ইদানীং অনেকের মনে আশঙ্কা ছিল যে অসংখ্য পুরুষ যাবৎ যাহাদের স্বকর্ম্ম উপনয়ন সংস্কার রহিত হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার উপনয়ন হইতে পারে কি না? তাহার ইহাই চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইতেছে—যে, যখন বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতে ব্রাত্যদিগের বর্ণসঙ্কর প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়ন কোনও শাস্ত্রেই মুনিগণ আদেশ করেন নাই, তখন অসংখ্য পুরুষ যাবৎ যাহাদের উপনয়ন রহিত হইয়াছে, সেই সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্তাধিকার ও উপনয়ন সংস্কারের কথা আর কি বলা যাইতে পারে, "কৈমুতিক ন্যায়েতে" তাহা সুতরাং নিষিদ্ধ, ইহাতে আর কথা কি?

অতএব বহু পুরুষ যাবৎ ব্রাত্য ব্রাহ্মণের পুত্র ভূর্জকণ্টকাদি অন্ত্যজ জাতি, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের পুত্রগণ "ঝাল" "মালা" ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতি—এবং ব্রাত্য বৈশ্যের পুত্র সুধন্বাচার্য্য ও কারুষাদি রূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(১) শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র-দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ মনু।১০।৪৩—৪

ক্ষত্রিয়াণাং পৌণ্ড্রকাদীনাং বৃষলত্বং ব্যবস্থাপ্য কিমিতি প্রায়শ্চিত্তং পুনঃ সংস্কারশ্চ ন প্রতিবিহিতং, কিমিতি বা কালমেতাবন্তং পৌণ্ড্রকোড্র-দ্রবিড়-কাম্বোজ-যবন-শক-পারদ-পহ্লব-চীন-কিরাত-খশানাং নৈকোঽপি অধুনা "মরাঠে"—বঙ্গীয়বৈদ্যকায়স্থানিব বিধায় নাম্নৈব প্রায়শ্চিত্ত-মুপনয়ন সংস্কারেণাত্মানং ন সমস্কার্ষীৎ? অতএব বহুপুরুষং যাবৎ সংস্কারহীনা দ্বিজাতয়ঃ পতিতা বর্ণসঙ্করা এব জাতা ইতি সর্ব্বমবদাতং ॥

এতেন মিথ্যাব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বেন ব্রাত্যবৈশ্যত্বেন চাত্মানং মহান্তং মন্যমানা য ইদানীং প্রগল্ভন্তে বহুপুরুষপরম্পরয়া উপনয়নহীনা অপি যথাকথঞ্চিদবৈধপ্রায়শ্চিত্তং বিধায় ধূর্ত্ত-ধনব্রহ্মপণ্ডিতকপ্ররোচনয়া উপনয়নং স্বীকুর্ব্বন্তি চ তেঽতীব গর্হিতমাচরন্তীতি শাস্ত্রসম্মতমিতি প্রতীমঃ ॥

ইতি ব্রাত্যকায়স্থচন্দ্রিকাষাং প্রথমপ্রভা।

আরও বলি—যদি অনেক পুরুষ যাবৎ উপনয়ন সংস্কার রহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রায়শ্চিত্তে অধিকার ও উপনয়ন সংস্কার শাস্ত্রানুমোদিত হইত, এবং তাহা যদি আর্য্যগণ ব্যবহার করিতেন, তবে মনু (১০।৪৩-৪৪) "শনকৈস্তক্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি দ্বারা ক্ষত্রিয়জাতি পৌণ্ড্রকাদির বৃষলত্ব স্থাপন করিয়া, কেনই বা তাহাদের সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত ও উপনয়ন সংস্কারের প্রতিবিধান করেন নাই, আর কেনই বা এযাবৎ কালের মধ্যে পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ (কাবুলী) যবন, শক, পারদ, চীন, কিরাত ও খশজাতির মধ্যে একজনও এখনকার মহারাষ্ট্রদেশে "মরাঠে" জাতি ও বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈদ্যের মত প্রায়শ্চিত্তের নাম করিরা উপনয়ন গ্রহণে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় হইতেছে না? অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অসংখ্য পুরুষ যাবৎ উপনয়ন সংস্কার রহিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ পতিত বর্ণসঙ্করই হইয়া থাকে, ইহা সমস্তই পরিষ্কার বুঝা গেল।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা, মিথ্যা মিথ্য ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, এবং ব্রাত্য বৈশ্য বলিয়া আপনাকে বড় মনে করিতেছে ও প্রাগলভ্য প্রকাশ করিতেছে, এবং অসংখ্য পুরুষযাবৎ উপনয়নহীন হইয়াও যে কোন প্রকাব অবৈধ প্রায়শ্চিত্ত

অথ কায়স্থাঃ—

কায়স্থঃ কথিতোঽপি শাস্ত্রে সজ্জাতি বিষয়েঽসৌ নৈব দৃশ্যতে, যতো মন্বাদিশাস্ত্রে চত্বার এব বর্ণা জাতিত্বেন নিরূপিতাঃ, তথাচ—মনুঃ।১০।৪—৫

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো-বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্তয়েব হি॥"
'শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতি রিতি গৌতমঃ। ১০

অতএব মহাভারতেঽপ্যুক্তং—

"মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
উরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ॥

করিয়া ধূর্ত্ত, ধনব্রহ্ম—অর্থলোভী কুৎসিত পণ্ডিতের প্ররোচনায় উপনয়ন স্বীকার করিতেছে, তাহারা অত্যন্ত গর্হিত আচরণই করিতেছে, ইহাই শাস্ত্রের মত বলিয়া আমরা বুঝিলাম॥

ইতি ব্রাত্য কায়স্থ চন্দ্রিকার প্রথম প্রভা॥

অনন্তর কায়স্থের বিষয় বলা হইতেছে—"কায়স্থ" এই কথাটা শাস্ত্রে আছে বটে কিন্তু ভালজাতি সম্বন্ধে কায়স্থ শব্দটা শাস্ত্রে দেখা যায় না, যে হেতু মন্বাদি শাস্ত্রে চারিটী জাতিই নিরূপিত আছে, (১০।৪—৫) যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি কহে, চতুর্থ আর একজাতি শূদ্র, ইহার অধিক পঞ্চম বর্ণ আর নাই। বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণোৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিত ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে বিবাহিত বৈশ্যাজাত পুত্রবৈশ্য, এবং শূদ্র হইতে বিবাহিত শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র শূদ্রজাতি হইবে, এতদ্ভিন্ন অসবর্ণ স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান মুখ্যজাতি নহে,তাহারা সঙ্কর বা মিশ্রজাতি হয়॥ (১০।৪—৫) গৌতমঋষিরও মত তাহাই,—"শূদ্র চতুর্থ বর্ণ এক মুখ্যজাতি" (১০)

চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ।
অতোঽন্যেত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাতয়ঃ॥"
(শান্তি, মোক্ষ, ১৯৬।৬—৭)

এতেন "কায়স্থঃ পঞ্চমো বর্ণ" ইতি কস্যচিন্মত মপাস্তমিতি এবমপরস্যাং সংহিতায়াং রামায়ণে মহাভারতে পুরাণাদৌ চ ক্বাপি জাতিবিষয়ে কায়স্থ নাম নোল্লিখিতমিতি। যত্তু ব্যাসসংহিতায়াং ন্দোজাতৌ দৃশ্যতে, যথা—

"বণিক্-কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ-চণ্ডাল-দাশ-শ্বপচ-কোলকাঃ॥
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥" (১।১১)

কিন্তুসৌ কিরাতাদিসাহচর্য্যাৎ দেশান্তরীয়োঽন্ত্যজবিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ন তু সদ্ব্রাহ্মণৈরপি কৃতযাজনাদিসংসর্গো ঘোষবস্বাদিকঃ কায়স্থ ইতি।

অতএব মহাভারতেও কথিত আছে—যে হে তাত! ব্রাহ্মণ জাতি ব্রহ্মার মুখজাত, ক্ষত্রিয় বাহুজাত, বৈশ্য উরু হইতে জাত, আর শূদ্র পাদজাত, হে পুরুষর্ষভ! এই চারিবর্ণের উৎপত্তি এইরূপে হইল, এই চারিবর্ণের অতিরিক্ত যত যত জাতি আছে, তাহারা সকলেই সঙ্কর বা মিশ্রজাতি জানিবে॥ (শান্তি, মোক্ষ, ১৯৬।৬—৭)

এই মহাভারতের বচন দ্বারা "কায়স্থকে যিনি পঞ্চমবর্ণ বলেন," তাহার মত খণ্ডিত হইল। এই প্রকার অপরাপর কোনও সংহিতায়, রামায়ণে মহাভারতে অথবা পুরাণ শাস্ত্রে কোথাও জাতি বিষয়ে কায়স্থনাম উল্লিখিত হয় নাই,। যদিও ব্যাস সংহিতায় কায়স্থজাতি দেখা যায় বটে, যেমন "বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ ও কোল ইহারা, এবং গোমাংসখাদক যত আছে, তাহারা সকলেই অন্ত্যজজাতি। (১।১১) কিন্তু এই কায়স্থ কিরাতাদির সাহচর্য্যে অন্ত্যজ বিশেষ কোনও দেশান্তরে থাকে ত থাকুক, এই শ্লোকোক্ত কায়স্থ কিছু বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থ নহে, কেন না, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণে কখনই ইহাদের যাজনাদি সংসর্গ করিতেন না।

অপরোঽপি সঙ্করজাতাবন্যবিধঃ কায়স্থোদৃশ্যতে কমলাকর-ভট্টোক্তৌ যথা—

"মাহিষ্যবনিতাসূনুর্বৈদেহাদ্‌যঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্যধর্ম্মোঽভিধীয়তে॥
ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যো বৈশ্যাদ্বিপ্রাজো বৈদেহঃ।
লিপীনাং দেষজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ॥
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটী প্রভেদতঃ।
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ॥
চাতুর্ব্বর্ণস্য সেবাং হি লিপিলেখন সাধনাং।
ব্যবসায়ঃ শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবনমুদাহৃতং॥
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চবস্ত্রমারক্তমম্ভসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥"

ইদৃশাস্তু নিন্দিতাঃ কায়স্থা দেশান্তরে বর্ত্তন্তাং নাম, ন চ ত ইব ঘোষবস্বাদয়া যত এতে দ্বিজাচারা ব্রাহ্মণৈর্যাজ্যাশ্চেতি। অপরো-

---

অপর, অন্যপ্রকার সঙ্করজাতি কায়স্থ শাস্ত্রে দেখা যায়—যথা—কমলাকরভট্ট বলেন,—মাহিষ্য স্ত্রীতে বৈদেহ জাতি হইতে উৎপন্ন পুত্রকে "কায়স্থ কহে, উক্ত কায়স্থের ধর্ম্ম বলা হইতেছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভজাতকে মাহিষ্যজাতি কহে, এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণী গর্ভজাতকে বৈদেহজাতি বলে।

উক্ত কায়স্থ তত্তদ্দেশীয় লিপির লেখনাদি কার্য্য করিবে, এবং আশ্চর্য্য জনক বীজগণিত পাটীগণিত অনুসারে গণনা অর্থাৎ হিসাব নিকাস করিবে। এই কায়স্থজাতি শূদ্রজাতি হইতে নিকৃষ্ট, ইহাদের পাচটী মাত্র (গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, ও বিবাহ) সংস্কার। এই কায়স্থজাতি চারিবর্ণের লিখাপড়ার কায করিবে, ইহাদের ব্যবসায় ও শিল্পকর্ম্ম উপজীবিকা। ইহারা শিখা, যজ্ঞোপবীত, গেরুয়া কাপড় ও দেব বিগ্রহস্পর্শ পরিত্যাগ করিবে॥

এইরূপ নিকৃষ্ট কায়স্থ দেশান্তরে থাকিতে পারে, দ্বিজাচার সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থ কিন্তু উক্ত কায়স্থের মত নহে। অপর, অন্যপ্রকার

হপ্যেকবিধো দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করজাতিঃ কায়স্থো যথা—ভাগবরামকৃতবর্ণ-সঙ্করজাতিমালায়াং—

"বৈশ্যাচ্চ শূদ্রকন্যায়াং কায়স্থো মসিজীবকঃ।
কায়স্থাদ্বৈশ্যকন্যায়াং রাজপুত্রস্য সম্ভবঃ॥" ইতি

অপরোঽপি চ দৃশ্যতে করণো নাম কায়স্থইতি যথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে,—৯—১০ অধ্যায়ে

"শূদ্রায়াং বৈশ্যতো জজ্ঞে করণো নাম সঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠো গন্ধিকো বণিক্॥"
"অয়ন্তু করণো নাম শ্রীযুতো বর্ত্ততাং সদা।
বিনয়াচারসম্পন্নো বচনং সুষ্ঠু চোক্তবান্॥
রাজকার্য্যং করোত্বেষ নীতিজ্ঞো দৃশ্যতে যতঃ।
ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংশ্চৈব দেবেষ্বপি বিশেষতঃ॥
এষ এব হি সচ্ছূদ্রো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণেভক্তিমত্ত্বঞ্চ দেবতারাধনে রতিঃ॥
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্বমেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণং॥

কায়স্থ বর্ণসঙ্কর দেখা যায় যথা—ভার্গরামকৃত বর্ণসঙ্কর জাতি মালাগ্রন্থে—বৈশ্য হইতে শূদ্রকন্যাতেজাত "কায়স্থ" মসীজীবী। এবং কায়স্থ হইতে বৈশ্যকন্যার উৎপন্ন "রাজপুত্র" বা রজপুত।

অপর৹ অন্যপ্রকার করণ নামক কায়স্থ দেখা যায়—যথা- বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের ৯—১০ অধ্যায়—বৈশ্য হইতে শূদ্রাতেজাত "করণ" নামে সঙ্কর, এবং বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত অম্বষ্ঠ ও গন্ধবণিক্॥ এই যে করণ, সর্ব্বদাই সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে, ইনি বিনয় আচার যুক্ত ও মিষ্টভাষী, দেখিতেছি ইনি নীতিজ্ঞ, অতএব ইনি রাজকার্য্যই করুন, ইহার ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখিতেছি, অতএবই ইনি "সচ্ছূদ্র" হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ও দেবারাধনে তৎপরতা, মত্ততা না থাকাও সচ্চরিত্র ইহাই সচ্ছূদ্রের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণাশ্চ তমূচুর্ব্বৈ বৎস তিষ্ঠেহ ভূতলে।
রাজকার্য্যেষু কুশলো লিপিকর্ম্মবিশারদঃ॥"

অসাবপি করণঃ ভার্গবরামবচনোক্ত কায়স্থেন সমানজন্ম-ধর্ম্ম-ক্রিয়া-বত্বাৎ তস্মান্নাতিরিক্তঃ, সচ করণকায়স্থনাম্না উৎকলদেশে প্রসিদ্ধঃ। ন তু বঙ্গীয়ো ঘোষ বসু প্রভৃতিকো ভবিতুমর্হতি তাদৃশো বর্ণসঙ্কর ইতি প্রমাণাভাবাৎ। কেচিত্তু কায়স্থানাং জাতিত্বে পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টি খণ্ড বচনে কায়স্থ শব্দং দৃষ্টা তৎ প্রমাণয়ন্তি যথা-

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গায়ত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥" (৩।১৬৩)

তত্তুচ্ছং, তত্র পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনয়া মানসপ্রজাসৃষ্টিবিষয়ে তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈর্লিঙ্গশরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ—তত্র শরীরস্থিতৈঃ

ব্রাহ্মণগণ উক্ত করণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে বৎস! যেহেতু তোমাকে দেখিতেছি তুমি রাজকার্য্যে নিপুণ, লেখাপড়ায় বিশেষ পারদর্শী অতএব তুমি এই রাজধানীতেই থাক।

এই বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের করণ এবং পূর্ব্বোক্ত ভার্গবরামোক্ত কায়স্থ সমানজন্ম, সমান ধর্ম্ম ও সমান কর্ম্মবিধায় দুইই এক, সেই করণ নামক কায়স্থ উৎকল দেশে প্রসিদ্ধ আছে। এই বর্ণসঙ্কর কায়স্থ বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি নহে, কেন না এ সম্বন্ধে, বলবৎ প্রমাণ নাই।

কেহ কেহ জাতি কায়স্থ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডের বচন প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করে। যথা—"ভগবান্ ব্রহ্মা ক্ষণকাল ধ্যানে নিমগ্ন হইলে তাঁহার শরীরোৎপন্ন কায়স্থজাতি-করণের সহিত মানসী প্রজা জন্মিয়াছিল, সেই বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মার গাত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মিয়াছিল"। এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ অতিতুচ্ছ অগ্রাহ্য, কেন না পদ্মপুরাণের সেই স্থানে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনাদ্বারা মানসিক প্রজা (মরীচ্যাদি) সৃষ্টি বিষয়ে "তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ" ইহার অর্থ লিঙ্গশরীর হইতে উৎপন্ন, "কায়স্থৈঃ" ব্রহ্মার শরীরে লিঙ্গশরীররূপে অবস্থিত, "করণৈঃ

করণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ শরীরাধিষ্ঠিতাত্মবিদো মরিচ্যাদয়ঋষয়ঃ সমবর্ত্তন্ত ইত্যেবমেবার্থস্য সম্যক্‌ত্বাৎ। বস্তুতস্তু মন্বাদিষু দৃষ্টত্বাৎ

কার্য্যস্থৈঃ কারণৈঃ সহ ইত্যেবমেব পাঠস্তত্র সাধীয়ানিতি।

তদেতদ্বর্ণসঙ্করাতিরিক্তশ্চতুর্ব্বর্ণসঙ্করাতিরিক্তশ্চ জাত্যুপাধিকঃ কায়স্থো ন ক্বাপি শাস্ত্রে বিদ্যতইতি, বিদ্যতে চ পুণঃ কর্ম্মোপাধিকঃ কায়স্থো যথা—যাজ্ঞবল্ক্যে (৩৩৬)

"চাটতস্কর দুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥" (১)

অত্র মিতাক্ষরা—"কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো রক্ষেৎ তেষাং রাজবল্লভতয়া মায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাচ্চেতি।"

সহ" ইহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের সহিত, "ক্ষেত্রজ্ঞা" ইহার অর্থ—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মাকে যাহারা জানেন অর্থাৎ মরীচ্যাদি ঋষি, ইহার সম্পূর্ণ অর্থ এই—"তৎপরে ধ্যান-স্থিত ব্রহ্মার মানস প্রজা জন্মিয়াছিল, উক্ত প্রজা ব্রহ্মার শরীরে ইন্দ্রিয়ের সহিত অবস্থিত ছিল যে লিঙ্গশরীর, তাহা হইতে উৎপন্ন—লিঙ্গ শরীর হইতে উৎপন্ন, ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মার শরীরে অবস্থিত, আত্মজ্ঞ মরীচ্যাদি ঋষিগণ সেই জ্ঞানীব্রহ্মার গাত্র হইতে বাহির হইয়া ছিলেন, এইরূপ অর্থই সুসঙ্গত॥

ফলতঃ মন্বাদি শাস্ত্রে "কার্য্যস্থৈঃ কারণৈঃ সহ" এইরূপই পাঠ দেখা যায় বিধায় এস্থানেও "কার্য্যস্থৈঃ কারণৈঃ সহ" এরূপ পাঠই সমীচীন। "কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ" এই পাঠ লিপিকারের প্রমাদে হইয়াছে। ইত্যাদি কারণে দেখা যায় উক্ত বর্ণসঙ্করের ও চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত জাতিকায়স্থ কোনও শাস্ত্রেই নাই। কিন্তু কর্ম্মোপাধিকায়স্থ শাস্ত্রে দেখা যায়, যথা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় (৩৩৬) "প্রতারক, চোর, ঐন্দ্রজালিক, ও ডাকাত, ইত্যাদি দ্বারা উৎপীড়িত, বিশেষতঃ কায়স্থদ্বারা বিপন্ন প্রজাকে রাজা বিশেষরূপে রক্ষা করিবে"। এই বচনের মিতাক্ষরার এই অর্থ—"কায়স্থ—অর্থ—গণক ও লেখক, উক্ত কায়স্থ কর্ত্তৃক পীড্যমান প্রজাকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবে, কেন না কায়স্থেরা একে রাজার প্রিয়, দ্বিতীয়তঃ নানাপ্রকারের ছল ফাঁদ জানে অথচ উহাদের দৌর্জ্জন্য নিবৃত্তিরও উপায় নাই"।

যথাচ মহাভারতে।—

"অনিশং যত্র পুরুষা গণকা লেখকা স্তথা।
যুধিষ্ঠিরস্য বচনাদপৃচ্ছস্তশ্চ তং নৃপং॥" (আশ্রমং ১৪।৮)

গণকো রূপকাদীণাং গণয়িতা, পোদ্দার ইতি যস্য ভাষা। লেখকো রূপকাদীনামায়ব্যয়লিপিকারকঃ "খাজাঞ্চি" "মুহুরি" "মুচ্ছদ্দি" ইত্যাদি যস্য ভাষা। এতে খলু বিবিধ কূটোপায়েন প্রতার্য্য প্রজাভ্যো ধনমপহরন্তি। তথাচোক্তং।

বিপ্রার্পিতমপিরাজস্বং নীত্বা নানাপ্রকারেণ।
কায়স্থা দুরস্থানিচয়ং রচয়ন্তি ধীরাণাং॥"

তথাচ বিষ্ণুসংহিতায়াং (৭।১—৩)

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ, রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকমিতি।"

কায়স্থের কার্য্য হিসাব নিকাস লিখা, তাহা মহাভারতে দেখা যায় যথা—"যেই দপ্তর খানায় অনবরতই রাজকর্ম্মচারী, গণক ও লেখক থাকিত, উক্ত কর্ম্মচারীগণ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল (আশ্রমবাং ১৪।৮) গণক অর্থ—যাহারা টাকাগণে পোদ্দার, বা একাদি সংখ্যা গণনা করিয়া ঠিকদিয়া যাহারা হিসাবে লাগায়, লেখক টাকার জমাখরচাদি যাহারা লিখে, যেমন—খাজাঞ্চি, মুহুরি, মুচ্ছুদ্দি ইত্যাদি। ইহারা নানারূপ কূট উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রজার অর্থ শোষণ করে। ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন।—

অপরের ত কথই নাই—ব্রাহ্মণেও যদি খাজানা দাখিল করে তাহা হইতেও নানা অছিলায় টাকা নিয়া কায়স্থগণ সরলবুদ্ধি পণ্ডিতগণের নানা দুরবস্থা জন্মায়। (কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক)

বিষ্ণুসংহিতায়ও আছে –(৭।১—৩) দলিল তিন প্রকার, যথা—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজাধিকরণ—কাছারি বা আফিসে রাজনিযুক্ত-কায়স্থে মুহুরি যাহাতে রেজিষ্টারের হাতের ছাপ দিয়া দেয়, তাহাকে "রাজসাক্ষিক" অর্থাৎ রেজেষ্টারি করা দলিল কহে।

কোষকারা অপি কায়স্থশব্দঃ কর্ম্মোপাধিমেবাভিদধত্যাহুঃ, তথাচ হলাযুধঃ—

"লেথকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥" ইতি

পুরুষোত্তমোঽপি—"কায়স্থঃ কূটকৃৎ-পঞ্জীকরৌ" "চিত্রকরে কৃণুঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষে, কূটং মায়াং যন্ত্রং (ফাঁদ্) মিথ্যা ছলং বা করোতীতি কূটকৃৎ। পঞ্জী আয়ব্যয়লিখনার্থা ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ, তাং করোতীতি সঃ, জটাধরোঽপি "অথ কায়স্থঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ॥" ইতি। ইত্যাদি-পূর্ব্বোক্ত-প্রমাণসমূহেভ্যঃ কায়স্থো ন জাত্যুপাধিঃ কিন্তু কর্ম্মোপাধিরেব প্রতীয়ত ইতি। অতএব কর্ম্মোপাধিনা ব্রাহ্মণানপি কায়স্থানাহ বৃহৎপরাশরঃ তথাচ—১০।১০

"শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ স্বধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যবিচক্ষণান্॥" ইতি।

এবং অভিধানকারেরাও" কায়স্থ" ইহা কর্ম্মের উপাধি বলিয়াছেন, যথা হলাযুধ—"লেথক" "লিপিকর" "কায়স্থ" "ও অক্ষরজীবক" ইহা এক পর্য্যায়। পুরুষোত্তমকৃত ত্রিকাণ্ডশেষ—"কায়স্থ" "কূটকৃৎ" ও "পঞ্জীকর" ইহা এক পর্য্যায়। কূটকৃৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই রূপ—কূট্-মায়া-ফঁাদ মিথ্যা বা ছল যে করে, সেই জন্য কূটকৃৎ। "পঞ্জীকর" শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ, যথা-পঞ্জী-জমাখরচাদি লিখিবার খাতা, সেই জমাখরচাদি যে লিখে সেই পঞ্জীকর, এই রূপ ব্যুৎপত্তি অমর কোষের টীকাকার ভরত করিয়াছে। জটাধরও বলিয়াছেন, "কায়স্থ" "করণ" "পঞ্জীকার" একপর্য্যায় শব্দ। ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে "কায়স্থ" ইহা জাত্যুপাধি নহে, পরন্তু কর্ম্মোপাধি মাত্র, অতএব কর্ম্মোপাধি দ্বারা "ব্রাহ্মণ"ও "কায়স্থ" নামে অভিহিত হইত, যথা—বৃহৎ পরাশরসংহিতা (১০।১০) পবিত্র প্রাজ্ঞ স্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে রাজা নামের মোহর প্রদান করিয়া "লেথক" অর্থাৎ টাকা প্রভৃতি লিখিবার জন্য, আর "কায়স্থ" অর্থাৎ জমাখরচ খাতা পত্র লিখিবার ও গণিবার জন্য রাখিবে, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ লিখা পড়া কার্য্যে নিপুণ হওয়া আবশ্যক।

অত ইদানীং বিচারণীয়ং বঙ্গীয়া ঘোষবসুপ্রভৃতয়ঃ কায়স্থোপাধিকাঃ ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়বৈশ্যা বা শূদ্রা বা সমুন্নততমশূদ্রা বেতি ষড়্‌ধা বিপ্রতিপত্তয় ইতি।

নৈতে তাবৎক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা ভবিতুমর্হন্তি এতদ্বর্ণোক্তাশৌচাদিধর্ম্মব্যবহারস্য তেষ্বদর্শনাদিতি। অত্র কেচিদ্‌ভ্রান্তা বদন্তি—

"তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়ামাসুর্মাসমেকং পুরাদ্বহিঃ॥"

(শান্তি, রাজ, ১।২)

ইতি ভারতীয়বচনং কাপি শ্রুত্বা ক্ষত্রিয়াণাং মাসাশৌচং নিদর্শয়মানা বঙ্গীয়া ঘোষবস্বাদয়ঃ ক্ষত্রিয়া মাসাশৌচিন ইতি। তন্ন যুক্তমবিমৃষ্যকারিণাং বচঃ, যতস্তত্র মাসশব্দস্য "মাসা দ্বাদশকীর্ত্তিতাঃ" ইতি জ্যোতীর্ব্বচনাৎ দ্বাদশার্থ এব তত্রৈব তস্য সঙ্কেতিতত্বাৎ, যুদ্ধস্যাষ্টাদশদিনমাদায়াশৌচদ্বাদশহেনসমং একমাসাত্মকং কালং বহির্ন্যবন্ ইত্যেবমর্থকরণাদ্বেতি। মন্বাদিশাস্ত্রবিরোধাচ্চ। অন্যথা—

এখন বিচার্য্য এই যে বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থেরা কোন জাতি? কি ক্ষত্রিয়? না বৈশ্য? না ব্রাত্যক্ষত্রিয়? না ব্রাত্যবৈশ্য। না কি শূদ্র? না সমুন্নততম শূদ্র বা দ্বিজবচ্ছূদ্র? এই ছয় প্রকারের প্রশ্ন উঠিতেছে—তাহার উত্তর, উহাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলা যায় না, কেন না ইহাদের জন্ম মরণাদিতে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যোচিত অশৌচাদি ধর্ম্ম ব্যবহৃত দেখাযায় না। এস্থলে কোন কোন ভ্রান্তেরা বলে—"তত্র তে সুমহাত্মান" এই শ্লোকের "মাসমেকং" এই পদ দেখিয়া মাসাশৌচী ক্ষত্রিয়ের নিদর্শন দেখাইয়া বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতিরা মাসাশৌচী ক্ষত্রিয়, ইহা বলিয়া থাকে, অবিমৃষ্যকারীদের এই উক্তি নিতান্ত অযুক্ত, যে হেতু উক্ত শ্লোকের বৈশাখাদি বারোটী মাস শাস্ত্রে

"দ্বাদশেঽপি তেভ্যঃ স কৃতশৌচো নরাধিপঃ।
দদৌ শ্রাদ্ধানি বিধিবদ্দক্ষিণাবন্তি পাণ্ডবঃ॥"

ইতি মহাভারতীয় আশ্রমবাসিক (৩৯।১৬) বচনস্থ কুন্ত্যাদিমরণে যুধিষ্ঠিরস্থ দ্বাদশাহাশৌচব্যবহারপ্রমাণস্থাসঙ্গত্যাপত্তেরিতি। ন বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়া ব্রাত্যবৈশ্যা বা তে, যদি তে তথা স্যুস্তর্হি তে ব্রাহ্মণাদ্যৈরার্য্যৈর্বিগর্হিতাঃ পতিতা অব্যবহার্য্যাশ্চ ভবেয়ুরিতি। তদাহ পারস্করো গোভিলশ্চ ব্রাত্যদ্বিজাতিমধিকৃত্য—"নৈনানুপনয়েয়ুর্ন যাজয়েয়ুর্ন চৈভির্ব্যবহরেয়ুরিতি (২।৫।৪০) আপস্তম্বোঽপি (১।২।২৯) তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ।

উক্ত আছে বিধায় মাস শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ এস্থলে বারো, অথবা যুদ্ধের আঠারোদিন, ও অশৌচের বারোদিন ধরিয়া এক মাস কাল মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ শৌচ নিষ্পাদন করত এক মাস কাল রাজধানীর বাহিরে ছিলেন, এইরূপ অর্থই টীকাকার করিয়াছেন। এবং ক্ষত্রিয়ের মাসাশৌচ বলিলে মন্বাদিস্মৃতি শাস্ত্রেরও বিরোধ ঘটে। ফলতঃ উক্ত শান্তিপর্ব্বোক্ত শ্লোকের যদি একমাস অশৌচ পাণ্ডবেরা ব্যবহার করিয়াছিল, এইরূপ অর্থ হয়, তবে—ঐ মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্ব্বের (৩৯।১৬) বচন অসঙ্গত হইয়া পড়ে, উক্ত বচনে কুন্তী প্রভৃতির মরণে যুধিষ্ঠিরেরা দ্বাদশাহ অশৌচই প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, অর্থ—রাজা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির দ্বাদশদিবসে শৌচবিধান ক্ষৌরাদি কর্ম্ম করিয়া সেই মৃত ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও মাদ্রীর উদ্দেশে যথাবিধি সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

এবং, বঙ্গীয় ঘোষ বসুদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাত্য বৈশ্যও বলা যায় না, কেননা যদি তাহাই হইবে, তবে তাহারা ব্রাহ্মণাদি আর্য্যগণের মধ্যে নিন্দিত ও অব্যবহার্য্য হইত, ব্রাত্যেরা যে অব্যবহার্য্য, ইহা পারস্কর ও গোভিল স্পষ্টই বলিয়াছেন—যথা—"এই ব্রাত্যদিগকে উপনয়ন করাইবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করিবে না, ইহাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিবে না।" (২।৫।৪০)

বশিষ্ঠোঽপি (১১) নৈনানুপনয়েৎ নাধ্যাপয়েৎ ন যাজয়েৎ নৈভির্ব্যবহরেয়ুঃ।

মনুরপি (২।৩৯—৪০)।

"অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতাব্রাত্যাভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥"
নৈতৈরপূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চসম্বন্ধানাচরেদ্ব্রাহ্মণঃ সহ॥"

বৃহন্নারদীয়েঽপি—

"এতৎকালাবধির্যস্য দ্বিজস্যাতিক্রমো ভবেৎ।
সাবিত্রীপতিতং বিদ্যাৎ নালপেত্তং কদাচন॥ (২৩।২৪)

অপিচ যদি তে ব্রাত্যক্ষত্রিয়বৈশ্যাভবেয়ুস্তর্হি অসংখ্য-পুরুষযাবল্লুপ্তোপনয়নসংস্কারাস্ত ইত্যবশ্যং বাচ্যং, তদপি ন

আপস্তম্বও বলেন (১।২।২৯) "ব্রাত্যগণের নিকটে যাইবে না, তাহাদের বস্ত্র ভোজন করিবে না, ইহাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধও বর্জ্জন করিবে॥" বশিষ্ঠ বলিয়াছেন (১১) ব্রাত্যদিগকে উপনয়ন করাইবে না, বেদাধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করিবে না, ইহাদের সহিত ব্যবহার করিবেনা। মনুও বলিয়াছেন (২।৩৯—৪০) এই নির্দ্দিষ্ট বয়সের পরে আপন আপন বর্ণোক্তকালে অনুপনীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি গায়ত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্যনামে অভিহিত, এবং আর্য্যগণের বিগর্হিত হইবে। উক্ত ব্রাত্যগণ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূত না হইলে নিতান্ত বিপদে পতিত হইলেও কখনও ইহাদের সহিত যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ ও কন্যা আদান প্রদান করিবে না॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে (২৩।১৪) "যে নির্দ্দিষ্ট কথিতকাল যে সকল দ্বিজাতির অতীত হইয়া যায়, তাহাদিগকে সাবিত্রীপতিত ব্রাত্য বলা যায়, তাহাদিগের সহিত কদাচও বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবে না।"

আরও বলি—যদি বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতিরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই হইবে, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে তাহারা অসংখ্য পুরুষ যাবৎ উপনয়ন সংস্কার রহিত

সম্যক্, তথাহি—বৃদ্ধপ্রপিতামহাৎ প্রভৃতি ব্রাত্যানাং প্রায়শ্চিত্তানধিকারিত্বং উপনয়নসংস্কারানর্হত্বঞ্চ বিশদং প্রতিপ্রদিতং প্রাগিতি। তথা সতি তদপত্যানাং ঘোষবসুপ্রভৃতীনাং ঝল্লমল্লাদ্যন্ত্যজাদিবর্ণসাঙ্কর্য্যমনিবার্য্যং ভবেৎ। তথাহি মনুঃ (১০।২০—২৪)।

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্নাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্ত্বত এব চ॥
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

ইত্যাদিবচনাৎ।

হইয়াছে, এইরূপ বলাও উচিত নহে, কেন না—যাহারা বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে ব্রাত্য হইয়া আসিতেছে তাহাদিগের কোনপ্রকার প্রায়শ্চিত্তে অধিকার নাই এবং উপনয়ন সংস্কারেও অধিকার নাই, ইহা অতি বিশদরূপে পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদি তাহাই হইল, তবে, অসংখ্য পুরুষাবৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ঘোষ বসু প্রভৃতিরা ঝল্লমল্ল অর্থাৎ ঝালমালা ইত্যাদি বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ হইয়া যায়, ইহা নিবারণের কিছুই উপায় নাই, তাহাই মনু বলিয়াছেন (১০।২০—২৪)

দ্বিজাতিগণের সবর্ণা স্ত্রীতে জাত পুত্র যদি উপনয়ন সংস্কারহীন হয়, তবে সেই সাবিত্রী রহিত পুত্রেরা "ব্রাত্য" নামে অভিহিত হইবে।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবিরি, নট, করণ, খশ, দ্রবিড়, জাতি হয়। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সুধন্নাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র, ও সাত্ত্বত জাতি জন্মে। শুধু উপর্য্যুক্ত কারণেই যে সঙ্করজাতি হয় তাহা নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণাদি

"চতুর্ণামপিবর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ।
অতোঽন্যেত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥
(শান্তি, মোঃ, ১৯৬।৭)।

ইতি মহাভারতীয়বচনাচ্চ দ্বিজাচারকল্পা বঙ্গীয়ঘোষবস্বাদয়ো বর্ণসঙ্করা ঝল্লমল্লাদয় ইতি ন সতাং ব্রাহ্মণানাং প্রাণাঃ সহন্তে। যতস্তে মহর্ষিকল্পা ব্রাহ্মণা অপি অন্ত্যজানযাজয়ন্, অন্ত্যজান্নমগৃহ্ণন্ ইতি ন শ্রদ্ধেয়ং বচঃ।

১। পরন্তু, অত্র বঙ্গীয় ঘোষবস্বাদিবিষয়ে বিবিধং প্রলাপবদ্বিমতং দৃশ্যতে, তথাহি—কেচিদ্বদন্তি পুরা বঙ্গীয়ঃ কায়স্থোঽন্ত্যজঃ শূদ্রাদপ্যধমঃ কশ্চিদাসীৎ সকেবলং ব্রাহ্মণস্য কুশাসনমাত্রমপি স্প্রষ্টুং ন লব্ধাধিকারঃ, পশ্চাৎ ব্রাহ্মণানুগ্রহাৎ তস্মাদ্বগলামুখীমন্ত্রং লব্ধ্বা তদারাধনাল্লব্ধবরঃ শূদ্রাধমোঽপি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা জাতঃ। ইত্যগ্নিপুরাণে পাশুপতদানাধ্যায়ে" ইত্যেবং নাম্না শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থশব্দে কতিচিচ্ছ্লোকা বালরচিতা-ইবোপনিবদ্ধাঃ, যথা—

বর্ণে পরস্পর ব্যভিচার দোষ ঘটিলে, বিবাহের অযোগ্য (পিতৃপক্ষের সপ্তমী প্রভৃতিকন্যা) কন্যার বিবাহে, এবং নিজ নিজ জাতিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে।

এবং, হে পুরুষর্ষভ! চারিবর্ণেরই এইরূপে উৎপত্তি জানিবে, এই চারিবর্ণ ছাড়া আর যত জাতি আছে, তাহারা সকলই বর্ণসঙ্কর জানিবে॥ (শান্তি, মোং ১৯৬।৭) এই মহাভারতীয় বচনদ্বারা দ্বিজাচার সদৃশ বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতিকে বর্ণসঙ্কর ঝাল মালা বলিতে হইবে, ইহা সজ্জনের প্রাণে সহিবে না। এবং পূর্ব্বকালের মহর্ষি তুল্য ব্রাহ্মণেরাও অন্ত্যজ ঝালমালা বর্ণসঙ্কর যাজন করিতেন, ও তাঁহাদের অন্নভোজন করিতেন, এই কথাতেও শ্রদ্ধাস্থাপন করা যায় না।

"যাবত্তাবচ্চ তিষ্ঠেৎ স ক্ষুধয়া পীড়িতোঽপি চ।
তথাপি নাসনং লাতি শিরে ধর্ত্তুং দ্বিজোঽপি চ॥
মসীশায়াদীক্ষিতায় ক্ষত্রবৈশ্যোপমায় চ।
অশূদ্রায়েতি বোঢুং ন দদ্যাদেবাসনাদিকং॥"
"মহাবিদ্যোপাসকাশ্চ গুণতঃ ক্ষত্রিয়োপমাঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়াভাবাদ্বৈশ্যাভাবাচ্চ সুব্রত॥"

ইত্যাদ্যসম্বদ্ধপ্রলাপবৎ বহূনি প্রজল্পিতানি লিখিতানি। পরন্তু বহুদেশীয়েষু বহুষগ্নিপুরাণেষু পাশুপতদানাধ্যায়স্থ তেষাং শ্লোকানামেকস্যাপি নামগন্ধোঽপি নাস্তীতি কস্যচিৎ নিমন্ত্রণলুব্ধস্য পণ্ডিতকস্যেয়ং কীর্ত্তিরিতি শব্দকল্পদ্রুমে দ্রষ্টব্যং বিদ্বদ্ভিরিতি। তেষু চ শ্লোকেষু চ বৈ তু হি অপি শব্দঃ সম্বোধনার্থে উ শব্দঃ, গমনার্থে পটধাতুঃ, ধারণার্থে লাধাতু-রিত্যাদ্যকবিজুষ্টশব্দাঃ পুঞ্জীকৃতাঃ। ইত্যাদি তত্রৈব দ্রষ্টব্যং হসিতব্যঞ্চেতি।

১। পরন্তু এই বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থ সম্বন্ধে নানারূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যের মত অনেক শুনা যায়—কেহ বলে, পূর্ব্বকালে বঙ্গীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ শূদ্র হইতেও নিকৃষ্ট অন্ত্যবর্ণ কেহ ছিল, ব্রাহ্মণের কুশাসন স্পর্শ করিতেও তাহার অধিকার ছিলনা, পরে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে বগলামুখী মন্ত্রগ্রহণ করিয়া বগলামুখীর বরে অধমশূদ্র হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, "ইহা অগ্নিপুরাণ পাশুপত দানাধ্যায় নামে শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থ শব্দে বালকের রচিত শ্লোকের মত কতিপয় পদ্য মুদ্রিত হইয়াছে, যথা—অর্থ—"যাবৎ সে ক্ষুধায় কাতর হইলেও তাবৎ দাঁড়াইয়া থাকিবে, তথাপি আসন শিরে ধরিতে লয় না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সদৃশ অদীক্ষিত মসীশ অর্থাৎ কায়স্থকে অশূদ্র বিধায় আসনাদিবহন করিতে দেয়ই না।"

২। কেচিদ্‌বদন্তি শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থশব্দে নীচৈঃ সূক্ষ্মাক্ষরৈর্মুদ্রিতানি পদ্মপুরাণীয়সৃষ্টিখণ্ডনাম্না পদ্যানি বিলোক্য যমস্য কায়ত উৎপন্নঃ কায়স্থো যজ্ঞাংশভাগী কশ্চিদ্দেবস্তদ্বংশীয়া বঙ্গীয়কায়স্থা ইতি। যথা—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী॥"

ইত্যাদ্যপি বচনানি ন কেষুচিদপি পদ্মপুরাণেষু সৃষ্টিখণ্ডেষু চ দৃশ্যন্ত ইতি।

"হে সুব্রত। কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব প্রযুক্ত মহাবিদ্যার উপাসক কায়স্থেরাই গুণ দ্বারা ক্ষত্রিয় সদৃশ॥" ইত্যাদি অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত অনেক জল্পনাবাক্য লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বহুদেশীয় অনেক অগ্নি পুরাণেতেই দেখা গেল যে তাহাতে "পাশুপত দানাধ্যায়" বা শব্দকল্পদ্রুমে মুদ্রিত শ্লোকের একটী মাত্র শ্লোকেরও নাম গন্ধ ও পাওয়া গেল না, অতএবই বোধ হইতেছে যে কোনও নিমন্ত্রণলুব্ধ পণ্ডিতেরই এই কীর্ত্তি শব্দকল্পদ্রুমে বচনরূপে উপশোভিত হইয়াছে, ইহা পণ্ডিতগণের দ্রষ্টব্য। অপিচ, দেখা যায়, সেই সমস্ত শ্লোকে চ বৈ তু হি অপি উ ইত্যাদি শব্দ, ও গমনার্থে পটধাতু, ও ধারণার্থে লা ধাতু, ইত্যাদি অকবিজুষ্ট শব্দ, পুঞ্জ পুঞ্জ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও শব্দকল্পদ্রুমে দেখিতে পাইবেন, ও হাস্যসুখ অনুভব করিতে পারিবেন॥

২। শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থশব্দে, নিম্নভাগে ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডনামে কতিপয় পদ্য অবলোকনে কেহ কেহ বলেন, যে যমের কায় হইতে উৎপন্ন কায়স্থ নামক দেবতা, তিনিও যজ্ঞাংশভাগী, উক্ত দেবতার বংশীয়েরাই বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থ—যথা—

"ভগবান্ যম ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইলে তাহার সর্ব্বকায় হইতে দোয়াৎ ও কলম হাতে করিয়া এক অদ্ভুত পুরুষ নির্গত হইয়া ছিলেন॥" ইত্যাদি বচনও কোনও পদ্মপুরাণে, বা তাহার সৃষ্টিখণ্ডে দেখা যায় না।

৩। কেচিদ্বদন্তি ব্রহ্মকায়াৎ সমুদ্ভূত আদিকায়স্থঃ পঞ্চমো বর্ণ ইতি তত্র ভবিষ্যপুরাণীয় "চিত্রগুপ্তকায়স্থোৎপত্তিমাহাত্ম্যনাম্না শব্দকল্পদ্রুমে দ্বিতীয়সংস্করণে নীচৈঃ সূক্ষ্মাক্ষরৈর্ম্মুদ্রিতানি বচনানি দর্শয়ন্তো বঙ্গীয়কায়স্থাশ্চিত্রগুপ্তবংশীয়া ইতি। যথা—

"তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনীছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ।
মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ॥"

ইত্যাদীন্যপি বচনানি বিভিন্নস্থানীয়েষু চতুষ্কেষ্বপি ভবিষ্যপুরাণেষু ন সন্তি, তত্র তত্র চিত্রগুপ্তবৃত্তান্তোঽপি নাস্তি চেতি। প্রত্যুত ভবিষ্যপুরাণে চতুর্ণামেব বর্ণানামুল্লেখো দৃশ্যতে নাতিরিক্তস্য পঞ্চমবর্ণস্যেতি। তথাচ—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য ধর্ম্মতো মনুরব্রবীৎ।
চতুর্ণামপিবর্ণানাং পরিণেতা দ্বিজোত্তমঃ॥ (ভবিষ্যং)
কায়স্থা দাসবর্গাশ্চ দুহিতা কৃপণঃ পরঃ।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেন্নিত্যমসংজ্বরঃ॥ (পাদ্মসৃষ্টি ৩০।১৯)

ইতি পদ্মপুরাণবচনাদপি কায়স্থ আয়ব্যয়লেখকো দাসবর্গেভ্য উচ্চতরঃ কর্ম্মকর এব প্রতীয়তে ন তু জাতিরিতি।

৩। ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন আদি কায়স্থ পঞ্চম বর্ণ, তদ্বিষয়ে ভবিষ্য পুরাণীয় চিত্রগুপ্ত কায়স্থোৎপত্তি মাহাত্ম্য নামে শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় সংস্করণে অধোভাগে ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত বচন সমূহকে প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়া বঙ্গীয় কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের বংশ ইহাও অনেকে বলেন। যথা—কলম, ছুরী ও দোয়াৎ হাতে করিয়া তাঁহার (ব্রহ্মার) শরীর হইতে দীর্ঘবাহু শ্যামবর্ণ পদ্মতুল্য লোচন বিশিষ্ট পুরুষ

৪। কেচিদ্বদন্তি পরশুরামাদ্ভীতা চন্দ্রসেনস্য নৃপতের্ভার্য্যা দাল্‌ভ্যমহর্ষিং শরণমাপ্তা, রামস্তু, তৎপুত্রং ক্ষত্রধর্ম্মাৎ প্রচ্যাব্য কায়স্থধর্ম্মমস্মৈ দত্ত্বা রক্ষিতবান্, তস্যৈবান্বয়ে জাতা বঙ্গীয়-কায়স্থা ব্রাত্যক্ষত্রিয়া ইতি—তত্র স্কন্দপুরাণীয়রেণুকামাহাত্ম্য-নাম্না শব্দকল্পদ্রুমে দ্বিতীয়সংস্করণে সূক্ষ্মাক্ষরৈর্মুদ্রিতানি বচনানি প্রদর্শ্য প্রমাণয়ন্তি চ যথা—

"তত্রাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥"
"প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা॥"
"রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ দত্তশ্চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥" ইতি

উৎপন্ন হইল, তাহার গ্রীবা ত্রিরেখা যুক্ত, শিরা মাংসে প্রচ্ছন্ন, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখ, যে হেতু আমার শরীর হইতে সমুদ্ভূত সেহেতু "কায়স্থ" নামে অভিহিত হইবে। ইত্যাদি বচন বিভিন্ন স্থানীয় চারিখানা ভবিষ্য পুরাণে দেখিলাম কিন্তু তাহাতে পাওয়া গেল না, এবং উক্ত ভবিষ্য পুরাণে চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে কোন বৃত্তান্তই নাই। প্রত্যুত ভবিষ্য পুরাণে চারিবর্ণেরই উল্লেখ দেখা যায়, চারের অতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণের উল্লেখ নাই, যথা—শূদ্রের ধর্ম্মপত্নী একমাত্র শূদ্রাই হইবে, ইহা মনু বলিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারে। (ভবিষ্যপর্ব্ব) এবং কায়স্থ দাসবর্গ, কন্যা, ইহারা যেহেতু দুঃখিত এবং পর, অতএব যদি কখনো ইহারা গৃহস্থকে কিঞ্চিৎ কটুও বলে তাহা সহ্য করিবে, মনে কষ্ট রাখিবে না। (পদ্মপুং স্বষ্টি, ৩০০।১৯) এই পদ্মপুরাণের বচন দ্বারাও কায়স্থ আয়ব্যয় লেখক দাসবর্গ হইতে উচ্চ বুঝা যায়, কায়স্থ ইহা জাতি বলিয়া বুঝা যায় না॥

৪। কেহ বলেন পরশুরামের ভয়ে চন্দ্রসেননামক রাজার ভার্য্যা দাল্‌ভ্যঋষির শরণাগতা হইয়া ছিলেন, পরশুরাম উক্ত চন্দ্রসেন নৃপতির পুত্রকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া কায়স্থ ধর্ম্ম প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ছিলেন, তাহারই

বহূন্ মাসান্ নিপুণমনুসন্ধায়াপি ষট্‌খণ্ডং স্কন্দপুরাণং তত্র রেণুকামাহাত্ম্যং তত্তদ্বচনানি চ ন লব্ধমিতি। পরন্তু ক্ষত্রধর্ম্ম-ত্যাগাৎ পরশুরামভীতানাং ক্ষত্রিয়াণাং শূদ্রত্বমেব জাতমিতি মহাভারতে প্রতিপাদিতমিত্যসঙ্গতমেব তৎ প্রতিভাতি। যথাচাশ্বমেধিকপর্ব্বণি (২৯।১৫)

"তেষাং স্ববিহিতং কর্ম্ম, তদ্‌ভয়ান্নানুতিষ্ঠতাং।
প্রজা বৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥" ইতি

কিঞ্চ মুনিবচনাত্তেষাং ক্ষত্রধর্ম্মত্যাগাৎ ক্ষত্রিয়ত্বমেব বিধ্বস্তং, কিমিতি বা ভবিতুমযুক্তং যৎ সত্যপ্রতিষ্ঠানাং মুনীনাং বচনাদিতি। অপিচ "কায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈদত্তঃ" নত্বসৌ কায়স্থ ইত্যেবার্থঃ প্রতীয়ত ইতি"। কুতশ্চন্দ্রসেনীয়বংশীয়ানাং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমিতি। উপনয়নাভাবত এব তৎসম্পাদ্যতে, ধর্ম্মত্যাগাত্তু শূদ্রত্বমেবেতি।

বংশজাত বঙ্গীয় কায়স্থগণ "ব্রাত্য ক্ষত্রিয়"। তদ্বিষয়ে স্কন্দপুরাণীয় রেণুকা মাহাত্ম্য-নামে শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় সংস্করণে নিম্নভাগে ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত বচন দর্শাইয়া প্রমাণ করিয়া থাকে। যথা—"হে মহাভাগ! রাজর্ষি মহাত্মা চন্দ্রসেন নৃপতির পত্নী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সেই দাল্‌ভ্যঋষির আশ্রমে উপস্থিতা হয়েন" "হে বিপ্র! পরশুরাম! তুমি এই ক্ষত্রিয় পত্নীর কায়স্থিত গর্ভস্থ শিশুকে যে হেতু প্রার্থনা করিতেছ, সেহেতু এই শিশু কায়স্থ নামে অভিহিত হইবে।" "রামের আজ্ঞাক্রমে দাল্‌ভ্যঋষি ঐ শিশুকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্টকরিয়া চিত্রগুপ্তের যে ধর্ম্ম, সেই কায়স্থ ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন।"

অনেক মাস ধরিয়া বিশেষরূপে ছয়খণ্ড স্কন্দপুরাণ অনুসন্ধান করিয়াও তাহাতে রেণুকা মাহাত্ম্য এবং উপর্য্যুক্ত বচনগুলি পাওয়া গেল না, বরং পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পর ক্ষত্রিয় গণের শূদ্রত্বই জন্মিয়া ছিল ইহাই মহাভারতের বচনদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যথা—(অশ্বমেধ পর্ব্বে, ২৯।১৫) পরশুরামের ভয়ে সেই ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় এবং ব্রাহ্মণ দর্শন [illegible]

৫। কেচিদ্বদন্তি শূদ্রাদুচ্চতরঃ কায়স্থোঽপরোঽপি কশ্চিদ্ব্রহ্মপাদাজ্জাতস্তস্যৈব বংশীয়া বঙ্গীয়কায়স্থা ইতি, অত্রাচারনির্ণয়তন্ত্রনাম্না কানিচিৎপদ্যানি সমুদাহরন্তি যথা—

"ব্রহ্মপাদাংশতো জন্ম চাতঃ কায়স্থনামভৃৎ।
ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকং॥
"আয়ন্তনিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোঽতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যং॥"

ইত্যাদ্যশুদ্ধ-বচনান্যুদ্ভাব্য বিস্মাপয়ন্তি। অত্রৈতদদ্ভুতং, শূদ্রাদপি নিকৃষ্টজাতীনাং কায়স্থানাং ক্ষত্রধর্ম্মপ্রতিপাদকানি যানি যানি বচনানি শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থশব্দে বহ্নিপুরাণনাম্না ধৃতানি, তান্যেব সমানানুপূর্ব্বীকানি অবিকলানি চ আচারনির্ণয়তন্ত্রনাম্না চিত্রগুপ্তশব্দে মুদ্রাপিতানি। পরন্তু শিবোক্ত চতুঃষষ্টিষু তন্ত্রেষু ভৈরবোক্তোপতন্ত্রেষু বহুষ্বপি আচারনির্ণয়তন্ত্রস্য

শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইত্যাদি বচন দ্বারা উক্ত রেণুকামাহাত্ম্যোক্ত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কায়স্থ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত বোধ হয়।

আরও বলি, মুনির বাক্যবলে তাহার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ত্যাগে ক্ষত্রিয়ত্বই নষ্ট হইয়াছিল, কেন না সত্যপ্রতিষ্ঠমুনির বাক্যে না হইতে পারে এমন কি আছে, পরন্তু কায়স্থের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ইহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, জাতিতে কায়স্থ করা হইয়াছিল না, অতএব চন্দ্রসেন সেনবংশীয়দিগের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে। উপনয়ন সংস্কারাভাবেই ব্রাত্যতা জন্মে, ধর্ম্মত্যাগে শূদ্রত্বই জন্মে॥

৫। কেহ বলেন—শূদ্র হইতে উচ্চতর কায়স্থ নামক অপর এক বর্ণ ব্রহ্মার পাদ হইতে জন্মিয়া ছিল, তাহার বংশীয়ই বঙ্গীয় কায়স্থ, এতৎসম্বন্ধে আচার নির্ণয় তন্ত্রশাস্ত্রের নাম করিয়া কতিপয় পদ্য প্রমাণ স্বরূপ দিয়া থাকেন, যথা—ব্রহ্মার পাদাংশ হইতে জন্ম হইয়াছে বিধায় কায়স্থ নাম ধারণ করিবে, ককারের অর্থ ব্রহ্মার অণুয়ব পাদ—আকারের অর্থ নিত্য, আয় শব্দের অর্থ নিকট জানিবে,

নামগন্ধোঽপি নাস্তি, অনুসন্ধায়াপি, বহুষু দেশেষু তন্ত্রমেতন্ন লভ্যতে চ, অহো ধিক্ ধিক্ বিদ্যাবণিজোঽর্থলুব্ধানিতি, অহো, এতৈরন্যৈশ্চ নির্মূলৈরাকাশকুসুমায়মানৈর্ব্বচনৈর্গ্রথিতমালৈঃ কবন্ধশিরোমুকুটং ভূষয়িতুং পণ্ডিতা অপি প্রযস্যন্তি মূলগ্রন্থান-নবলোক্য চ প্রমাদোন্মাদবদ্‌ভ্রান্তিপথমারূঢ়া ব্রহ্মকটাহপাটনং কোলাহলমকুর্ব্বত। অহো মূল এব নিহিতঃ কুঠারঃ।

কিমধিকং দেবস্বভাবৌ ধর্ম্মধুরীণৌ বহুশাস্ত্রপারদৃশ্বানৌ ভক্তিভাজনৌ গুরূ মহামহোপাধ্যায়ৌ শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ততর্ক-লঙ্কারঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চাননশ্চ তানি বা নির্মূলানি বচনানি (*) "ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্য্যন্যো যমো মৃত্যুরীশান" (১।৪।১১) ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিমুপলভ্য চ যমস্য ক্ষত্রিয়ত্বং প্রতীতঃ, ততশ্চ "যমায়ধর্ম্মরাজায়েতি" তর্পণমন্ত্রে

সেই কায়েতে স্থিত বিধায় কায়স্থ নাম হইল, যাহাকে মসীশ ও কহিয়া থাকে।" ইত্যাদি কতগুলি বচন উদ্ভাবন করিয়া বিস্মিত করিতেছে। ইহাতে আবার এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় যে শূদ্র হইতেও নিকৃষ্ট জাতি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপাদক যে সমস্ত বচন শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থশব্দে অগ্নি পুরাণের নাম দিয়া ধরিয়াছে অবিকল সেই সকল বচনই আবার "আচার নির্ণয়" তন্ত্রের নাম দিয়া "চিত্রগুপ্ত" শব্দে মুদ্রিত করিয়াছে, পরন্তু শিবোক্ত চতুঃ ষষ্টিতন্ত্র ও ভৈরবোক্ত উপতন্ত্রের মধ্যে "আচার নির্ণয়" তন্ত্রের নাম গন্ধও নাই এবং অনেক দেশে অনুসন্ধান করিয়াও তাহা পাওয়া যাইতেছে না। উঃ কি খেদের বিষয়? ধিক্ অর্থ লুব্ধ বিদ্যা-বণিক্‌দিগকে। আমার ছাত্র শ্রীরজনীকুমার চক্রবর্ত্তী সংপ্রতি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বোধক কতিপয় মুনিবচন প্রস্তুত করিয়া আমাকে দেখাইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় কি বলিব? আকাশকুসুম সদৃশ প্রাগুক্ত বচন সমূহ দ্বারা মালা গ্রন্থন করিয়া কবন্ধের শিরোমুকুট ভূষিত করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতগণও প্রয়াস পাইতেছে, মূলগ্রন্থ না দেখিয়া অনবধানতা প্রযুক্ত উন্মত্ত সদৃশ—ভ্রান্তিময়

---

* বরুণ চন্দ্র রুদ্র পর্য্যন্ত যম মৃত্যু ও ঈশান ইহারা ক্ষত্রিয়জাতি দেবতা।

চিত্রগুপ্তস্য চতুর্দ্দশযমগণান্তর্গতিতয়া ভ্রমত্বেন তদভিন্নত্বমনুমায় ক্ষত্রিয়ত্বং প্রতিপদ্যেতে, তেন চ চিত্রগুপ্তবংশীয়ানাং "ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বং" ব্যবস্থাপয়াঞ্চ ক্রতুঃ। অহো রে গরীয়ান্ কালঃ সমায়াতঃ যদশ্রুতমপি শ্রাবয়তি অদৃষ্টমপি দর্শয়তীতি। তথা চ তয়োর্ব্যবস্থাপত্রং।

"চিত্রগুপ্তবংশজাতানাং কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বেঽপি পুরুষপরম্পরয়োপনয়নসংস্কার লোপাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বং সম্পন্নমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।"

শ্রীকৃষ্ণনাথশর্ম্মণাং (ন্যায়পঞ্চাননানাং)

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মাণং (তর্কালঙ্কারাণাং)

পথে আরোহণ করত ব্রহ্ম কটাহ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিতে পারে এইরূপ কোলাহল করিতেছে, হায় হায় মূলেই কুঠারাঘাত হইল।

অধিক কি বলিব? দেবপ্রকৃতি ধর্ম্মধুবীণ বহুশাস্ত্রপারদর্শী ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও সেই সকল নির্মূল বচনই হউক, অথবা "ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমোরুদ্রঃ পর্য্যন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ" (১।৪।১১) এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি দর্শনে যমের ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝিয়া তৎপরে "যমায় ধর্ম্মরাজায়" এই তর্পণমন্ত্রে চতুর্দ্দশ যমের অন্তর্গত বিধায় চিত্রগুপ্তও ক্ষত্রিয় ইহা অনুমান করিয়া চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। হায়রে, কি গুরুতর কালই উপস্থিত হইল, যাহা কখনো শুনা যায় নাই কাল তাহাও শুনাইতে লাগিল, যাহা কখনো দেখা যায় নাই তাহাও দেখাইতে লাগিল। তথাচ উক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদ্বয়ের ব্যবস্থাপত্র এই—

"চিত্রগুপ্তবংশজাত কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব থাকিলেও পুরুষ পরম্পরায় উপনয়ন সংস্কার বিলুপ্ত হইয়াছে বিধায় উহাদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বই সম্পন্ন হইয়াছে ইহাই পণ্ডিতগণের মত। (স্বাক্ষর)

শ্রীকৃষ্ণনাথশর্ম্মণাং (ন্যায়পঞ্চাননানাং)

শ্রীচন্দ্রকান্তশর্ম্মণাং (তর্কালঙ্কারাণাং)

পরন্তু ইমৌ পূজ্যপাদৌ ন বিদ্যাবণিজৌ, নার্থলোভাদ্ধর্ম্মং বিপ্লাবয়ত ইতি ত্রিসত্যং ক্রমঃ। কিন্তু কেবলং স্থাবির্য্যাৎ দুর্ব্বলমনস্কৌ নিষ্কামৌ অনিচ্ছন্তৌ চ যবীয়স্যা প্রবলয়া সুন্দর্য্যা দয়য়ৈব পাদাকর্ষমুৎপথমপাকৃষ্যেতাং, যেন হি অস্থানে দয়য়ৈব তাড্যমানাবেতৌ তথাবিধকায়স্থানাং ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বং সম্পন্নমিতি বদন্তৌ।

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশোদ্রবিড় এব চ॥"

ইতি মনুবচনমপি ব্যস্মার্য্যেতাং, তেন হি ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বমেব ব্যবস্থাপিতবন্তৌ ন তু ঝল্লমল্লাদি বর্ণসঙ্করত্বমিতি। নৈতদ্বিস্ময়করং "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম" ইতি। কিন্তু তাভ্যামেবোপদিষ্টং "অস্থানেঽনুরোধানুগ্রহৌ বিরোধনিগ্রহাস্পদমিতি" অলমতিকটাক্ষপাতেন গুরুষ্বিতি।

ফলতঃ, কিন্তু উক্ত পূজ্যপাদ পণ্ডিতদ্বয় বিদ্যাবণিক্ নহে, ইহারা অর্থলোভে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটায় নাই, ইহা শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি, কিন্তু কেবল বৃদ্ধ হইয়াছেন বিধায় মনের বল কমিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, এবং ইচ্ছাশক্তি শিথিল হইয়াছে, তাই যুবতি বলবতী সুন্দরী দয়া ইহাদের পায়ে ধরিয়া টানিয়া হিঁছ্‌ড়াইয়া অসৎপথে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহারা অযথা স্থানে দয়াকে স্থান দিয়াছে বিধায় দয়ার তাড়নায় অস্থির হইয়া উক্ত কায়স্থগণের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই বলিলেন, কিন্তু "ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ" এই মনুবচনটী তখন স্মরণ করেন নাই, সেহেতু কায়স্থদের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্বেরই ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু তাহাদের "ঝল্লমল্লত্বাদি" বর্ণসঙ্করত্ব বলেন নাই, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে, কেননা লোকে বলিয়া থাকে যে "মুনিদের ও মতিভ্রম হয়", আবার তাঁহারাই উপদেশ দিয়া থাকেন যে, অস্থানে অনুরোধ বিরোধের কারণ, ও অস্থানে অনুগ্রহ বিগ্রহের কারণ হয়, যাহা হউক গৌরবিত ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত কটাক্ষ করা ভাল নহে।

অপিচ, তৌ তু বিদ্বৎপ্রবরৌ কেনচিদ্বঙ্গীয়কায়স্থেন সনির্ব্বন্ধমারাধিতৌ চিত্রগুপ্তস্য ক্ষত্রিয়ত্বং ভ্রান্ত্যাভিমত্যাপি যদা পুন- "স্তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ" (৩।১।১৫—১৬) ইতি ব্রহ্মসূত্রস্য ভাষ্যদর্শনাদপেতভ্রান্তিকৌ তদা তদভিমতং প্রত্যাহৃত্য কঞ্চিদ্দত্তবংশীয়ং বিজ্ঞাপয়ন্তৌ স্বকীয়ং ভ্রমমঙ্গীচক্রতুরিতি, ধন্যাবেতৌ ধর্ম্মপক্ষপাতিনৌ যদাত্মভ্রমং স্বীকর্ত্তুমণুমাত্রমপি ন ত্রেপাতে।

কিঞ্চ যে খল্বল্পজ্ঞাশ্চিত্রগুপ্তস্য ক্ষত্রিয়ত্বে বিমূঢ়াস্তানাপৃচ্ছামশ্চিত্রগুপ্তস্য ক্ষত্রিয়ত্বং কুতঃ সমুপলভ্যতে ইতি ? যমস্য তু ক্ষত্রিয়ত্বং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাক্যাৎ প্রাপ্তমপি ন তচ্চিত্রগুপ্তস্য যুজ্যতে, তথাহি—চিত্রগুপ্তস্তু যমাদন্যস্তস্য লিপিকরঃ, যথাভিধানচিন্তামণৌ—

"দাসৌ চণ্ড-মহাচণ্ডৌ চিত্রগুপ্তস্তু লেখকঃ॥" ইতি দৈবতকাণ্ডে।

আরও বলি—উক্ত পণ্ডিতদ্বয় কোনও বঙ্গজ কায়স্থের (১) অত্যন্ত অনুরোধে চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব ভ্রমক্রমে ব্যবস্থা দিয়াও যখন "তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ" (৩।১।১৫—১৬) এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য দেখিয়া তাহাদের ভ্রান্তি দূর হইল, তখন পূর্ব্বের ব্যবস্থার প্রত্যাহার করিয়া কোনও দত্তবংশীয় কায়স্থকে (২) জানাইয়াছিলেন, এবং নিজের ভ্রমও স্বীকার করিয়াছিলেন। সে জন্য উক্ত ধর্ম্মপক্ষপাতী পণ্ডিত প্রবরদ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু তাঁহারা নিজের ভ্রম স্বীকার করিতে অনুমাত্রও লজ্জা মনে করিলেন না।

আরও বলি—যে সকল অল্পজ্ঞ লোক চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব মোহপ্রযুক্ত স্বীকার করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় তাহা কিসে পাইলেন ? বরং যমের ক্ষত্রিয়ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদ্বাক্যদ্বারা জানা যায়, তাহা বলিয়া চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় ইহা বলা যুক্ত নহে, কেননা যমই অন্য

---

(১) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুন্সী। (২) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে শুনা।

ত্রিকাণ্ডশেষে চ—

"মন্দোঽস্য কান্তা ধূমোর্ণা চিত্রগুপ্তস্তু লেখকঃ॥" স্বর্গবর্গে।

মহাভারতে চ—

"কিঞ্চিদ্ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি চিত্রগুপ্তমতং শুভম্॥"

"অয়ঞ্চৈবাপরো ধর্ম্মশ্চিত্রগুপ্তেন ভাষিতঃ॥" (অনু, ১৩০।১৪)

বেদান্তভাষ্যে চ—

"অন্যে চিত্রগুপ্তাদয়ো নানাধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্তে "যমপ্রযুক্তা এব হি তে চিত্রগুপ্তাদয়োঽধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্ত ইতি"(৩।১।৫ ১৬) বলি বৈশ্যদেব বিধৌচ "ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তাভ্যাং নমঃ" ইতি মন্ত্রে দ্বিবচনোপাদানাৎ যমাদন্যশ্চিত্রগুপ্ত ইতি স্ফুটং প্রতীয়তে, ইত্যাদি বচন ব্যূহেন চিত্রগুপ্তো যমাদন্যঃ প্রতিপাদিতস্তত্র কিং প্রতিবাদ্যমিতি। প্রত্যুত স্বর্গীয়দেবয়োরশ্বিনীকুমারয়োশ্চিকিৎসারূপেণ নিন্দ্যকর্ম্মোপজীব্যেন শূদ্রত্বমিব (*) চিত্র-

---

ব্যক্তি আর চিত্রগুপ্তও অন্য ব্যক্তি চিত্রগুপ্ত যমের লিপিকর "মুহুরি"। যথা অভিধান চিন্তামণি—যমের ভৃত্য "চণ্ড" ও "মহাচণ্ড" এবং চিত্রগুপ্ত লেখক। ইতি দৈবতকাণ্ডে। এবং ত্রিকাণ্ড শেষ অভিধানে আছে মন্দ শনৈশ্চর যমের ভ্রাতা, স্ত্রী ধূমোর্ণা, ও চিত্রগুপ্ত লেখক, ইতি স্বর্গবর্গে। এইরূপ মহাভারতেও আছে "যম কহিয়াছেন—তোমরা চিত্রগুপ্তের বাক্য শ্রবণ কর, তাহা আমার প্রিয়। তোমাদিগকে চিত্রগুপ্তের সম্মত কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম বলিতেছি। চিত্রগুপ্তের কথিত ইহাও অন্যপ্রকার ধর্ম্ম (অনু ; ১৩০।১৪—) বেদান্ত ভাষ্যেও আছে— "চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তিগণ নানাকার্য্যের অধিকারী, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্ণীত আছে।" চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ যমের আদেশপ্রাপ্ত হইয়াই নানাবিধ কার্য্যের অধিকারী ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে" (৩।১।১৫—১৬) এবং

(*) "অসিজীবী মসীজীবী দেবলো বৃষবাহকঃ। স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যাস্তদন্নং বিট্ সমং স্মৃতম্॥" জন্মখ.

গুপ্তস্যাপি মসীজীবিতয়া শূদ্রত্বমপি না সম্ভবীতি। তথাচ ভারতে—(শান্তি মোক্ষ, ২০৮।২৪)

"আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা॥"
অশ্বিনৌ তু স্মৃতৌ শূদ্রৌতপস্যুগ্রে সমস্থিতৌ।
"অস্মাভির্নিন্দিতাবেতৌ ভবেতাং সোমপৌ কথম্।"
দেবৈর্নসংমিতা বেতৌ তস্মান্নৈবং বদস্ব নঃ॥"
"অশ্বিভ্যাং সহনেচ্ছামঃ সোমং পাতুং মহাব্রত।"
"অশ্বিভ্যাং সহসোমং বৈ ন পাস্যামি দ্বিজোত্তম॥"

(অনু ১৫৬।১৭)

বলি বৈশ্বদেব বিধিতে পাওয়া যায় "ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তাভ্যাং নমঃ" এই মন্ত্রে দ্বিবচনের উপাদান হেতু যমই স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং চিত্রগুপ্তই স্বতন্ত্র ব্যক্তি ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহ দ্বারা চিত্রগুপ্ত যে যম হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা প্রতিপাদিত হইল, এতদ্বিষয়ে কি প্রতিবাদ করিবার কিছু আছে? প্রত্যুত স্বর্গীয় দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন চিকিৎসারূপ নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বিধায় "শূদ্র" জাতি বলিয়া নিশ্চিত হন, সেই রূপ চিত্রগুপ্তও নিন্দিত মসীজীবী বিধায় শূদ্রবর্ণই হইবে ইহাও অসম্ভব নহে। তথাচ (মহাভারত শান্তিপর্ব্বে, মোক্ষপর্ব্বে ২০৮।২৪) দেবগণের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ মরুদ্‌গণ বৈশ্যবর্ণ, এবং কঠোর তপস্যায় অবস্থিত অশ্বিনীকুমার দুইজন শূদ্রজাতি।" এবং ইন্দ্র বলিয়াছিলেন যে "এই অশ্বিনীকুমার দুই জন দেবগণের মধ্যে নিকৃষ্ট, অতএব কেন ইঁহারা যজ্ঞীয় সোমপান করিবে?

দেবতার সহিত ইহাদের তুলনাই হইতে পারে না, অতএব হে স্থানবর চ্যবন! আপনি ওরূপ অনুরোধ করিবেন না।" "হে মহাপ্রব চ্যবন! অশ্বিনী কুমারের সহিত একত্র সোমপান করিতে আমরা ইচ্ছা করি না।" "হে দ্বিজোত্তম! আমি কখনই শূদ্র অশ্বিনী কুমারের সহিত সোম পান করিব না।" (অনুশাসন। ১৫৬।১৭—)

"দেবানাং ভিষজাবেতৌ ন ভাগার্হৌ ন দৈবতৌ ॥"

(ভবিষ্য, ১৯।৬৮)

অতএব পূর্ব্বোক্তযুক্তি-শাস্ত্রনিচয়াভ্যাং নিশ্চীয়তে ন বঙ্গীয়া ঘোষবস্বাদয়ো ব্রাত্যক্ষত্রিয়া ইতি যত একস্য কায়স্থস্যোৎপত্তৌ বিভিন্নেষু বিরুদ্ধমতেষু মতমেকং প্রমাণ্যত্বেনাভিসন্ধিৎসিত-মন্যৎপ্রাচ্যবসানং নৈকমপি প্রামাণ্যমাবহতি শ্রদ্ধাং বা দ্রঢ়-য়তীতি

পরন্তু এতেন সন্দর্ভেণ জগতি ক্বাপি ব্রাত্যক্ষত্রিয়োঽত্যন্ত-মেব নাস্তীতি ন ক্রমঃ—তথাহি অধুনা অধর্ম্মব্যতিকরে কালে আর্য্যরাজাভাবাৎ লোকসংহতিগ্রন্থিশৈথিল্যাচ্চ প্রজা যথাকামং তুরাচরন্তি, দৃশ্যত ইদানীং কাশ্যাদাবার্য্যাবর্ত্তেঽপি দেশে দূরমাস্তাং ক্ষত্রিয়বিশোঃ কথা নাম, অনেকে ব্রাহ্মণা অপি পিতৃ-পিতামহপরম্পরয়া যথা কথঞ্চিদুপনয়নসংস্কারনাম্না স্কন্ধে সূত্রং নিদধতি ব্রাহ্মণেতি পরিচায়য়ন্তি কিন্তু নাক্ষরাণি পরিচিন্বন্তি গায়ত্রীমপি ন জানন্তি তেষাং কশ্চিৎ জলাদিভারং বহতি, কশ্চিৎ গবাশ্বশকটং চালয়তি, কিমধিকং সাক্ষাচ্ছ্রুতমেতৎ—

"এই অশ্বিনী কুমারেরা দেবতার চিকিৎসক বটে, দেবতা নহে, সুতরাং ইহারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে পারে না।" (ভবিষ্য পুং ১৯।৬৮)

অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নিশ্চিত হইল যে বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নহে। যে হেতু একজন মাত্র কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের মধ্যে একটী মতকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে অন্যান্য মত প্রামাণ্য হইতে স্খলিত হইয়া যায় সুতরাং তাহার একটাও প্রমাণ হইতে পারে না, বা শ্রদ্ধাই হইতে পারে না।

ফলতঃ এই প্রবন্ধ দ্বারা ইহা বলিতেছি না যে জগতে কোথাও ব্রাত্যক্ষত্রিয় একবারেই নাই, তাহাই জানাইতেছি—এখন ধর্ম্মনাশক কলিকাল, বিশেষতঃ

একদা কশ্চিদ্রাজা ব্রাহ্মণঃ সূপকারত্বেন ভৃতকং রক্ষিতুং কঞ্চিৎ কাশীবাসিনং দ্বিবেদিকোপাধিকং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণ্যং পরিজ্ঞাতুমপৃচ্ছৎ—ভোস্ত্বয়া সন্ধ্যা জ্ঞায়তে ন বেতি, তেন তিলকোপবীতধারিণোক্তম্ অহং গায়ত্রীং জানামি ন তু সন্ধ্যামিতি, ততস্তেনোক্তং "রামা হো ধীমহি" ইয়মেব মম গায়ত্রীতি, পুনরপি রাজ্ঞা পৃষ্টং কস্মাৎ শিক্ষিতেয়ং গায়ত্রীতি, তেনোক্তং পিতুরিতি, পিতা তু মদীয়োঽতীব জাপকঃ সন্ধ্যাপূজাদৌ সুনিষ্ণাতশ্চেতি। অনেকে তন্মাত্রমপি ন জানন্তি তথাপি তে ইত্যুচ্যন্তে ব্যবহ্রিয়ন্তে চ, ক্ষত্রিয়বিশোরপ্যেবমেবাবস্থা দৃশ্যতেঽস্মিন্ দেশে বহুশ ইতি।

হিন্দুরাজা না থাকায় সমাজবন্ধন শিথিল হওয়ায় যার যেমন ইচ্ছা দূষণীয় আচার করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষে দেখা যায়—এখন কাশী প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তেও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কথা আর কি বলিব ? অনেকানেক ব্রাহ্মণেরা ও পিতৃ পিতামহাদি পুরুষ পরম্পরায় যেন তেন প্রকারেণ নামে মাত্র উপনয়ন সংস্কার করাইয়া একটা পৈতা পরিয়া থাকে, এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিতও হয়, কিন্তু বর্ণজ্ঞান মাত্রও নাই, গায়ত্রীও জানে না, তাহারা অনেকে গঙ্গাজল বহন, বা গাড়োয়ান গিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অধিক কি বলিব ? সাক্ষাৎ শুনিয়াছি—একদিন কোনও একটি বড়লোক ব্রাহ্মণ, পাঁচক রাখিবার জন্য একটা কাশীবাসী দ্বিবেদী ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাহার ব্রাহ্মণ্য পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি সন্ধ্যা জান কি না ?" সেই তিলক যজ্ঞোপবীতধারী দুবেজী বলিলেন আমি গায়ত্রী জানি, সন্ধ্যা জানি না পুনর্ব্বার সেই বড়লোকটী বলিলেন তবে তুমি গায়ত্রীটা বল, দুবে বলিল "রামাহো ধীমহি" ইহাই আমার গায়ত্রী। পুনর্ব্বার রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন— "তুমি কাহার নিকটে এই গায়ত্রী শিখিয়াছ ? সে কহিল আমার পিতার নিকটে, আমার পিতা একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, জপ তপস্যা সন্ধ্যা পূজায় অত্যন্ত রত। আবার অনেক ব্রাহ্মণে "রামাহো ধীমহি" ইহাও জানে না, কিন্তু তাহারাও সমাজে

যদীদৃশে অধর্ম্মব্যতিকরে সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরোঽস্থাস্যৎ, তর্হি

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥
ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্‌ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

ইত্যাদি মন্বাদিবচনানুসারেণ তথাবিধবিপ্রাণাং যথা বিধ্যু-পনয়নাদিসংস্কারাভাবাৎ, স্বকর্ম্মসন্ধ্যাগায়ত্র্যাদিত্যাগাচ্চ ব্রাত্য-বিপ্রজাতত্বাৎ "ভূর্জ্জকণ্টকাদিবর্ণসংঙ্করত্বং," তাদৃশব্রাত্যক্ষত্রিয়া-পত্যানাং "ঝল্লমল্লাদি বর্ণসঙ্করত্বং" তাদৃশব্রাত্যবৈশ-পুত্রাণাঞ্চ "সুধন্বাচার্য্যাদিবর্ণসঙ্করত্ব"ঞ্চাপাদ্য পৃথগ্‌জাতিত্বেন ব্যবাহরিষ্যৎ। অহোস চ কালশ্চিরায়গতঃ।

ব্রাহ্মণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই প্রকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও এই প্রকারই দুর্দ্দশা এতদ্দেশে দেখা যায়। যদি এইরূপ ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় রাজা যুধিষ্ঠির থাকিতেন তবে—

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে জাত যাহারা, তাহারা পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টক আবন্ত্য বাটধান, পুষ্পধ, এবং শৈখ। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে জাতগণ ঝল্ল, মল্ল,° নিচ্ছিবি, নট, করণ, খশ, ও দ্রবিড়। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে জাত, সুধন্বাচার্য্য, কারুষ বিজন্মা মৈত্র এবং সাত্বত নামে অভিহিত হয়।

পরস্পর ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্যভিচার দোষে অবিবাহ্যা-বিবাহে এবং আপন আপন বর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্মত্যাগ করিলে মানব সঙ্কর জাতিরূপে পরিণত হয়॥

ইত্যাদি মন্বাদি বচনানুসারে ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ, উপনয়ন সংস্কারাভাবে

যথেদানীং লোকসংহতিশাসনাভাবাৎ নাহারদুষ্টানাং জাত্যন্তরত্বং জন্মদুষ্টানাং কুণ্ডগোলকাদীনাং ন চাণ্ডালাদিজাতিত্বং, তথা ব্রাত্যাপত্যানামপি নৈব বর্ণসঙ্করত্বমিতি।

ইত্থমেব সমাজবিপ্লবাদধুনা বহব এব বহুপুরুষাদ্‌ব্রাত্যাঃ কেচিত্ত্যক্তযজ্ঞোপবীতাঃ কেচিদ্বা অত্যক্তসূত্রাঃ প্রাপ্তশূদ্রভাবা দেশান্তরে ক্ষত্রিয়া বিশশ্চ ন সন্তীতি নোচ্যতে, পরন্তু তেষাং কেচিদ্‌ভ্রষ্টসংস্কারা অপি পূর্ব্বতনপিত্রাদীনাং শুক্রশোণিতসম্বন্ধাদ্বা প্রাক্তনকর্ম্মবশাদ্বা তেজস্বিত্ব বুদ্ধিমত্ত্ব চাতুর্য্যাদিগুণযোগাচ্চ রাজকীয়লেখ্যাদিকর্ম্মসু বিনিযুক্তাঃ "কায়স্থা" ইত্যুপাধিমাদধুঃ ন তু দ্রাগেব মন্বাদ্যুক্তশূদ্রবন্নীচৈঃ পতিতাঃ।

কা কথা ক্ষত্রিয়াণাং, ব্রাহ্মণানাং বিশামপি বিবিধদুরাচরণেন দাস্যভাবাৎ শূদ্রত্বমুপপদ্যতে, তেনাপ্যনেকে ক্ষত্রিয়বিশঃ শূদ্রত্বং গতা অপি কর্ম্মোপাধিনা "কায়স্থা" অভিধীয়ন্তে ইত্যনুমীয়তে, তথাহি প্রব্রজ্যাভ্রষ্টস্য ব্রাহ্মণাদের্দ্দাস্যমেব দণ্ডোঽভিহিতো যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

ও স্বকর্ম্ম সন্ধ্যা প্রভৃতি ত্যাগে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে জনন প্রযুক্ত "ভূর্জ্জকণ্টকাদি বর্ণ সঙ্কর, তথাবিধ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পুত্রগণ "ঝল্ল মল্ল" বর্ণ সঙ্কর এবং ঐ প্রকার ব্রাত্য বৈশ্য পুত্র "সুধন্বাচার্য্যাদি" বর্ণ সঙ্কর রূপ পৃথক্ জাতি বলিয়াই ব্যবহার করিতেন, হায় সেই কাল গিয়াছে আর ফিরিবে না।

যেমন এখন সামাজিক শাসনের অভাবে অখাদ্য খাইলেও জাতিপাত হয় না, এবং জন্ম দোষেও কুণ্ড গোলকাদি নূতন আর চাণ্ডাল জাত্যাদি হয় না, সেরূপ এখন আর ব্রাত্য পুত্রাদিও বর্ণসঙ্কর রূপে ব্যবহৃত হইতেছে না।

এখন এই প্রকার সমাজে বিপ্লব ঘটিয়াছে বিধায় অনেকেই অনেক পুরুষ যাবৎ ব্রাত্য হইয়া কেহ বা পৈতা ছাড়িয়াছে, কেহ বা পৈতাটা মাত্র রাখিয়াছে, কিন্তু শূদ্রের মত আচার বিশিষ্ট হইয়া দেশান্তরে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য না আছে যে তাহা

"প্রব্রজ্যাবসিতো রাজ্ঞো দাস আমরণান্তিকম্।
বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ॥" (১৮৩)

"প্রব্রজ্যা সংন্যাসস্ততোঽবসিতঃ প্রচ্যুতঃ। বর্ণাপেক্ষয়া দাস্যব্যবস্থামাহ—বর্ণানামিতি, ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদয়ঃ, ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যশূদ্রৌ, বৈশ্যস্য শূদ্র ইত্যেবমানুলোম্যেন দাসভাবো ভবতি ন প্রাতিলোম্যেন, স্বধর্ম্মত্যাগিনঃ পুনঃ পরিব্রাজকস্য প্রাতিলোম্যেনাপি দাসত্বমিষ্যত এব, যথাহ নারদঃ—

বর্ণানাং প্রাতিলোম্যেন দাসত্বং ন বিধীয়তে।
স্বধর্ম্মত্যাগিনোঽন্যত্র দারবদ্দাসতা মতা॥"

(ইতি ব্যবহারে মিতাক্ষরা)

ইত্থমমেকে দাসভাবমাপন্না গতা অপি শূদ্রত্বং লিখন-পঠন-পাঠনাদিকর্ম্মণি নিষ্ণাতাঃ সাধারণশূদ্রেভ্যো মহত্ত্বং লব্ধবন্তঃ।

নহে, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ ভ্রষ্টসংস্কার হইয়াও পূর্ব্বতন পিতৃ পিতামহাদির শুক্র শোণিত সম্বন্ধ প্রযুক্তই হউক, বা নিজের অদৃষ্ট বলেই হউক ঐ তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা এবং চাতুর্য্যাদিগুণযোগে রাজকীয় লেখ্যাদি কর্ম্ম নিযুক্ত হইয়া কায়স্থ এই উপাধি ধারণ করিয়াছে বটে একবারে তড়াক্ করিয়া মনু প্রভৃতি স্মৃত্যুক্ত শূদ্রের ন্যায় অধঃপাতে যায় নাই।

উক্তরূপে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্বে বিস্মিত হইবার কথা নহে, কেন না শুধু ক্ষত্রিয়ের কথা কি বলিব? ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যগণও বিবিধ দূষিতাচরণে দাসত্ব করিয়া শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে, এই কারণে অনেকানেক ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রত্ব পাইয়াও কর্ম্মোপাধি দ্বারা "কায়স্থ" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে ব্রাহ্মণ জাতি প্রব্রজ্যাশ্রম-ভ্রষ্ট হইলে তাহার দণ্ড দাসত্ব, ইহা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিবলেন—

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে সে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবে। সামান্যতঃ দাসত্বের ব্যবস্থা এই রূপ—ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোম ক্রমে দাসত্ব হইবে, বিপরীত ক্রমে নহে। (১৮৩)

অতএব কর্ম্মোপাধিনা কায়স্থনাম্না খ্যাতা অপি বংশপরম্পরয়া পণ্ডিতপুত্রাঃ পণ্ডিতবৎ জাত্যুপাধিং গতা ইতি নৈতৎসংশয়াস্পদং যতো রাজস্থাননামকেতিহাসে দৃশ্যতে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি দায়াদা যবনজাতৌ পরিণতা ইতি।

কিমধিকং যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মপুত্রো মূর্খং ব্রাহ্মণং শূদ্রবদ্দাসত্বেন ব্যবাহরৎ। যথা মহাভারতে—

ইহাতে মিতাক্ষরাকার এইরূপ বলেন—"প্রব্রজ্যা অর্থ সন্ন্যাস, তাহা হইতে অবসিত, অর্থাৎ প্রচ্যুত। বর্ণাপেক্ষায় দাসত্বের ব্যবস্থা কহিতেছেন—যেমন ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, ক্ষত্রিয় দাস বৈশ্য শূদ্র, বৈশ্যের দাস শূদ্র এই প্রকার অনুলোম ক্রমে দাসত্ব হইয়া থাকে, বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ শূদ্রের দাস বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, বৈশ্যের দাস ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের দাস ব্রাহ্মণ এইরূপ ব্যুৎক্রমে দাসত্বের নিয়ম নহে, কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্যুৎক্রমেও দাসত্ব শাস্ত্র সিদ্ধ ইহা নারদ বলিয়াছেন—

একমাত্র স্বধর্ম্মত্যাগী ছাড়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্যুৎক্রমে দাসত্ব হইতে পারে না, অতএব দাসত্বটা চতুর্ব্বর্ণে বিবাহের ন্যায় অনুলোমেই জানিবে, প্রতিলোমে নহে, (ইতি ব্যবহারকাণ্ডে মিতাক্ষরা)।

এইপ্রকার অনেকে দাসত্ব ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াও লেখাপড়ায় শিক্ষিত হইয়া সাধারণ শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠভাবে সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মোপাধি দ্বারা তাহারা কায়স্থ নামে খ্যাত হইয়াও বংশ পরম্পরা কালক্রমে "পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিতের মত জাত্যুপাধিলাভ করিয়াছে, ইহা একান্ত অসম্ভব মনে করা ঠিক নহে, কেন না 'রাজস্থান নামক ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহুপরবর্ত্তী বংশধরগণ মুসলমান জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

অধিক কি বলিব? ধর্ম্ম পুত্র পরমধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির মূর্খ ব্রাহ্মণকে শূদ্রের মত দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন—যথা মহাভারত—"গোবাসনা এই শ্লোক দুইটীর টীকাকার নীলকণ্ঠের অভিপ্রেত অর্থ এই—

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সন্তোষার্থ বলীবর্দ্দ পোষক অর্থাৎ কৃষ্যাদি বৃত্তিরত ব্রাহ্মণ

"গোবাসনা ব্রাহ্মণাশ্চ দাসনীয়াশ্চ সর্ব্বশঃ।
প্রীত্যর্থং তে মহারাজ ধর্ম্মরাজ্ঞো মহাত্মনঃ॥
ত্রিখর্ব্ববলিমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ।
(মহা, সভা, ৫১।৫—৬)

অত্র টীকাকারঃ—গোবাসনা বলীবর্দ্দপোষকাঃ ক্ষেত্রাদি-বৃত্তিমন্তো ব্রাহ্মণাঃ তথা দাসনীয়া দাসযোগ্যাঃ শূদ্রাদয়ঃ, ব্রাহ্মণা এব বা তাদৃশাঃ যথোক্তং ব্রাহ্মণানধিকৃত্য পুষ্করপ্রাদুর্ভাবে,—

"যস্য নৈব শ্রুতং রাজন্ ন গৃহীতং বিশাম্পতে।
কামং তং ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মাণিকারয়েৎ॥"
(হরিবংশ, ভবি ; ২৪।১৩)

অস্মিন্ পক্ষে ত্রিখর্ব্বং ত্রীণি যাজনাধ্যাপনপ্রতিগ্রহাঃ সর্ব্বাণি। খর্ব্বাণি ন্যূনানি ধনলাভরূপফলহীনানি যেষাং তে ত্রিখর্ব্বা বিদ্যাধ্যয়নসৎকর্ম্মশূন্যত্বাৎ যাজনাদিহীনা ইত্যর্থঃ, তৈস্ত্রিখর্ব্বসংজ্ঞৈঃ প্রদেয়ো বলিস্ত্রিখর্ব্ববলিস্তমিত্যর্থঃ। বারিতা ইত্যনেন তেষামত্যন্তহীনতা দর্শিতা॥ ৫—৬॥

মহাভারতে চ।

এবং দাসযোগ্য শূদ্রাদি, অথবা দাসযোগ্য ব্রাহ্মণগণ "ত্রিখর্ব্ব উপহার" (অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ যাজন অধ্যয়ন ও প্রতিগ্রহ এই তিন প্রকার বৃত্তিরহিত ব্রাহ্মণ দত্ত উপহারকে "ত্রিখর্ব্ব বলি" কহে) লইয়া দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে দৌবারিক তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে বারণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণদের হীনতা প্রকাশ করিতেছে। এই জাতীয় হীনব্রাহ্মণ সম্বন্ধে হরিবংশের পুষ্কর প্রাদুর্ভাবে বলিয়াছে "যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে নাই, অধ্যয়ন করিয়াও যে শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারে নাই, ধার্ম্মিক রাজা ঐ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা নিশ্চয়ই শূদ্রকর্ম্ম দাসত্ব করাইবে" হরিবংশ, ভবি ; ২৪।১৩) মহা ভা ; সভা ; ৫১।৫—৬)

"যে ন পূর্ব্বামুপাসন্তে দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্।
সর্ব্বাং স্তান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥

(অনু ; ১০৪।১৯)

এতেন ব্রাহ্মণানামপি শূদ্রতোপপাদিতা কা কথা ক্ষত্রিয়-বিশামিতি। অপিচ—

মহাভারতে—"ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কুলোঽপ্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ ॥"

(বন, ২১৬।১৪)

অপিচ—"হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥"

(শান্তি ; মোক্ষ ; ১৮৮।১৩)

ইত্যাদিনা শাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রা অভুবন্নিতিপ্রাপ্তম্। ইত্থং দ্বিজাতিভাবাদ্ভ্রষ্টা অপ্যনেকে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাশ্চ প্রাপ্ত-শূদ্রত্বাঃ শৌচাশৌচাদৌ শূদ্রবদ্ব্যবহারন্তোঽপি বুদ্ধিনৈপুন্য-বলতো রাজ্যোধনগণলেখনাদিকর্ম্মণি লব্ধাধিকারা অতীব সান্নি-

---

মহাভারতেও আছে যে, যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা না করে, তাহাদিগের দ্বারা ধার্ম্মিক রাজা সেবাকর্ম্ম করাইবে। (অনু, ১০৪।১৯)

উপর্য্যুক্ত প্রসঙ্গ দ্বারা যখন ব্রাহ্মণেরই শূদ্রত্ব উপপন্ন হইতেছে, তখন স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যে শূদ্রত্ব হইবে ইহাতে আর কি বলা যাইতে পারে ?

আরও বলি—মহাভারতে দেখা যায়, যে ব্রাহ্মণ পাতিত্যজনক নিষিদ্ধ কর্ম্মে রত, অত্যন্ত অহঙ্কার বিশিষ্ট নিকৃষ্ট কুলসম্ভূত এবং মূর্খ, সে শূদ্রতুল্য হইয়া থাকে। (বন, ২১৬।১৪) অপিচ—যে ব্রাহ্মণ পরহিংসা এবং মিথ্যাবাক্যে রত, লোভ-পরতন্ত্র; নিজের উপজীবিকার জন্য সকল প্রকার কর্ম্মই করিয়া থাকে, শৌচ ও আচার-ভ্রষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ, সেই সকল ব্রাহ্মণই শূদ্রজাতি হইয়াছে। (শান্তি, মোক্ষ, ১৮৮।১৩) ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত

থ্যাৎ কায়ে ইব তিষ্ঠন্তঃ "কায়স্থেত্যুচ্যন্তে" কালক্রমেণ তু তে কর্ম্মোপাধিং পরিত্যজ্য স্বভাবশূদ্রেভ্যঃ স্বমুচ্চকৈর্ম্মন্যমানাঃ কায়স্থ ইতি পৃথক্চক্রুঃ।

অস্মদ্দেশে দেশান্তরে চাক্ষরবিষয়ে প্রসিদ্ধিরিত্থং বর্ত্ততে যৎ "কায়েথী বাঙ্গলা" "কায়েথী নাগরী" ইতি দেশভাষয়া কায়স্থান "কায়েথ" ইত্যপভ্রংশ্য ব্রুবন্তে।

এতৈ রাজাদীনাং ভৃতকৈঃ কর্ম্মবাহুল্যাৎ দ্রুতলিখনানুরোধেনাবিশ্রান্তি লেখনীদ্রাবণয়া বিকলাঙ্গাণি যান্যক্ষরাণি লিখ্যন্তে তান্যেব "কায়েথী বাঙ্গলা" "কায়েথী নাগরী" ইতি ঘুষ্যন্তে ইতি, এতেনাপি চ কায়স্থ ইতি কর্ম্মোপাধিরেব প্রতীয়তে নতু জাত্যুপাধিরিতি, সুতরামুপপন্নং "চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ" ইতি কৃতপ্রায়শ্চিত্তানামেষামুপনয়নাহত্বঞ্চেতি।

হইয়াছে। এই প্রকার দ্বিজাতি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াও অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র হইয়াও শৌচাশৌচে শূদ্রের মত ব্যবহার করিয়াও বুদ্ধিবলে রাজার ধনগণন ও ধন লেখনাদি কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা রাজার অতি সন্নিহিত চতুর্দ্দিকে কায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত থাকিত বিধায় "কায়স্থ" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কালক্রমে তাহারা সেই কর্ম্মোপাধি ছাড়িয়া স্বভাব-শূদ্র হইতে নিজকে উচ্চ মনে করিয়া "কায়স্থ" এই পৃথক্ জাতি স্থির করিয়াছে।

আমাদের দেশে এবং দেশান্তরে অক্ষর সম্বন্ধে এরূপ একটা প্রসিদ্ধি আছে যে "কায়েথী বাঙ্গলা" ও "কায়েথী নাগরী", দেশ ভাষায় কায়স্থকে "কায়েথ" বলে, ঐ সকল রাজকীয় ধনাধ্যক্ষাদি পুরুষেরা কর্ম্মবাহুল্য প্রযুক্ত তাড়াতাড়ি লিখিবার জন্য অনবরত কলম চালাইয়া থাকে বিধায় অসম্পূর্ণ যে সকল টানা অক্ষর লিখিয়া থাকে যে কোনও জাতিতে লিখুক না কেন, সেই সকল অক্ষর কেই "কায়েথী বাঙ্গলা" "কায়েথী নাগরী" কহে, ইহার দ্বারায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে "কায়স্থ"

ন বা বঙ্গীয়া ঘোষবস্বাদয়ঃ সাধারণশূদ্রাঃ মন্বাদিস্মৃতি-যুক্তানাং শূদ্রাচারাদীনাং তেষ্বসত্ত্বাৎ, তেষামতিনিন্দিতত্বে প্রমাণানি যদাহ মনুঃ—

"উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥
ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥"

ভারতেঽপি—রাগদ্বেষৌচ মোহশ্চ পারুষ্যঞ্চ নৃশংসতা।
শাঠ্যঞ্চ দীর্ঘবৈরত্বমতিমানমনার্জ্জবম্॥
অমতঞ্চাতিবাদশ্চ পৈশুন্যমতিলোভতা।
নিকৃতিশ্চাপ্যবিজ্ঞানং জননে শূদ্রমাবিশেৎ॥"

(পরাশর ভাষ্যধৃত অনুশাসন)

উপদেশো ন কর্ত্তব্যো জাতিহীনস্য কস্যচিৎ।
উপদেশে মহান্ দোষ উপাধ্যায়স্য ভাষ্যতে॥ (অনু,১০।৪)

ইহা কর্ম্মোপাধি, জাত্যুপাধি নহে, সুতরাং নিশ্চিত হইল যে চতুর্থ জাতি শূদ্র, ইহা ছাড়া, আর পঞ্চম জাতি নাই, এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কায়স্থ উপনয়নের অযোগ্য ইহাও উপপাদিত হইল।

বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতিকে সাধারণ শূদ্রও বলা যায় না, কেন না মন্বাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে শূদ্রের যেরূপ আচার ব্যবহার উক্ত হইয়াছে, তাহা ঘোষ বসু প্রভৃতিতে নাই, সাধারণ শূদ্র যে অতি নিন্দিত তদ্বিষয়ে প্রমাণ মনু বলেন—

শূদ্রকে ভুক্তাবশিষ্ট পাতের এঁটো ছেঁড়া কাপড়, ধান ছাড়াইয়া লইয়া তাহার খড়গুলি, পুরাতন ছেঁড়া পোষাক, দিবে। শূদ্রের কোনও কর্ম্মেই পাপ নাই, কোনও সংস্কার নাই, ইহাদের ধর্ম্মে অধিকার নাই, অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে নিষেধও নাই, ইচ্ছা হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেও পারে।

মহাভারতে কথিত আছে—"জন্মিবার সময়েই শূদ্রেতে রাগ বিদ্বেষ মোহ

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভোজ্যা বৈ ক্ষত্রিয়স্য হ।
বর্জ্জনীয়াস্তু বৈ শূদ্রাঃ সর্ব্বভক্ষ্যা বিধর্ম্মিণঃ॥" (অনু,১৩৫।৩)
শূদ্রান্নমথ যোভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্॥ (অনু,১৩৫।৫)
শূদ্রান্নং গর্হিতং দেবি সদা দেবৈর্মহাত্মভিঃ।
পিতামহমুখোৎসৃষ্টং প্রমাণমিতি মে মতিঃ॥

(অনু, ১৪৩।১৮)

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

(শান্তি মো, ১৮৯।৪১

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—দাসবদ্‌ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেৎ।
ধারণং জীর্ণবস্ত্রাণাং বিপ্রস্যোচ্ছিষ্টভোজনম্॥ (১।১২০)
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।

নিষ্ঠুরতা কর্কশ বাক্য শঠতা চিরবৈর অত্যভিমান কৌটিল্য অপ্রিয়তা কলহপ্রিয়তা পৈশুন্য অতি লোভ পরনিন্দা এবং অজ্ঞতা ইত্যাদি দোষ প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং শূদ্রের রাগ দ্বেষাদি দোষ স্বভাব সিদ্ধ" (পরাশরভাষ্য ধৃত অনুশাসনপর্ব্ব) শূদ্র জাতিতে বিদ্যা শিক্ষা দিবে না, তাহাতে শিক্ষকের অত্যন্ত দোষ জন্মিবে। (অনু, ১০।৪) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির অন্ন ক্ষত্রিয়ের ভোজ্য, সর্ব্বভক্ষ্য বিধর্ম্মী শূদ্রের অন্ন ভোজ্য নহে। (অনু, ১৩৫।৩) যে শূদ্রান্ন ভোজন করে সে পৃথিবীর মল ভোজন করে। (অনু, ১৩৫।৫) হে দেবি! মহাত্মা মানবগণ ও দেবগণ শূদ্রান্নের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বেদ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। (অনু, ১৪৩।১৮) এবং ইহাই আমার মত। তাহাকেই শূদ্র বলা হয়, যে যাহা তাহাই খায়, যে সে কর্ম্মই করে সর্ব্বদা অপবিত্র, বেদাচারত্যাগী, অনাচারে পরিপূর্ণ। (শান্তি, মো, ১৮৯।৪১)।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—শূদ্র বিশেষভাবে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিবে, পুরাতন বস্ত্র ব্যবহার করিবে, এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে।

বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্ ॥

(ব্যাস, ॥৪।৬৮॥ হারীত, ॥২॥ অঙ্গিরা, আপস্তম্ব,)

"শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে নরঃ।
স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্যো মৃতঃ শ্বা বাথ জায়তে॥"

(ব্যাস, ॥৪।৬৫॥ আপস্তম্ব, ৮।১১)

"দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥

(পরাশর, ৮।৩২)

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জলন্তমপি পাতয়েৎ॥

(পরাশর, ১২।৩২)

"কিঞ্চিৎদ্বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎপাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামপি তৎপাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে॥
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিৎম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্যস্তস্য বা জায়তে কুলে॥ (ব্যাস,৪।৪২)

(১।১২০) ব্যাস (৪।৬৮) হারীত। (২) অঙ্গিরা। (৫৭) ও আপস্তম্ব বলেন—ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত তুল্য, ক্ষত্রিয়ান্ন জলতুল্য, বৈশ্যান্ন অন্নই, আর শূদ্রান্ন রক্তসদৃশ জানিবে। শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে থাকিতে যাহার মৃত্যু ঘটে, সে মরণান্তে গ্রাম্য শূকর অথবা কুক্কুর হইবে। (ব্যাস ৪।৬৫। আপস্তম্ব (৮।১১)।

ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র হইলেও পূজাযোগ্য আর শূদ্র জিতেন্দ্রিয় ঋষিতুল্য হইলেও সম্মানার্হ নহে, যেমন গাভী দুষ্টা হইলেও তাহাকে ছাড়িয়া সুশীলা গর্দ্দভীকে কেহই দোহন করে না। (পরাশর, ৮।৩২)।

শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সম্বন্ধ, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন এবং শূদ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিলে জাজ্জ্বল্যমান ব্রাহ্মণ্য তেজও নষ্ট হইয়া যায়। (পরাশর, ১২।৩২—) ব্যাস বলেন—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ও তপস্বী ব্রাহ্মণকে

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা ন চ স্বর্গার্হকোভবেৎ॥
(বশিষ্ঠ, ৬।৮।)

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি।
নোচ্ছিষ্টং বা মধুঘৃতং ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ॥
(কূর্ম্ম, উপ, ১৫)

শ্মশানমেতৎ প্রত্যক্ষং যে শূদ্রাঃ পাপচারিণঃ।
তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে চ নাধ্যেতব্যং কদাচন॥
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ, নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥
যশ্চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং যশ্চাস্য ব্রতমাদিশেৎ।
সোঽসংবৃতং তমো ঘোরং সহ তেন প্রপদ্যতে॥
(বশিষ্ঠ, ১৮)

দানের পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু শূদ্রান্ন যাহার উদরে স্থান পায় নাই, সে পূর্ব্বোক্ত পাত্র হইতেও সৎপাত্র। উদরে শূদ্রান্ন থাকিতে থাকিতে যাহার মৃত্যু হয় সে ব্যক্তি মরণান্তে হয় গ্রাম্য শূকর হইবে, অথবা সেই শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিবে (ব্যাস ৪।৩২) শূদ্রান্ন গ্রহণোত্তর যে পুত্রোৎপন্ন হয়, সেই পুত্র শূদ্রের হইবে, ঐ পুত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের স্বর্গ-গমনের সম্ভাবনা নাই। (বশিষ্ঠ, ৬.৮) শূদ্রজাতিকে মন্ত্র, খিচূড়ি, পায়স দধি উচ্ছিষ্ট মধু ঘৃত কৃষ্ণাজিন এবং অপরাপর উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য দিবে না। (কূর্ম্ম, উপ, ১৫)

পাপাচার বিশিষ্ট শূদ্রজাতি প্রত্যক্ষ শ্মশান স্বরূপ জানিবে, এই কারণে শূদ্রের সমীপে বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিবে না। শূদ্রকে মন্ত্রপ্রদান উচ্ছিষ্ট যজ্ঞীয় বস্তু ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রতোপদেশ করিবে না, যে ব্যক্তি শূদ্রকে ধর্ম্মশিক্ষা বা ব্রতশিক্ষা করায়, সে ঐ শূদ্রের সহিত ভয়ঙ্কর অসংবৃত নামক নরক প্রাপ্ত হইবে। (বশিষ্ঠ, ১৮) শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকটে চাকরী করিতে আসে, তবে পুরাতন

যশ্চ কশ্চিদ্দিজাতীনাং শূদ্রঃ শুশ্রূষুরাব্রজেৎ।
প্রকল্প্যা তস্য তৈরাহুর্ব্বৃত্তির্ধর্ম্মবিদো জনাঃ॥
ছত্রবেষ্টনপুঞ্জানি উপানদ্ব্যজনানি চ।
যাত যামানি দেয়ানি শূদ্রায় পরিচারিণে॥

(পরাশরভাষ্যে ম, শান্তি)

"ঘৃতং ক্ষৌদ্রং জলং পাদ্যমাসনঞ্চ নিমন্ত্রণম্।
ভুক্তোচ্ছিষ্টং ন বৈ দদ্যাচ্ছূদ্রায় ব্রাহ্মণঃ কচিৎ॥

(বৃহদ্ধর্ম্মপু, উত্তর, ৪।১৮)

"আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।
তস্মাদামঞ্চ পক্কঞ্চ শূদ্রস্য পরিবর্জ্জয়েৎ॥

(বৃহৎপরাশর, ৪।৪)

"যঃ শূদ্রেণার্চ্চিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা প্রণমেন্নরঃ।
ন তস্য নিষ্কৃতিশ্চাস্তি প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি॥

(বৃহন্নারদীয়, ১৪।৫৪ ইত্যাদি)

"শূদ্রমভ্যাগতং কর্ম্মণি নিযুঞ্জ্যাৎ" (আপস্তম্ব, ২।৪।১৯)

ছত্র পুরাতন পাগ্ড়ি ও পুরাতন বস্ত্র জুতা ও পাখা ইহাই তাহার প্রাপ্য বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবে, ইহাই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন। (পরাশর ভাষ্যে মহা, শান্তি,)।

ব্রাহ্মণে ঘৃত মধু পাধোয়ার জল আসন নিমন্ত্রণ ও ভুক্তোচ্ছিষ্ট কদাচ শূদ্রকে দিবে না। (বৃহদ্ধর্ম্ম পু, উত্তর, ৪।১৮) শূদ্রের আমান্নই পকান্ন সদৃশ, পকান্ন উচ্ছিষ্ট সদৃশ, এ হেতু শূদ্রের আমান্ন ও পকান্ন দুই বর্জ্জন করিবে। (বৃহৎ পরাশর, ৪।৪) যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অর্চ্চিত শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণু মূর্ত্তিকে প্রণাম করে, তাহার অযুত প্রায়শ্চিত্তেও সেই পাপের উদ্ধার হয় না। (বৃহন্নারদীয়, ১৪।৫৪ ইত্যাদি) আপস্তম্ব বলেন—শূদ্র যদি অতিথিরূপে উপস্থিত হয়, তবে তাহারা কাষ্ঠাহরণ বা জলাদি আহরণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পরে আহার করাইবে।

"শূদ্রশ্চ পাদাবনেক্তা" (আপস্তম্ব, ১।২৬।১৫)

অত্র শ্রুতিরপি—"শবাহ পদ্ব্য বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্র ইতি"—
"পদ্ব্য পাদযুক্তং জঙ্গমং শ্মশানম্ শূদ্র ইতি" (মহা,অনু,১০।৫ টীকা)

এবং সকলশাস্ত্রেষ্বেব শূদ্রাণাং হীনত্বং কীর্ত্তিতং, তৎ কি-মেতএব শূদ্রা বঙ্গীয়া দ্বিজাচারা ব্রাহ্মণৈর্ভোগ্যান্না বসুঘোষা-দয়ঃ কায়স্থা ইতি মনসি সমুদিতমপি পাপং স্পৃশেৎ, কথনে-ঽপি রসনা কলুষিতা স্যাৎ।

অপিচ শূদ্রাণাং গোপনাপিতাদয়ঃ সঙ্করবর্ণা এব সন্তো ব্রাহ্মণৈর্ভোগ্যান্নাশ্চ শাস্ত্রে বিহিতাঃ, তথাহি—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি॥" (ব্যাসস, ৩।৫০)
"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥"
(পরা, ১১।২০ ॥ যম, ২০। যাজ্ঞঃ)

(আপস্তম্ব, ২।৪।১৯) আপস্তম্ব আরও বলেন যে দ্বিজাতি, শূদ্র দ্বারা পা ধোয়াইবে। (আপ, ১।২৬।১৫)

শ্রুতি বলেন—শূদ্র, পাদচারী শ্মশান। (মহাভা, অনু, ১০।৫ টীকা)

এই প্রকার সকল শাস্ত্রেই শূদ্রের হীনত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে তবে কি দ্বিজাচার বিশিষ্ট, এবং, ব্রাহ্মণেও যাহাদের অন্ন গ্রহণ করে সেই সকল ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থই সেই শূদ্র? ইহা মনে করিলেও পাপস্পর্শ হয়, মুখে বলিলেও জিহ্বা কলুষিতা হয়।

আরও বলি—শাস্ত্রে দেখা যায় শূদ্রজাতির মধ্যে বর্ণসঙ্কর গোপ ও নাপিত প্রভৃতি জাতিই উৎকৃষ্ট, এবং ব্রাহ্মণ ইহাদেরই অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, যথা—

শূদ্র জাতির মধ্যে নাপিত, কুলমিত্র (যে শূদ্রের সহিত বংশ পরম্পরা বন্ধুত্ব আছে) অর্দ্ধসীরী (যে শূদ্রের সহিত অর্দ্ধাংশ সস্যলাভের নিয়মে ক্ষেত্র কর্ষিত করা হয়) ভৃত্য ও গোপজাতির অন্ন গ্রহণে ব্রাহ্মণের দোষ হয় না। (ব্যাস ৩।৫০)

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥"
(চতুর্ব্বিংশতিমতে পরাশর মনু ৪।২৫৩ ভাষ্য)

ইত্যাদি বচনেন যদি শূদ্রবর্গাণাং নাপিতগোপাদয় এব ব্রাহ্মণানাং ভোগ্যান্নাঃ সন্তশ্চ, হন্ত তর্হি কিং গোপনাপিতাদিভ্যোঽপি বঙ্গীয়কায়স্থা হীনা ঋষিকল্পৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ ভোগ্যান্না ভবেয়ুরিতি হস্তিনা পীড্যমানা অপি গলে শস্ত্র্যা বিধ্যমানা অপি ব্রাহ্মণা ন স্বীকরিষ্যন্তি, ন বা বদিষ্যন্তীতি। প্রত্যক্ষবিরোধাৎ, তথাহি দৃশ্যতে খলু বঙ্গীয়কায়স্থেষু বিদ্বাংসো বুদ্ধিসম্পন্না দ্বিজাচারা ধার্ম্মিকাশ্চ বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণৈরপি যাজ্যাশ্চ ভোগ্যান্নাশ্চেতি, পূর্ব্বোক্তনিন্দিতশূদ্রাণাং নৈকমপি লক্ষ্ম বঙ্গীয়কায়স্থেষু দৃশ্যতে, অতএব ন তে তথাবিধাঃ শূদ্রা ইতি ধ্রুবম্।

দাস, নাপিত গোপ, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, এবং যে শূদ্র আত্মসমর্পণ করে, ইহারাই শূদ্রের মধ্যে ভোজ্যান্ন জানিবে। (পরা, ১১।২০ ॥ যম, ২০ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্দ্ধসীরী, কুলমিত্র, গোপ, ভৃত্য, নাপিত, এবং যে "আমি তোমারই" এই বলিয়া আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদের অন্নই গ্রাহ্য। (চতুর্ব্বিংশতি মতে পরাশর ভাষ্য (মনু ৪।২৫৩)

পূর্ব্বোক্ত বচনরাশি দ্বারা যদি শূদ্র জাতির মধ্যে নাপিত ও গয়লা প্রভৃতিই ব্রাহ্মণের ভোগ্যান্ন এবং উৎকৃষ্ট হয়, (কি খেদের বিষয়?) তবে গয়লা ও নাপিত হইতেও কি বঙ্গীয় কায়স্থ নিকৃষ্ট? এবং উক্ত নিকৃষ্ট শূদ্রান্নই কি ঋষিকল্প ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিয়াছেন? ইহা ত হস্তিপদ-দলিত বা গলায় ছুরিকা বিদ্ধ করিলেও ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিবে না, বা বলিবে না। কেননা? ইহাতে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, তাহাই জানিতেছি। দেখা যায়, বঙ্গীয় কায়স্থের মধ্যে প্রায় অনেকেই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ দ্বিজের ন্যায় সদাচারসম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক, ইহাদের অন্ন পণ্ডিত ব্রাহ্মণেও ভোজন করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্ট শূদ্রের একটী

অপিচ যদি ঘোষবস্বাদয়ো ব্রাত্যক্ষত্রিয়া ভবেয়ুস্তর্হি তে পিত্রাদিমরণে উদকাদিদাতারোঽশৌচাদিভাগিনশ্চ ন স্যুঃ, তথাহি শুদ্ধিচিন্তামণৌ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতা ন চ।
পাষণ্ডমাশ্রিতাস্তেনা ন ব্রাত্যা ন বিকর্ম্মিণঃ॥

তর্হি কে তে কায়স্থা ইতি বিপ্রতিপত্তৌ সমুন্নততমা-দ্বিজাচারাঃ শূদ্রা এব তে ইতি বহূনি শাস্ত্রাণি যুক্তয়শ্চ ব্রূয়ুঃ। তথাহি—শূদ্রাণাং সমুন্নততমত্বে দ্বিজাচারত্বে চ দ্বিবিধং কারণং রাজানুগ্রহো দ্বিজানুগ্রহশ্চেতি। রাজানুগ্রহাদ্ যে সমুন্নততমা স্তেঽন্যস্মিন্ দেশে বিরাজন্তি যথা "লালা" নামকাঃ কায়স্থা মগধদেশাৎ পরিতঃ। বিষ্ণুপুরাণে (৪।২৪ অধ্যায়ে) শুদ্ধিতত্ত্বে চ দৃশ্যতে—

লক্ষণও ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না, অতএব ইহারা সেই নিকৃষ্ট শূদ্র নহে যে ইহা নিশ্চয়।

আরও বলি।—যদি ঘোষ বসু প্রভৃতিরা ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইবে, তবে পিত্রাদির মরণে তাহাদের প্রেতক্রিয়া তর্পণ ও অশৌচে অধিকার থাকিত না, ইহা শুদ্ধি-চিন্তামণি গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। যে "ব্রহ্মচারী পতিত পাষণ্ডা-শ্রিত স্বর্ণচৌর ও ব্রাত্য ইহারা পিত্রাদির উদ্দেশ্যে উদকদানাদি প্রেত ক্রিয়া করিবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, তবে সেই ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থেরা কে? কোন জাতি? এতদুত্তরে বলা হইতেছে যে—সমুন্নততম দ্বিজাচার শূদ্রই সেই কায়স্থ, ইহা অনেকানেক শাস্ত্রে ও যুক্তিতে বলিতেছে, যথা—শূদ্রগণের সমুন্নততমত্ব ও দ্বিজাচারত্বে দুই কারণ, রাজার অনুগ্রহ ও ব্রাহ্মণানুগ্রহ, যাহারা রাজার অনুগ্রহে আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারা ভগলপুর প্রভৃতি অন্যান্য দেশে "লালা কায়স্থ" নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু পুরাণে (৪।২৪) এবং শুদ্ধিতত্ত্বে দেখা

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা, ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূপালা ভবিষ্যন্তি" ইতি—

অতএবানুমীয়তে মগধে নন্দো রাজা সর্ব্বাং ক্ষত্রজাতিং যদা অজয়ৎ তদা প্রভৃতি স্বজাতিপ্রেম্না স্বাভাবিকেন বহব এব শূদ্রা রাজভৃতকাঃ (কায়স্থপদে (১) তেন রাজ্ঞা স্থাপিতা আসন্নিতি। তেন শূদ্রাঃ কায়স্থপদমধিষ্ঠায় কেচিৎ কোষাধ্যক্ষা রূপকাদীনাং লেখনাদিকর্ম্মনিযুক্তা লেখকাঃ (খাজাঞ্চি, মুহুরি, মুচ্ছুদ্দি, স্বস্থাদার, পেস্কার, উজির, নাজির) কেচিচ্চ রূপকানাং গণনায়াং নিযুক্তা গণকাঃ (পোদ্দার) ইত্যাদ্যুপাধিং ধারয়ন্তো রাজপ্রসাদাদ্ধনশালিন আসন্।

"ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুর্ধনমেবাশেষধর্ম্মহেতুরিতি" বিষ্ণুপুরাণবাক্যং (৪।২৪।২১) সফলী কুর্ব্বন্তো লেখনপঠনাদৌ নিপুণাঃ সন্তশ্চ সমাজেঽপরেভ্যো দেশান্তরীয়েভ্যঃ শূদ্রেভ্যশ্চ কুলেন শীলেন বিদ্যয়া সদাচারেণ বৈচক্ষণ্যেন ধর্ম্মানুষ্ঠানেন

যায়।—"মহানন্দির পুত্র শূদ্রাগর্ভজাত অত্যন্ত লোভ-পরায়ণ মহাপদ্মা নন্দনামক রাজা দ্বিতীয় পরশুরামের মত নিখিল ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংশকারী হইবে, তদবধি শূদ্র-জাতি রাজা হইবে।" এই কারণে অনুমান করা যায়, সেই কালে গয়া প্রদেশে সম্রাট নন্দ অনেকানেক ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল, সেই অবধি স্বাভাবিক স্বজাতি প্রিয়তা-প্রযুক্ত অনেক শূদ্রকেই রাজাধিকরণে আয় ব্যয়াদির লিখনাদি কায়স্থপদে নন্দরাজা নিযুক্ত করিয়াছিল, সে হেতু শূদ্রগণ কায়স্থপদে অধিষ্ঠিত হইয়া কেহ কেহ কোষাধ্যক্ষরূপে জমা খরচ প্রভৃতির লিখন কার্য্যে "খাজাঞ্চি, মুহুরি, মুচ্ছুদ্দি, স্বস্থাদার, পেস্কার, উজির, নাজির ও পোদ্দার" ইত্যাদি উপাধি ধারণ করিয়া রাজানুগ্রহে ধনশালী হইয়াছিল।

"ভূলোকে ধনই কুলের কারণ, ধনই ধর্ম্মের কারণ" এই বিষ্ণুপুরাণের বাক্যকে

মহীয়াংসো জাতাঃ, ততশ্চ ব্রাহ্মণৈরপ্যনুগৃহীতাস্তে গ্রাহ্যান্নাঃ স্বোচ্চকুলৈরপি সম্বদ্ধা বভূবুঃ। ততঃ প্রভৃত্যেব প্রায়ঃ সত্যপি শূদ্রত্বে অপকর্ষসূচকং "শূদ্রেতি" জাত্যুপাধিমপহায় "কায়স্থেতি" কর্ম্মোপাধিমপি জাত্যুপাধিত্বেনাশিশ্রিয়ুঃ। তদারভ্যৈব "কায়স্থ-কায়স্থেতি" জগতি প্রখ্যাতিং গতমিতি।

বঙ্গীয়াস্তু ঘোষবসুপ্রভৃতয়ঃ কায়স্থাঃ সাধুবৃত্তাৎ ধর্ম্মভাবাৎ তপঃপ্রভাবাৎ ব্রাহ্মণানুগ্রহাৎ তৎসংসর্গতশ্চ সাধারণশূদ্রেভ্যশ্চ পরমৌন্নত্যং কৌলিন্যং গতাঃ। (তথাহি মনু, ১১।২৩৬—২৩৯)

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥
ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥"

(৪।২৪।২১) সফল করতঃ লেখা পড়ায় নিপুণ হইয়া সমাজে অপরাপর শূদ্র অপেক্ষায় কুলে শীলে বিদ্যায় সদাচারে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ব্রাহ্মণেরাও তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং শ্রেষ্ঠ কুলেতেও কন্যার আদান প্রদান করিয়াছিল, তখন হইতে তাহারা "শূদ্র" "শূদ্র" এই অপকর্ষসূচক জাত্যুপাধি পরিত্যাগ করিয়া "কায়স্থ" এই কর্ম্মোপাধিটাকেও জাত্যুপাধিরূপে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই হইতেই "কায়স্থ" এই একটা জাতির মত জগতে প্রখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থেরা উক্ত রাজানুগৃহীত কায়স্থ নহে, পরন্তু, তাহারা সচ্চরিত্রতা, ধর্ম্মভাব, তপঃ, প্রভাব এবং ব্রাহ্মণানুগ্রহে ও ব্রাহ্মণ সংসর্গবলে সাধারণ শূদ্রজাতি অপেক্ষায় উন্নতির পরাকাষ্ঠা, এবং কৌলিন্যলাভ করিয়াছিল। তথাচ মনু বলিয়াছেন, (১১।২৩৬—২৩৯) "যাঁহা অত্যন্ত দুস্তর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম এবং যাহা দুষ্কর, তৎসমস্তই তপোবলে সাধন করা যায়,

মহাভারতেঽপি—

"তপো দমো ব্রহ্মবিত্ত্বং বিতানাঃ, পুণ্যাবিবাহা সততান্নদানম্।
যেষ্বেতে বৈ সপ্তগুণাঃ বসন্তি, সম্যগ্বৃত্তাস্তানি মহাকুলানি॥
যেষাং ন বৃত্তং ব্যথতে ন যোনি, শ্চিত্তপ্রসাদেন চরন্তি ধর্ম্মম্।
যে কীর্ত্তিমিচ্ছন্তি কুলে বিশিষ্টাং ত্যক্তানৃতাস্তানি মহাকুলানি॥

অনিজ্যয়া কুবিবাহৈর্ব্বেদস্যোৎসাদনেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ॥
দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥
বৃত্ততস্ত্ববিহীনানি কুলান্যল্পধনান্যপি।
কুলসংখ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ সহস্রশঃ॥
বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেৎ বিত্তমেতি চ যাতি চ।
অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতোহতঃ॥

যেহেতু তপস্যাকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। সেই তপস্যা এই—ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা প্রজাপালন, বৈশ্যের তপস্যা কৃষি বাণিজ্যাদি, এবং শূদ্রের তপস্যা দ্বিজাতি সেবা।"

মহাভরতেও দেখা যায়—তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযম, ঈশ্বর-ভক্তি, দেবার্চ্চন, সৎকুলে বিবাহ, সদা অন্নদান এবং সচ্চরিত্রতা এই সাতটী গুণ যাহাতে থাকে, তাহাই উৎকৃষ্ট কুল বলা যায়। যে কুলে চরিত্র স্খলিত নহে, বিবাহ দোষে যে কুল দূষিত না হইয়াছে, মনের শ্রদ্ধায় যে কুলে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কীর্ত্তি অবিচ্ছিন্ন থাকে, মিথ্যা ব্যবহার করা হয় না, সেই কুলকেই মহাকুল বলা যায়। দেবার্চ্চন পরিত্যাগ, নীচকুলে বিবাহ, বেদত্যাগ এবং স্বধর্ম্মত্যাগে উৎকৃষ্ট কুলও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেবোত্তর সম্পত্তি বিনাশ, ব্রহ্মস্বহরণ এবং ব্রাহ্মণের অপমান করিলে উৎকৃষ্ট কুলও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। দরিদ্র হইয়াও যাহাদের চরিত্র পবিত্র থাকে,

গোভিঃ পশুভিরশ্বৈশ্চ কৃষ্যা চ সুসমৃদ্ধয়া।
কুলানি ন প্ররোহন্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ॥"
(উদ্‌যোগ, ৩৬।২৩—৩১)

শূদ্রাশ্চারিত্রবলাৎ ব্রাহ্মণবৎ পূজ্যা রাজানশ্চ ভবেযুঃ। তদুক্তং মহাভারতে—

জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈবপূজয়েৎ।
অপি শূদ্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং সদ্বৃত্তমভিপূজয়েৎ॥ (অনু, ৪৮।৪৮)
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
(অনু, ১৪৩।৪৮—৪৯)

তাহারা "কুলীন" পদবাচ্য হইয়া অনেকানেক উৎকৃষ্ট কুলকে নিজের করায়ত্ত করিতে পারে। অতএব যত্নপূর্ব্বক চরিত্র রক্ষা করিবে, বিত্ত অতি তুচ্ছ, কতবার আসিয়াও থাকে যাইয়াও থাকে, কিন্তু ধনহীন হইয়াও সচ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজে বড়ই থাকে চরিত্র নষ্ট হইলে সে জীবন্মৃত হইয়া থাকে। যে কুল চরিত্র দোষে অধঃপতিত হইয়াছে, সে কুল, অশ্ব হস্তী এবং বিপুল কৃষিলব্ধ ধন দ্বারাও উচ্চতা লাভ করিতে পারে না। (উদ্‌যোগ, ৩৬।২৩—৩১)

অধিক কি বলিব? শূদ্রজাতি চরিত্র বলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য এবং রাজা হইতে পারে। ইহা মহাভারতে কথিত আছে—শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণও দুশ্চরিত্র হইলে সম্মানার্হ নহে, আর শূদ্র যদি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হয় তবে সেও পূজার্হ হইবে। (অনু, ৪৮।৪৮)

হে দেবি, পবিত্র কর্ম্ম দ্বারা যাহার আত্মা বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং যে ইন্দ্রিয় বর্গকে জয় করিয়াছে, তেমন শূদ্রও ব্রাহ্মণবৎ পূজ্য হইবে ইহা ব্রহ্মা স্বয়ংই বলিয়াছেন। যাহার স্বভাব ও কর্ম্ম বিশুদ্ধ সেই শূদ্রও দ্বিজ হইতে বিশিষ্ট, ইহাই আমার মত। (অনু, ১৪৩।৪৮—৪৯)

"অভ্যুত্থিতে দস্যুবলে ক্ষত্রার্থে বর্ণসঙ্করে।
সংপ্রমূঢ়েষু ক্ষত্রেষু যস্তনোঽভিভবেদ্বলী॥
ব্রাহ্মণো যদি বা বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম।
দস্যুভ্যোঽথ প্রজারক্ষেৎ দণ্ডং ধর্ম্মেণ ধারয়ন্॥

(শান্তি, রাজ; ৭৮।৩৫)

কিমুচ্যতে শূদ্রাণাং দ্বিজসাদৃশ্যং চারিত্রবলাদ্ ব্রাহ্মণ্যমপি ন তেষাং দুরাপং তথাচ মহাভারতে—

"শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ।
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে॥ (বন, ২১২।১১)

যত্তু, "ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥ (১৪৩।৫০)

দেশে ব্যভিচার দোষে বর্ণ-সঙ্করের সম্ভাবনা হইলে, ক্ষত্রিয় (অনু ১৪৩।৪৮) জাতিকে পরাভব করিবার জন্য দস্যুগণ প্রবল হইয়া উঠিলে এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ক্ষত্রিয় জাতিকে অপর কোনও জাতিতে যদি পরাভব করে, সেই সময়ে ব্রাহ্মণই হউক আর বৈশ্যই হউক অথবা শূদ্রই হউক তাহারাই ধর্ম্মত রাজা হইয়া দস্যু ভয় হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করিবে। শূদ্রজাতি দ্বিজ সদৃশ হয় ইহা আর কতই বা বিচিত্র? (শান্তি, রাজ, ৭৮।৩৫—)

চরিত্রবল থাকিলে শূদ্রজাতির ব্রাহ্মণত্ব লাভ করাও আশ্চর্য্য নহে, তাহাই মহাভারতে কথিত আছে—

"শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি সে সদ্গুণ সম্পন্ন হয়, তবে সেই শূদ্র প্রথমে বৈশ্যত্ব, পরে ক্ষত্রিয়ত্ব, ক্রমে সারল্যাদি গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। (বন, ২১২।১১)

যদিও যোনি, সংস্কার, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন বা দ্বিজের সন্ততি ইহা দ্বিজত্বের কারণ নহে, পরন্তু দ্বিজত্বের কারণ পূত-চরিত্রই। (অনু, ১৪৩।৫০)

ইত্যানুশাসনিকবচনেন দ্বিজত্বকারণং বৃত্তমেবোক্তং ন তু যোন্যাদি, তেন হি শূদ্রাণামপি দ্বিজবৃত্তানাং ঘোষবস্বাদীনাং দ্বিজত্বং কিমিতি নানুজ্ঞায়তাম্ ইতি কশ্চিদ্বদতি তন্ন যুক্তং চরিত্রস্য প্রাশস্তঃ এবাস্য তাৎপর্য্যাৎ অন্যথা—

"তপঃ শ্রুতিশ্চ যোনিশ্চ এতদ্‌ব্রাহ্মণকারণম্। (১২।১৭)

ইত্যানুশাসনিকবচনং ব্যাকুপ্যেৎ। ঈদৃশানাং শূদ্রাণামেবান্নপাকাধিকারোঽস্যাপস্তম্বেনানুজ্ঞাতং, যথা—"আর্য্যাধিষ্ঠাতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ" (২।৩।৪) অস্য ভাষ্যং ত্রৈবর্ণিকৈরধিষ্ঠাতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ প্রকরণাদন্নস্যেতি গম্যতে, কিন্তু ন তদ্গোধাভক্ষণবদ্ব্যবহারপথমারোহতীতি, এবমুদাহৃতঞ্চ স্মৃতম্॥ ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্যপক্তৃতাদিক্রিয়াপি চ" ইতি হেমাদ্রিপরাশরয়োরাদিত্যপুরাণবচনং কলৌ তৎ নিষেধতি চ।

সাধুবৃত্তাদ্‌ব্রাহ্মণানুগ্রহাচ্চ শূদ্রাণাং পরমৌন্নত্যং ন বিস্ময়করং যথা হি—নারদো দাসীপুত্রঃ পবিত্রচরিত্রঃ সেবয়া ব্রাহ্মণৈ-

এই অনুশাসন পর্ব্বের বচন দ্বারা দ্বিজত্বের কারণ মাত্র সচ্চরিত্রকেই বলা হইয়াছে কেবল যোন্যাদি নহে, তাহা হইলে শূদ্র হইলেও দ্বিজসদৃশ চরিত্র ঘোষবস্বাদিগের দ্বিজত্ব কেন অনুমোদিত হইবে না? ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তাহা উচিত নহে, কেননা উক্ত বচন দ্বারা কেবল চরিত্রের প্রশস্ততা মাত্র বলাই তাৎপর্য্য; যদি তাহা না হইবে তবে—

তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও যোনি এই তিনটীই ব্রাহ্মণত্বে কারণ (অনু ১২।১৭) এই অনুশাসন পর্ব্বের বচনের সহিত বিরোধ ঘটে। উক্ত প্রকার শূদ্রেরই ব্রাহ্মণের অন্নপাকেও অধিকার আছে, ইহা আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ভৃত্য শূদ্র তাহাদের অন্নপাক করিবে। কিন্তু তাহা শাস্ত্রীয় হইলেও গোসাপ ভক্ষণের মত ব্যবহারে আদৃত হয় নাই।

সচ্চরিত্রতা ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে শূদ্রের অত্যুন্নতি লাভকরা বিস্ময়ের কথা

রনুগৃহীতস্তজ্জন্মনি দীক্ষিতো যাজ্যশ্চ, জন্মান্তরে তু তপঃপ্রভা-
বাৎ দেবর্ষিত্বং গতঃ। তদাহ স্বয়ং নারদঃ (ভাগবতে ১।৫)
অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্ব্বিবিক্ষতাম্ ২৩
তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্ত্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি ॥২৪॥
উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ॥২৫॥

নহে। তাই জানাইতেছি যেমন—নারদ মহর্ষি দাসীপুত্র হইয়াও সচ্চরিত্র ও ব্রাহ্মণ সেবার ফলে ব্রাহ্মণের অনুগৃহীত এবং সেই জন্মেই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দীক্ষিত ও যাজ্য হইয়াছিলেন, জন্মান্তরে তপঃপ্রভাবে দেবর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং নারদই একথা কহিয়াছেন (ভাগবত। ১।৫)

হে মুনিবর! আমি পূর্ব্বজন্মে কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলাম, বর্ষার চারিমাস ব্রাহ্মণেরা তীর্থাদি পর্য্যটনে বাহির হইতেন না, আশ্রমেই থাকিতেন, তখন বালক অবস্থাতেই তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম ॥ ১।২৩ ॥

বালক অবস্থায় আমি অতি শান্তস্বভাব ছিলাম, কোনও ক্রীড়াতে আমার আসক্তি ছিলনা, বালস্বভাব সুলভ আমার চপলতাও ছিলনা, পরন্তু আমি ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত অনুগত ছিলাম, তাঁহারা যখন যে কার্য্যের জন্য অনুমতি করিতেন তখনই তাহা করিতাম, অথচ বেশী কথা কহিতাম না যদিও মুনিগণ সকলকেই সমভাবে দয়ার চক্ষুতে দেখিতেন, কিন্তু তথাপি আমার প্রতি বিশেষ-রূপে স্নেহ করিতেন ॥ ২৪॥

ব্রাহ্মণগণ অনুমতি করিলে আমি তাঁহাদের উচ্ছিষ্টান্ন দিনে একবার মাত্র আহার করিতাম, তাহার প্রভাবে আমার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া যায়, এইরূপে তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে তাঁহা-দের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে আমারও একান্ত প্রবৃত্তি জন্মে ॥ ২৫ ॥

"তস্যৈবং মেঽনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ।
শ্রদ্দধানস্য বালস্য দান্তস্যানুচরস্য চ॥ ২৯॥"
"জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাৎ ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ॥ ৩০॥" ইতি

অস্যৈব প্রজ্জ্বলন্তং দৃষ্টান্তং ঘোষবস্বাদীনামৌন্নত্যং নিবেদয়তি, তথা হি—তথাবিধদ্বিজসংসর্গঃ শূদ্রাণাং পরমো ধর্ম্মস্তমোভাবং তিরস্করোতি সত্ত্বমভিব্যনক্তি অন্তর্ব্বিমলয়তি জ্ঞানবিজ্ঞানাস্তিক্যাদিসাধুবৃত্তং জনয়তি, তেন চ সদাচারাদিনা শূদ্রোঽপি দ্বিজাচারা দ্বিজবন্মানমর্হতি। এতদেবাহ আনুশাসনিকবচনেন পরাশরভাষ্যে মাধবাচার্য্যঃ।

যথা—"রাগো দ্বেষশ্চ মোহশ্চ পারুষ্যঞ্চ নৃশংসতা।
শাঠ্যঞ্চ দীর্ঘবৈরত্বমতিমানমনার্জ্জবম্॥
অমতঞ্চাতিবাদশ্চ পৈশুন্যমতিলোভতা।

যখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন তাঁহাদের সেবা তৎপর আশ্রিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন শান্তস্বভাব আমার আভ্যন্তরীণ পাপ নষ্ট হইয়াছে, তখন দীনদয়ালু ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রোক্ত-অতি গুহ্যতম জ্ঞানোপদেশ দ্বারা আমাকে দীক্ষাপ্রদান করেন॥ ২৯—৩০॥

ব্রাহ্মণসেবায় ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে শূদ্রও পরম উন্নতি লাভ করিতে পারে ইহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ঘোষবসু প্রভৃতির উন্নতি তাহাই জানাইতেছি—

উক্তরূপ ব্রাহ্মণের সংসর্গই শূদ্রের পরমধর্ম্ম, তাহাতেই শূদ্রের তমোভাব দূরীভূত হয়, সাত্ত্বিকভাব উপস্থিত হয়; অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি জন্মায়, তাহাতেই আবার সদাচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শূদ্র দ্বিজাচার বিশিষ্ট হইলে দ্বিজের ন্যায় সম্মানার্হ হয়, ইহাই মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে অনুশাসন পর্ব্বের বচন দ্বারা উপপন্ন করিয়াছেন, যথা—

শূদ্রজাতি জন্মিবার সময়ই রাগ, দ্বেষ, মোহ, নিষ্ঠুরতা, হিংসাপ্রিয়তা, শঠতা, চিরশত্রুতা অত্যন্ত অহঙ্কার শঠতা সৎকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি কলহ প্রিয়তা পৈশুন্য লোভ

নিকৃতিশ্চাপ্যবিজ্ঞানং জননে শূদ্রমাবিশৎ ॥
দৃষ্ট্বা পিতামহঃ পূর্ব্বমভিভূতন্তু তামসৈঃ।
দ্বিজশুশ্রূষণং ধর্ম্মং শূদ্রাণাঞ্চ প্রযুক্তবান্ ॥
নশ্যন্তি তামসা ভাবাঃ শূদ্রস্য দ্বিজভক্তিতঃ।
দ্বিজশুশ্রূষয়া শূদ্রঃ পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥" ইতি

নৈতদাশ্চর্য্যং যথা সংগর্গশক্ত্যা রোগবিশেষাঃ পাপবৃত্তয়শ্চৈকস্মান্নরান্নরান্তরং সংক্রামন্তি যদুক্তং সুশ্রুতাচার্য্যেণ নিদানস্থানে পঞ্চমাধ্যায়ে—

"প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্ ॥"

কুটিলতা এবং অজ্ঞানতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণ লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়, ব্রহ্মা শূদ্রজাতিকে এই প্রকার তমোগুণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন দেখিয়া দ্বিজগণের শুশ্রূষায় তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন, কারণ দ্বিজসেবায় শূদ্রের তমোভাব বিনষ্ট হয়, দ্বিজসেবায় শূদ্র পরম উন্নতি লাভ করিতে পারে।

সত্ত্বপ্রকৃতি ব্রাহ্মণের সেবারূপ সংসর্গ প্রভাবে তমঃপ্রকৃতি শূদ্রের তমোভাব বিনষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেমন—সংসর্গ শক্তিতে রোগবিশেষ এবং পাপবৃত্তি একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়, যথা সুশ্রুতের নিদান স্থানের পঞ্চমাধ্যায়ে কথিত আছে—

"পরস্পর বাক্যালাপে দেহ স্পর্শে নিঃশ্বাস সংলগ্নে একত্র ভোজনে এক শয্যায় শয়নে, একাসনে উপবেশনে অপরের বস্ত্র পরিধানে ও একের গায়ের উদ্বৃত্ত চন্দনাদি অনুলেপন ধারণে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং বিসূচিকা প্রভৃতি ঔপসর্গিক রোগ একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়, এবং প্রায়শ্চিত্ত বিবেকগ্রন্থে শূলপাণি দেবলাদি ঋষিবচন দ্বারা উপপন্ন করিয়াছেন যে—

যদুক্তঞ্চ প্রায়শ্চিত্তবিবেকে দেবলাদিভিঃ—

"সংলাপস্পর্শনিঃশ্বাসসহশয্যাসনাশনাৎ।
যাজনাধ্যাপনাদ্‌যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্ ॥"

তথা পাপবৃত্তীনামপি সংক্রমণে তত্রৈব হারীতেনোক্তং যথা—

"হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধন্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধন্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি ॥" *

অতএব শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষৈব পরমমঙ্গলহেতুঃ পরমো ধর্ম্মঃ কথ্যতে, যদাহ বৃহৎপরাশরঃ—

"শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা পরমো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিৎ তদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্ ॥ (২।১১)

মনুরপি পরাশরভাষ্যবৃত্তঃ—

"বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ ॥

পরস্পর আলাপ, স্পর্শ নিঃশ্বাস এক শয্যায় শয়ন একাশনোপবেশন যাজন অধ্যাপন ও বিবাহাদি সংসর্গে মনুষ্যের পাপবৃত্তিগুলি সংক্রামিত হয়। এইরূপ পুণ্য ও পাপবৃত্তি সংক্রমণ বিষয় মহর্ষি হারিতও বলিয়াছেন যে মহাপাপী ব্যক্তি নিজের সংসর্গশক্তি দ্বারা পুণ্যাত্মার পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে, আবার মহা-পুণ্যাত্মাও নিজের পবিত্রতা সংক্রামিত করিয়া পাপীর পাপবৃত্তি বিনাশ করিতে পারে, কেন না তমঃস্বভাব পাপী পবিত্র ব্যক্তির সহবাসে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অতএব শূদ্রের দ্বিজশুশ্রূষাই পরম মঙ্গলের কারণ, ও পরম ধর্ম্ম, ইহা বৃহৎ পরাশরে উক্ত হইয়াছে, যথা—"শূদ্রের দ্বিজ সেবাই পরমধর্ম্ম ইহা ছাড়িয়া অন্য যে কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে তাহা নিষ্ফল হইবে (২।১১) পরাশরভাষ্য মনুও বলেন—

বেদবিৎ নিষ্পাপী গৃহস্থ ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রের পরম মঙ্গলজনক ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম-

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ "বিজ্ঞান-কুসুম গ্রন্থে আছে।

শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্ম্মৃদুঃ শান্তোঽনহং কৃতঃ।
ব্রাহ্মণোপাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্মকীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥"(১০।১২৩)
"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥"
(মনু, ১১।২৩৬)

অতএব মহাভারতেঽপ্যুক্তং বিপ্রসেবাপরায়ণং শূদ্রং ভগবতী লক্ষ্মীরপ্যাচ্ছ্ণোতি যথা—
"স্বাধ্যায়নিত্যেষু সদা দ্বিজেষু ক্ষত্রে চ ধর্ম্মাভিরতে সদৈব।
বৈশ্যে চ কৃষ্যাভিরতে বসামি শূদ্রে চ শুশ্রূষণনিত্যযুক্তে॥"

ইত্থং সর্ব্বস্মিন্নেব শাস্ত্রে মুনিভির্দ্বিজসংসর্গ এব শূদ্রাণাং কর্ত্তব্যত্বেনানুজ্ঞাতম্। শূদ্রা অপি আস্বষ্টৈর্ম্মুনিশাসনমঙ্গীকুর্ব্বন্তস্তথৈবাচেরুঃ কৃতকৃত্যাশ্চ বভূবুরিতি। তাদৃশা এব

ণের সেবায় ক্রূরতা অশান্তি দোষ ও অহঙ্কার নষ্ট হইয়া শূদ্র পবিত্র হয়, এবং ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে শূদ্র ক্রমে উচ্চজাতি লাভ করিতে পাবে। ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রজাতির বিশিষ্ট কর্ম্ম, ইহা ছাড়িয়া যে অন্য পুণ্যকর্ম্ম করে তাহা তাঁহার নিষ্ফল হয়॥ (১০।১২৩)

ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞানার্জন, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা প্রজাপালন, বৈশ্যের তপস্যা বাণিজ্যাদি, শূদ্রের তপস্যা দ্বিজাতি সেবা॥ (মনু ১১।২৩৬)

অতএব মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে বিপ্রসেবাপরায়ণ শূদ্রকে ভগবতী লক্ষ্মীদেবীও অনুগ্রহ করেন, তাহাতে তাহারা ধনী হয়। যথা—লক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন যে, স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, প্রজাপালন তৎপর ক্ষত্রিয়, কৃষিবাণিজ্যরত বৈশ্য ও দ্বিজাতির সেবাপরায়ণ শূদ্রেতে আমি (লক্ষ্মী) নিয়ত বাস করি।

এই প্রকার সকল শাস্ত্রেই দ্বিজসংসর্গ শূদ্রের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মুনিগণ

দ্বিজোপকারকা ধর্ম্মবিদঃ শূদ্রা সমাজে রাজভিরপি দ্বিজবৎ সম্মানিতাঃ। তন্নিদর্শনং ভারতে (শান্তি, রাজ ৭৮।৩৮)

"অপারে যো ভবেৎ পারমপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদি বাপ্যন্যঃ সর্ব্বথা মানমর্হতি॥"

এতেনৈব কারণেন রাজা দশরথঃ পুত্রেষ্টিযজ্ঞে যুধিষ্ঠিরো-ঽপি রাজসূয়যজ্ঞে মান্যানাং শূদ্রাণামামন্ত্রণমনুজ্ঞাতং—যথা রামায়ণে ১।১৩।২০

নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্ম্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ॥

এবং মহাভারতে চ—

"আমন্ত্রয়দ্ধং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানথ।
বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্ব্বনানয়তেতি চ॥ (সভা,৩৩।৪১)

উপদেশ দিয়াছেন। শূদ্রগণও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মুনিগণের শাসন স্বীকার করিয়া সেইরূপই আচরণ করিয়া আসিতেছে, এবং কৃতার্থন্মন্যও হইয়াছে। সেই প্রকার দ্বিজাতীর উপকারী ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্রজাতিও সমাজে রাজার নিকটে দ্বিজের ন্যায় সম্মান লাভ করিয়াছে। তাহার নিদর্শন যথা (মহাভারতে শান্তি রাজ ৭৮।৩৮.)

নিরাশ্রয়কে যে আশ্রয় দান করে, অপার বিপদ হইতে যে উদ্ধার করে, সে শূদ্রই হউক আর অন্যই হউক, সে সর্ব্বতোভাবে সম্মানার্হ হইবে সমাজে তাদৃশ শূদ্রও দ্বিজবন্মানার্হ বলিয়াই রাজা দশরথ পুত্রেষ্টিযজ্ঞে এবং রাজা যুধিষ্ঠির রাজ-সূয়যজ্ঞে শূদ্রেরও আমন্ত্রণার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন, যথা রামায়ণ (১।১৩।২০)

সকল রাজগণকে নিমন্ত্রণ কর আর পৃথিবীতে যাহারা ধার্ম্মিক সেই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অনেকানেক শূদ্রকেও নিমন্ত্রণ কর॥ এবং মহাভারতে, যথা—আমার রাজ্যের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও সম্মানার্হ শূদ্রদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উপস্থাপিত কর। (সভা। ৩৩।৪১) অপিচ মহাভারত,

অপিচ—"যস্তু শূদ্রো দমে সত্তে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥"(বন,২১৬।১৪)
ইত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তৈশ্চানুশাসনিকবচনৈঃ (৪৮।৪৮)
শূদ্রাণাং দ্বিজবত্ত্বং মানার্হত্বং দশরথেন যুধিষ্ঠিরেণ চ তেষামামন্ত্রণমাকলয্য গৌড়ীয়ো রাজা আদিশূরোঽপি পুত্রেষ্টিযজ্ঞে কান্যকুব্জাধিপ-বীরসিংহস্য সমীপে সহশূদ্রৈঃ পঞ্চব্রাহ্মণানামন্ত্রয়েৎ—যথা হি কায়স্থকুলদীপিকায়াম্ আদিশূরস্য পত্রম্—

"নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ,
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহাঽতিধীর।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্॥"

পত্রেঽস্মিন্নামন্ত্রণবিষয়ভূতাঃ শূদ্রাঃ সহায়ভূতাঃ শিষ্যা যাজ্যা

যে শূদ্র জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী সদা ধর্ম্মপরায়ণ তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ সদৃশ মনে করি, কেননা চরিত্রগুণেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। (বন। ২১৬।১৪)

ইত্যাদি বচন ও পূর্ব্বোক্ত অনুশাসন পর্ব্বের বচন দ্বারা (৪৮।৪৮) শূদ্রের দ্বিজ সদৃশত্ব সম্মানার্হত্ব দশরথ ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আমন্ত্রণ জানিয়া গৌড়রাজ আদিশূরও পুত্রেষ্টিযজ্ঞে কর্ত্তব্যানুরোধ কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের নিকটে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ শূদ্রের আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, যথা কায়স্থকুলদীপিকা গ্রন্থে আদিশূরের পত্র—

"হে অতিধীর! মহারাজ বীরসিংহ! রাজার যোগ্যপুণ্যই আপনি জীবনের সার করিয়াছেন, আপনি নিজবংশে অবতার স্বরূপ, আপনার সৈন্য ও বিচার অত্যন্ত প্রবল, আপনার সহিত বন্ধুত্বও আছে, অতএব পুনর্ব্বার অবশ্য অবশ্য কএক জন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আমার গৌড় রাজধানীতে পাঠাইবেন।"

এই পত্রে নিমন্ত্রণের লক্ষ্য যে শূদ্র, তাহারা ব্রাহ্মণের সহায়স্বরূপ শিষ্যই হউক

বা ঘোষবস্বাদয়ো দ্বিজবন্মান্যা এব প্রতীয়ন্তে ন তু বেতনগ্রাহিণো ভারবোঢ়ারোভৃত্ত্যাঃ শূদ্রা ইতি, যতঃ—

"মুদাগন্তুকামা পুরাবাস গৌড়ান্,
সমাহায় কোলাঞ্চদেশং ক্ষিতীশম্।
নৃপাজ্ঞাঞ্চ লব্ধ্বা সদারাদিভৃত্যাঃ,
মহাযোগিনস্তে বভূবুঃ সশূদ্রাঃ॥"

অস্মিন্ শ্লোকে "সদারাদিভৃত্যা" ইতি পৃথক্‌পদে স্থিতেঽপি পুনশ্চতুর্থপাদে "সশূদ্রা" ইত্যুপাদানাৎ, অন্যথা "সশূদ্রা" ইত্যনেনৈব ভৃত্যশূদ্রাণাং প্রতীতৌ পুনঃ "সদারাদিভৃত্যা" ইত্যনেন পুনস্তৎপ্রতিপাদনং ব্যর্থং স্যাদিতি।

যত্তু শূদ্রৈঃ পরিচয়ং পৃচ্ছতি আদিশূররাজে প্রত্যুত্তরে কথিতং "কিঙ্করাভূসুরাণাম্" ইতি তৎ কেবলং "বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনেন (১৮৩) প্রতিপাদিতং শূদ্রেষু স্বরূপযোগ্যং দ্বিজাতিদাস্যমেব স্বীকৃত্য ব্রাহ্মণভক্তেঃ প্রাচুর্য্যং স্বধর্ম্মখ্যাপনং বিনয়প্রকটনঞ্চ তৈঃ কৃত-

বা যজমানই হউক, এই দুয়ের মধ্যে এক হইবে, সেই সহায়ভূত ঘোষবসু প্রভৃতিই দ্বিজবন্মান্য ইহাই বুঝা যায়, কিন্তু মাইনে করা মুটে শূদ্র নহে, কেননা—

(মহাযোগী পঞ্চ ব্রাহ্মণ যেই গৌড়ে পূর্ব্বেও কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, সেই গৌড়রাজ্যে আনন্দের সহিত গমনেচ্ছু হইয়া এবং মহারাজ বীরসিংহের অনুমতি লইয়া স্ত্রী পুত্র ভৃত্য সমেত এবং পাঁচজন শূদ্র সঙ্গে করিয়া কোলাঞ্চ দেশ হইতে চলিলেন।)

মুদাগন্তুকামা এই শ্লোকে "সদারাদি ভৃত্যাঃ" এই একটা পদ সত্ত্বে পুনর্ব্বার চতুর্থপাদে "সশূদ্রাঃ" এই পদের উপাদান রহিয়াছে, যদিও উক্ত শূদ্রেরাই মাইনে করা মুটে ভৃত্য হইবে, তবে আবার "সদারাদি ভৃত্যাঃ" বলিয়া ভৃত্যের পৃথক্ উল্লেখ করা নিরর্থক পুনরুক্ত হইয়া পড়ে।

মিতি, যথা গৌরবিতেষু সেবামকুর্ব্বাণা ব্রাহ্মণা অপি সেবকঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মেতি লিপ্যাদৌ লিখন্তি, ব্রুবতে চ "তবাস্মি দাস" ইত্যাদি, ন ভুক্তিমাত্রেণ তে ভৃতিগ্রাহিণো দাসাঃ সত্যং ভবন্তীতি।

রাজ্ঞাপি গৌড়েশ্বরেণ তেষামচলাং বিপ্রভক্তিং ধর্ম্মদার্ঢ্যং বিনয়ঞ্চাভিমত্য ধন্যবাদেন হর্ষঃ সমুৎপাদিতঃ, অন্যথা সাধারণান্ ভৃতিগ্রাহিণো ভৃত্যান্ কঃ কদা সভায়ামিত্থং সাদরং পরিচয়ং পৃচ্ছতি নাম, কো বা তাদৃশগুণসম্পন্নান্ লিখনপঠননিষ্ণাতান্ শূদ্রান্ ভারং বাহয়তি, তে বা বহন্তি প্রত্যক্ষবিরোধাৎ।

ব্রাহ্মণা অপি তে ভট্টনারায়ণাদয়ো রাজসভায়াং নিজসম্মানসূচকেন বিনয়বচনেন শূদ্রাণাং পরিচয়দানে বিদ্যাদিগুণবত্বামেবোল্লিখিতবন্তো ন তু লেশেনাপি ভৃত্যত্বমিতি।

তবে এস্থলে এই একটা আশঙ্কা হইতে পারে, যে মহারাজ আদিশূর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সঙ্গীয় শূদ্রেরা প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে "কিঙ্করা ভূসুরাণাম্" আমরা ব্রাহ্মণের কিঙ্কর—ভৃত্য, ইহার কারণ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে "চারি বর্ণের মধ্যে অনুলোম ক্রমে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হইবে, শূদ্রের দাস বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবে না, ইহা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত, নিজের স্বরূপ যোগ্য দাসত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ ভক্তির প্রাচুর্য্য স্বধর্ম্মে অনুরাগ ও বিনয় নম্রতাই প্রকটন করা হইয়াছে। যেমন গুরুতর ব্যক্তিকে সেবা না করিলেও বলিয়া ও লিখিয়া থাকে যে "আমি আপনার সেবক" "সেবক শ্রীঅমুক শর্ম্মা" কিন্তু বলা বা লিখা মাত্রই বুঝিতে হইবে না যে, সত্য সত্যই মাইনে করা চাকর।

রাজা আদিশূরও শূদ্রদের ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি, ধর্ম্মানুরাগ ও বিনয়াদি সদ্‌গুণ দেখিয়া ধন্যবাদের সহিত তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

তথা হি—অথ শূদ্রপরিচয়ঃ কায়স্থকুলদীপিকায়াম্—
"কে যূয়ং নাম কিং বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ,
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা, বয়মপি নৃপতে! কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ক্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ,
শ্রুত্বোচুর্ব্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতেরন্তি চৈষাম্" ॥১॥

অথ শূদ্রপরিচয়ঃ।—সুকৃতালিকৃতাং বর এষ কৃতী
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুমতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ ॥ ২ ॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং,
প্রথিমেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ,
শরদিন্দুপয়োঽম্বুধি-কুন্দযশাঃ ॥ ৩ ॥

যদি তাহাই না হইবে, তবে সাধারণ মুটে মজুরকে কোথায় এইরূপে সমাদর করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যায়, এত একজন বড় রাজা আদিশূর। আর ঐরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন লিখা পড়ায় শিক্ষিত শূদ্রকে দিয়া কেই বা মুটের কাজ করায়, ঐরূপ শূদ্রও মোট বহিতে যায়, এমন বিসদৃশ ব্যবহার ত সমাজে দেখা যায় না, মা সরস্বতীর অনুগ্রহ হইলে নিতান্ত অন্ত্যজ জাতিও সমাজে কিঞ্চিৎ সম্মান পাইয়া থাকে।

ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণেরাও নিজের সম্মানসূচক শূদ্রগণের বিনয় বাক্যে পরিচয় দেওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়া শূদ্রের পরিচয় দিবার সময় তাহাদের বিদ্যা ও সদ্‌গুণেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন, ঘুণাক্ষরেও ঘোষ বসু প্রভৃতি শূদ্রদের মুটেগিরির কথা বলে নাই।

অথ শূদ্রপরিচয়—(কায়স্থকুলদীপকাগ্রন্থে) (আদিশূর জিজ্ঞাসা করিলেন) হে কৃতি (পণ্ডিত) শূদ্রগণ! তোমরা কে? কোন দেশ হইতে আসিলে?

বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈর্নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে, দশরথপ্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী, বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥৪॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ,
প্রমত্তসত্ত্বমত্তহঃ শরৎ সুধাংশুবদ্যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপৎ দ্বিষালি যোষিদালিকো,
বিভাতিমিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ ॥ ৫ ॥
দ্বিজালিপালনার্থতোঽপ্যসৌ চ হর্ষসেবকঃ,
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যশোন্ধকারদীপকঃ ॥ ৬ ॥

(শূদ্রেরা কহিল) হে রাজন্! আমরা পাঁচজন শূদ্র ব্রাহ্মণের অনুগত ভৃত্য, কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছি। (রাজা কহিলেন) তোমরাই পৃথিবীতে ধন্য, যেহেতু এমন ব্রাহ্মণের দাস হইতে পারিয়াছ। হে ব্রাহ্মণ-ভক্তগণ! তোমরা বিস্তার করিয়া নিজের পরিচয় বল। তখন রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণেরাই শূদ্রগণের পরিচয় রাজ-সন্নিধানে বলিতে লাগিলেন।

(শূদ্রের পরিচয়) মহারাজ! ইহার নাম "মকরন্দ ঘোষ," ইনি পণ্ডিত, ব্রাহ্মণভক্ত এবং পুণ্যশালীর অগ্রগণ্য। ইনি বন্দ্যবংশীয় ভট্টনারায়ণের আশ্রিত, ইনি ঘোষবংশরূপ পঙ্কজবনে সূর্য্যস্বরূপ, ইহার নির্ম্মল যশে স্বর্গলোক আলোকিত ইনি অতি বুদ্ধিমান এবং বড় সুখী।

আর এই যে দেখিতেছেন—ইহার নাম "দশরথ বসু" ইনি বসুবংশজাত, শুনিয়া থাকিবেন, নিজগুণে জগদ্বিখ্যাত বসুবংশীয়েরা বসুধায় রাজচক্রবর্ত্তীসদৃশ, উক্ত বসুবংশের ক্ষমতা ইন্দ্রাদি অষ্টবসুসদৃশ, তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে নিয়তই উৎকর্ষ সাধন করেন। সেই বসুবংশে ধনবান্ এবং যশ দ্বারা দশদিক্ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার নাম "কালিদাস" ইনি মিত্রবংশসম্ভূত, এবং শ্রীহর্ষের শিষ্য, ইনি সকলের আদরপাত্র. ইনি শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশে শোভিত; এবং এমন

অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্,
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ ॥ ৭ ॥ * * *

ইত্থং ঘোষাদিচতুষ্কানাং পরিচয়ো ভট্টনারায়ণাদিনা বিনয়-সূচকৈঃ "দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ" ইত্যাদিবচনৈর্দ্দত্তঃ। পুরুষোত্তমদত্তস্তু অভিমানদৃপ্তো বিচারিতবান্, "কিমিতি মকরন্দঘোষাদিভির্ব্রাহ্মণাং দাসবচনমসত্যমুচ্যতে? ইতি ন তু শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণদাসবচনং গৌরবসূচকমিতি" সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" ইতি নীতিমবিজ্ঞায় সত্যমেব সততং বক্তব্যমিত্যেবং মন্বানঃ ব্রাহ্মণান্ নিবার্য্য স্বয়মেবাত্মনঃ পরিচয়মদাৎ, তেন তস্য কৌলিন্যবিরুদ্ধমবিনয়-মালক্ষ্য ভূপতিতস্মৈ কৌলিন্যং ন প্রাদাৎ। তথা হি কায়স্থ-কুলদীপিকায়াম্—

"অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী,
সুদত্ত কুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।

বীরপুরুষ যে, ইনি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মত্ততা বাহুবলে বিনাশ করেন, এবং ইহার প্রতাপানলে বৈরিবনিতা সকল দগ্ধ হইতে থাকে, কেবল ইনি দয়া করিয়া দস্যুসঙ্কুল পথে ব্রাহ্মণদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছেন, অন্ধকারে দীপের ন্যায় ইনি মিত্রকুলকে প্রকাশ করিয়াছেন।৫—৬॥

ইহার নাম "দশরথ গুহ" ইনি একজন শ্রেষ্ঠলোক, নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মে ইনি বিখ্যাত, এবং নিজ কুলের মর্য্যাদা রক্ষায় তৎপর॥৭॥ * * *

এইরূপে ঘোষ বসু মিত্র গুহের পরিচয় ব্রাহ্মণেরা বিনয়সূচক "এই ভট্টনারায়ণে আশ্রিত—বা সেবক" ইত্যাদি রূপে পরিচয় দিয়াছিলেন।

কিন্তু পুরুষোত্তম দত্ত, নিজ ভ্রান্তিদোষে "কিঙ্করা ভূসুরাণাম্" ইহার অর্থ বিনয় সূচক না বুঝিয়া, অহঙ্কারে মনে করিলেন যে, কি আপদ্ মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি

বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো,
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্ ॥"ইতি ৮॥

ইত্থং দত্তানাং বঙ্গেষু দেশভাষয়া বিবিধানি চ পদ্যানি প্রাচীনানি শ্রূয়ন্তে, যথা—

"দত্ত কার ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন,
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থপর্য্যটন।
রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল,
বিনয় অভাবে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥"
"ঘোষ বসু গুহ মিত্র কুলের অধিকারী,
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী॥"

বা সকলেই দাস না হইলেও কেন মিছামিছি ব্রাহ্মণদের দাস বলিলেন, ব্রাহ্মণের চাকর বলাত গৌরবের বিষয় নহে। পুরুষোত্তম দত্ত "সত্যকথা বলিবে বটে, যদি তাহা প্রিয় হয়, আর অপ্রীতিকর কথা সত্য হইলেও বলিবে না" এই নীতি জানিতেন না, জানিতেন সর্ব্বদা কেবল সত্য কথাই বলা উচিত, ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বাধা দিয়া নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন, তাহাতে আদিশূর পুরুষোত্তম দত্তকে অবিনীত ধৃষ্ট দেখিয়া কৌলিন্যমর্য্যাদা হইতে চ্যুত করিয়াছিলেন।

(যথা কায়স্থকুলদীপিকাগ্রন্থে) আমি পুরুষোত্তম দত্ত, কুলীনের অগ্রগণ্য পুণ্যবান্ এবং সকল শাস্ত্রেই বিশারদ কেবল মহারাজের গৌড়রাজ্য দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণদের এক সঙ্গে আসিয়াছি। রাজা ইহা শুনিয়া বিনয়রূপ সদ্গুণ না থাকায় তাহাকে কুল রহিত করিলেন ॥৮॥

এই প্রকার দত্ত সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষায় অনেকানেক প্রাচীন গল্প শুনা যায় তাহা উপরে দেওয়া হইল।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের কৌলিন্য প্রথা বন্ধন যিনি করিয়াছেন সেই দেবীবর ঘটক ক্ত .স্বকৃত কুলপঞ্জিকায় ঘোষ বসু প্রভৃতি শূদ্রের কৌলিন্যের পরিচায়ক

ঘোষবংশ মহাবংশ বসুবংশ সাদা,
মিত্র কুটিল বড় দত্ত হারামজাদা॥"

ইত্যাদি (কায়স্থকৌস্তুভ)।

গৌড়ীয়ব্রাহ্মণানাং কুলনির্ণায়কো দেবীবরঘটকোঽপি ঘোষাদীনাং শূদ্রকুলীনানাং বিনয়সূচনায় নামান্তে দাসশূদ্রস্য শাস্ত্রীয়তয়া শূদ্রবর্ণপরিচয়ায় চ তথৈব নির্ব্ববন্ধ, যথা—

কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গোতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥১॥
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালিনশ্চ দাসোঽয়ং ঘোষ-শ্রীমকরন্দকঃ॥২॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥৩॥
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভো মুনিস্ত্বয়ম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥ ৪ ॥
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ॥৫॥

বিনয়সূচক তাহাদের নামের শেষ দাসশব্দ নিয়োগ করিয়া শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করতঃ ঐরূপই শ্লোক রচনা করিয়াছেন যথা—

মহা পণ্ডিত দক্ষ কাশ্যপগোত্র, তাহার শিষ্য "দশরথ বসু দাস॥১॥ শাণ্ডিল্য-গোত্র পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ, তাহার শিষ্য বা যজমান সৌকালিণ্যগোত্র মকরন্দ ঘোষ দাস॥২॥ ভরদ্বাজগোত্র পণ্ডিত শ্রীহর্ষ তাহার শিষ্য বা যজমান কাশ্যপ-গোত্র "বিরাট্ গুহদাস"॥৩॥ সাবর্ণগোত্র পণ্ডিতবর বেদগর্ভ তাহার শিষ্য বা যজমান বিশ্বামিত্রগোত্র শূদ্র কালিদাস মিত্রদাস॥৪॥ ছান্দড় বাৎস্যগোত্র॥৫॥

অপিচ—পুরাকালাদদ্যযাবৎ বঙ্গেষু উত্তমমধ্যমাধমজনেষু আবালবৃদ্ধ-স্ত্রীষু চ আদিশূরযজ্ঞে ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধমাহূতাঃ পঞ্চ-শূদ্রা এবাচারাদিনবগুণযুক্ততয়া মানার্হা ঘোষবস্বাদয়ঃ কুলীনা বভূবুরিতি প্রবাদো জাগর্ত্তীতি, "ন হ্যমূলাজনশ্রুতিঃ" ইত্যেতদ্বচনমপি তেষাং সমুন্নততমশূদ্রত্বং প্রমাণয়তি।

অপিচ—পুরাকালাদদ্যযাবৎ বঙ্গীয়ঘোষবস্বাদিভির্ধার্ম্মিকৈরপি ধর্ম্মকর্ম্মণি নামনিয়োগে "অমুকঘোষদাস" "অমুকবসুদাসঃ" ইতি শূদ্রোচিতং দাসান্তং নাম প্রযুজ্যতে, মাসাশৌচঞ্চ জননমরণে ব্যবহ্রিয়ত ইতি, লোকে পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাব্যবহারোঽপি বলবৎ প্রমাণং, যদাহ ভারতারম্ভে টীকায়াং শ্রুতিঃ "কিংস্বিৎপুত্রেভ্যঃ পিতরাবুপাবতুরিতি" অস্যা অর্থঃ—পুত্রেভ্যঃ

বসু প্রভৃতির নাম বা পরিচয় আর কিছুতেই পাওয়া যায় না, এবং "শূদ্র কুলীন" এইরূপ অনেক স্থানে বলিয়াছেন, কিন্তু একটী বা আধটী শ্লোকেও ঘোষ বসু প্রভৃতিকে "ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে নাই। অতএব স্পষ্টই নিশ্চয় হইল যে, বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কুলীনগণ "দ্বিজাচার সমুন্নততম সচ্ছূদ্র"।

আরও বলি—প্রাচীনকাল হইতে অদ্য যাবৎ বঙ্গদেশে উত্তম, মধ্যম ও অধম এবং আবাল বৃদ্ধবণিতার মধ্যে এইরূপই জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আমন্ত্রিত ঘোষ বসু প্রভৃতি পাঁচজন শূদ্রই আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, দেবদ্বিজ শ্রদ্ধা পবিত্র চরিত্র ও দান, এই নবগুণ যুক্তবিধায় কুলীন হইতে পারিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে "জনরব এককালে নির্ম্মূল হয় না" ইহাতেও তাহারা যে সমুন্নততম শূদ্র তাহাই প্রমাণিত হইল।

আরও বলি—প্রাচীনকাল হইতে অদ্য যাবৎ বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থগণ, বিবাহাদি ধর্ম্মকর্ম্মে নামের স্থানে "অমুক ঘোষদাস" "অমুক বসুদাস" এইপ্রকার শূদ্রোচিত দাসান্ত নাম, ও জন্ম মরণে মাসাশৌচই ব্যবহার করিয়া

পুত্রাদিহিতার্থং যৎকিঞ্চিৎব্রতং নিয়মং পিতরৌ মাতাপিতরৌ পিতৃপিতামহৌ বা উপেত্য স্বীকৃত্য অবতুঃ, ব্রতং সম্যক্ পরিপালয়ামাসতুঃ তদেব তস্য পুত্রাদেঃ শ্রেয়ঃ সাধনমিত্যর্থঃ। মনুরপ্যাহ—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে॥" ইতি।

অতএব, "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতীষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

ইত্যাদ্যুক্তগুণবত্তায়াং সত্যামপি যে ঘোষাদীনাং ভট্টনারায়ণাদিব্রাহ্মণানাং বেতনগ্রাহিভৃত্যত্বং ব্রুবতে ন তে বিচারচারুমতয় ইতি। তথাবিধাচারাদিগুণবত্ত্বয়ৈব তে দ্বিজবচ্ছূদ্রাঃ সচ্ছূদ্রাঃ কথ্যন্তে, সচ্ছূদ্রত্বাদেব তে সদ্ব্রাহ্মণৈরপি ধর্ম্মজ্ঞৈর্ভক্ষ্যান্নাশ্চ যাজ্যাশ্চেতি। তথাচ বৃহৎপরাশরঃ—

আসিতেছে। লোকে পিতৃপিতামহ পরম্পরা প্রচলিত ব্যবহারও বিশেষ প্রমাণরূপে গণ্য হয়। ইহা ভারতারম্ভে টীকাকারধৃত শ্রুতিতেই বলেন, যথা—"পুত্রাদির হিতার্থ পিতৃপিতামহাদি কর্ত্তৃক যে নিয়ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই পুত্র পৌত্রাদির মঙ্গলদায়ক। মনুও বলেন—

"পিতৃপিতামহ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন পুত্রাদিও সেই সৎপথ অবলম্বন করিবে, তাহাতে পুত্রাদির দোষ হইবে না।"

এজন্যই "আচার বিনয় বিদ্যা কীর্ত্তি তীর্থদর্শন দেবদ্বিজ শ্রদ্ধা, পবিত্র চরিত্র তপস্যা ও দান, এই নয় প্রকার গুণই কুলিনের লক্ষণ, উপর্য্যুক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা পরিপূর্ণরূপে নববিধ গুণসত্ত্বেও যাহারা ঘোষ বসু প্রভৃতিকে ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণের বেতনভোগী মুটে চাকর বলে, তাহাদের বুদ্ধি সদসৎবিচারে চারুতর নহে। সেই প্রকার সদাচার এবং সদ্গুণ আছে বিধায়ই ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থদিগকে "দ্বিজাচার শূদ্র" বা "সচ্ছূদ্র" বলা যায়, সেজন্যই

"আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।
তস্মাদামঞ্চ পক্বঞ্চ শূদ্রস্য পরিবর্জ্জয়েৎ॥
কণভিক্ষাং নিরাকুর্য্যাদ্ যদি কুর্য্যাদবৃত্তিকঃ।
সচ্ছূদ্রাণাং গৃহে কুর্ব্বন্ ন তদ্দোষেণ লিপ্যতে॥
বিশুদ্ধান্বয়সম্ভূতো নিবৃত্তো মদ্যমাংসতঃ।
দ্বিজভক্তো বণিগ্‌বৃত্তিঃ স সচ্ছূদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥৩০৪॥
"ব্রাহ্মণে ভক্তিমত্ত্বন্তু দেবতারাধনে রতিঃ।
অমাৎসর্য্যং সুশীলত্বমেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণম্॥"(বৃহদ্ধর্ম্মপু, ১৪

তথাগ্নিপুরাণেঽপি বৃষদানাধ্যায়ে—
"শূদ্রাস্তু যে দানপরা ভবন্তি ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়ণাস্তু।
অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং ভবেদ্দ্বিজৈর্দ্দৃষ্টমিদং পুরাতনৈঃ॥"

উহাদিগের অন্ন ধার্ম্মিক সদ্ব্রাহ্মণেরাও গ্রহণ করেন, এবং তাহাদিগকে যাজন করেন। ইহাই বৃহৎপরাশরও বলেন—

"শূদ্রের আমান্ন পক্বান্ন সদৃশ, আর পক্বান্ন উচ্ছিষ্ট সদৃশ, সেহেতু শূদ্রের আমান্ন ও পক্বান্ন উভয়ই বর্জনীয়, এমন কি শূদ্র হইতে তণ্ডুলকণা পর্য্যন্তও ভিক্ষা করিবে না, বরং যাহার আর অন্য কোনরূপ উপজীবিকা নাই, সেই শূদ্রের আমান্ন ভিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু উক্ত সচ্ছূদ্রের গৃহে সকলেই আমান্ন গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে ব্রাহ্মণের কোনও দোষ হয় না।

তাহাকেই সচ্ছূদ্র বলা যায়, যে বিশুদ্ধবংশে জাত, মদ্য মাংসভোজী নহে, ব্রাহ্মণভক্ত ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী। "বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে (১৪) ব্রাহ্মণে ও দেবতায় ভক্তি, মত্ততা না থাকা, এবং সচ্চরিত্রতাই সচ্ছূদ্রের লক্ষণ। ৩০৪॥

অগ্নিপুরাণের বৃষদানাধ্যায়ে কথিত আছে যে—

"যে শূদ্র দান ব্রত ও ব্রাহ্মণের অনুগত, তাহাদের অন্ন সুভোজ্য, অর্থাৎ ইহাতে শূদ্রান্ন ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিবে না, উক্তরূপ ব্যবহার প্রাচীন ব্রাহ্মণেরাও পুরাকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন।"

ইত্যাদিবচনাৎ সচ্ছূদ্রেতরাণামেবান্নং নিন্দিতত্বেন প্রাক্-প্রতিপাদিতমিতি। ঈদৃশানামেব সচ্ছূদ্রাণাং বৈশ্যবচ্ছৌচা-চারাদিকং ঋষিভিরনুজ্ঞাতং—তথাচ শুদ্ধিচিন্তামণৌ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশাং পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥

ন্যায়বর্ত্তিনঃ শ্রদ্ধয়া দ্বিজশুশ্রূষা-পঞ্চমহাযজ্ঞাদিশূদ্রবিহিত-ক্রিয়ারতস্য মাসার্দ্ধমশৌচমিত্যর্থঃ। তথাচ মনুঃ—

"শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টস্য ভোজনম্॥" ইতি।

অস্মাভিস্তু প্রাচীনানাং ঘোষবস্বাদীনাং দৃষ্টং প্রত্যক্ষতঃ সদাচরণং, তথাহি তে বেদমন্ত্রবর্জ্জং ব্রাহ্মণবৎ তান্ত্রিকীং সন্ধ্যো-পাসনাদ্যাচরন্, প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নে অশুচিশঙ্কায়াঞ্চ শিরোনিমজ্জমস্নান্,

---

পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহ দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে উক্ত সচ্ছূদ্র ঘোষ বসু প্রভৃতি ভিন্ন, অপর শূদ্রান্নই নিন্দনীয় বলিয়া মন্বাদি বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং উক্ত ঘোষ বসু প্রভৃতি সচ্ছূদ্রেরই বৈশ্যের ন্যায় শৌচ ও আচারাদি ঋষিরা অনুমোদন করিয়াছেন যথা—শুদ্ধিচিন্তামণি গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উক্তি—

"ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ জানিবে, কিন্তু ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের অশৌচ বৈশ্যের ন্যায় পনের দিন, জানিবে। যে শূদ্র শ্রদ্ধার সহিত দ্বিজসেবা এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি শূদ্রোচিত ক্রিয়াতে রত, তাহাকে ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র কহে, তাহাদের অশৌচ পনেরদিন। একথা মনুও বলেন—

"মহাগুরু নিপাতে শূদ্রের একমাসে শিরোমুণ্ডন, কিন্তু ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের বৈশ্যেরন্যায় পনেরদিন অশৌচবিধান, এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের লক্ষণ জানিবে॥"

আমরা প্রাচীন ঘোষবসু প্রভৃতি কুলীন কায়স্থের আচরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—যে, তাহারা বৈদিক মন্ত্র ছাড়া তান্ত্রিক সন্ধ্যোপাসনা ব্রাহ্মণের ন্যায়

স্বেষ্টদেবতামপূজয়ন্, বিপ্রপাদোদকমপিবন্, ভক্ত্যা বিপ্রোচ্ছিষ্টং শিরঃস্পর্শমগৃহ্ণন্, ব্রাহ্মণান্ দেববদমন্যন্ত।

তেষাং কুলে বিধবা অপি ব্রহ্মচর্য্যমাচরন্, নিরাভরণা শুক্ল-বস্ত্রবসানা মুণ্ডিতশিরস্কা দেবদ্বিজব্রতাদিপরায়ণা একভক্তং হবিষ্যং বা ভুঞ্জতে, ভূশয্যামধ্যশেরত, কিমধিকেন বেদমন্ত্র-যজ্ঞোপবীতাদিবর্জং ব্রাহ্মণবত্তেঽন্বতিষ্ঠন্, কেবলং ধর্ম্মভীরবঃ শাস্ত্রশাসিতাশ্চ নোপনয়নং স্বীচক্রুঃ।

তথাচ তেষামুপনয়নাভাবে শাস্ত্রং—যদাহাপস্তম্বঃ (১।১।৬) "অশূদ্রাণামদুষ্টকর্ম্মণামুপানয়নং বেদাধ্যয়নমগ্ন্যাধেয়ং ফলবন্তি চ কর্ম্মাণি" অস্য ভাষ্যং—অশূদ্রাণাং শূদ্রবর্জ্জিতানাং ত্রয়াণাং বর্ণানাম্ উপানয়নাদয়ো ধর্ম্মাঃ, উপানয়নমুপনয়নম্ ইতি। আচার্য্যচূড়ামণিনা আচারচন্দ্রিকায়ামিত্থমেব ব্যবস্থাপিতম্॥

করিতেন, প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে এবং অশুচি স্পর্শে অবগাহন স্নান করিতেন, আপনাপন ইষ্টদেবতার পূজা করিতেন, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেন, ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণের পাত্রোচ্ছিষ্ট মস্তকে স্পর্শ করিয়া খাইতেন, ব্রাহ্মণকে দেবতার ন্যায় মান্য করিতেন।

কায়স্থকুলের বিধবারা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মচর্যাচরণ করিতেন, অলঙ্কার পরিতেন না, সাদা কাপড় পরিতেন, বারমাস মস্তকের কেশ ছেদন করিতেন, দেবতা ব্রাহ্মণ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানে একান্তপরায়ণা থাকিতেন, একভক্ত বা হবিষ্যভোজন করিতেন, ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। অধিক কি বলিব কায়স্থেরা কেবল বেদমন্ত্র যজ্ঞোপবীত ছাড়া ব্রাহ্মণের ন্যায় অনুষ্ঠান করিতেন, কেবল ধর্ম্মভয়ে ও শাস্ত্রশাসন মানিয়া উপনয়ন স্বীকার করিতেন না।

তাহাদের উপনয়ন না হওয়ার শাস্ত্র এই—আপস্তম্ব বলেন (১।১।৬) মদ্য মাংস ভক্ষণাদি নিন্দিত কর্ম্মে নিবৃত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, অগ্ন্যাধান ও নৈমিত্তিক কার্য্য জানিবে।

যত্তু আপস্তম্বগৃহ্যে "শূদ্রাণামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়নম্" ইত্যুক্তং তদ্রথকারবিষয়ং, তথাচ পারস্করগৃহ্যভাষ্যে হরিহরঃ—"এতচ্চ রথকারবিষয়ং তস্য তু মাতামহীদ্বারকং শূদ্রত্বমিতি"।

ইত্যাদ্যুক্তগ্রন্থসন্দর্ভেণ বঙ্গীয়ঘোষবস্বাদয়ঃ কায়স্থা দ্বিজাচারাঃ সচ্ছূদ্রা এবেতি সিদ্ধান্ত ইতি। অতো যে তেষূপনয়নসংস্কারং স্বীকুর্ব্বন্তি গায়ত্রীং জপন্তি বেদাক্ষরং বিচারয়ন্তি চ তে পাপীয়াংসঃ প্রায়শ্চিত্তমর্হন্তি, যে চ ব্রাহ্মণাপসদাস্তানুপনায়য়ন্তি তে চ তথেতি।

যস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং শিষ্টানামিষ্টমূর্ত্তয়ে।
তচ্ছিবায়ার্পিতো গ্রন্থঃ সন্তঃ! সন্তুষ্টয়েঽস্তু বঃ॥

ইতি শ্রীজয়চন্দ্রসিদ্ধান্তভূষণকৃত ব্রাত্যকায়স্থ-চন্দ্রিকা-দ্বিতীয়প্রভা॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ॥

অতি প্রাচীন আচার্য্য চূড়ামণিও আচার চন্দ্রিকাগ্রন্থে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যদিও আপস্তম্ব গৃহ্যে "অদুষ্টকর্ম্মা শূদ্রের উপনয়ন হইতে পারে" বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাহা রথকার (জাতিবিশেষ) সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থা বলা হইয়াছে, ইহাই পারস্করভাষ্যে হরিহর বলিয়াছেন যে, মাতামহী দ্বারা শূদ্রত্ব বিশিষ্ট রথকারের বিষয় ঐ আপস্তম্ব গৃহ্য জানিবে।

উক্ত পূর্ব্বাপর গ্রন্থ সন্দর্ভদ্বারা সিদ্ধান্ত এই হইল যে, বঙ্গীয় ঘোষ বসু প্রভৃতি কায়স্থগণ "দ্বিজাচার সচ্ছূদ্র"। অতএব উক্ত কায়স্থগণের মধ্যে যাহারা উপনয়ন গ্রহণ করে, গায়ত্রী জপ করে, এবং বেদমন্ত্রোচ্চারণ করে, শাস্ত্রানুসারে তাহারা পাপী এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ, আর যে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা উহাদিগকে উপনয়ন প্রদান করে, তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ ইতি।

হে সজ্জনগণ! যিনি সন্তুষ্ট হইলে জগৎ সন্তুষ্ট হয়, যিনি ভক্তের অভীষ্ট পূরণার্থ সেই সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, সেই ভগবান্ শিবের উদ্দেশে এই গ্রন্থ অর্পিত হইল, অতএব এই গ্রন্থ আপনাদের সন্তোষ সাধন করুক।

ইতি ব্রাত্য-কায়স্থ চন্দ্রিকার দ্বিতীয় প্রভা সমাপ্ত।

"ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকা" সম্বন্ধে ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যেরূপ মত প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়—(ভট্টপল্লী ৺কাশী।)

তত্ত্বং ব্রাত্যগতং যদীচ্ছসি পরিজ্ঞাতুঞ্চ কায়স্থকং,
ধীমন্ শ্রীজয়চন্দ্রসৎকবিকৃতং গ্রন্থং তদালোকয়।
কাশ্যাং কায়জিহাসয়াত্র নিবসন্ রাখালদাসঃ শ্রিয়া,
সর্ব্বাংশং সবিশেষমস্য চ সমাকর্ণ্যাতি তুষ্যাম্যহং॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়—(৺কাশীধাম।)

ব্রাত্যকায়স্থয়োর্ম্মোহধ্বান্তবিধ্বংসনক্ষমা।
সদ্বিদ্যানাং মুদে ভূয়াজ্জয়চন্দ্রস্য চন্দ্রিকা॥

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা।—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়—(সেরপুর,—কলিকাতা।)

কৃতিঃ শ্রীজয়চন্দ্রস্য ব্রাত্যকায়স্থ-চন্দ্রিকা।
ভূরিভিঃ পন্বিতঃ পূতৈঃ প্রমাণৈরুপশোভিতা॥
ব্রাত্যকায়স্থতত্ত্বস্য জ্ঞানং যেষামভীপ্সিতং।
তৈরিয়ং দৃশ্যতাং ধীরৈস্তুষ্টিস্তেবাং ভবিষ্যতি॥

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।—

বহুশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর মহাশয়—(বুড়ীশ্বর, ত্রিপুরা ৺কাশীধাম।)

শ্রিয়া কৃষ্ণকিশোরেণ বিশ্বস্তা নিশ্চিতা শুভা।
সিদ্ধান্তভূষণোৎপন্না ব্রাত্যকায়স্থচন্দ্রিকা॥

বহুশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় (৺কাশী)

যে ঘোষাদ্যুপনামধারি-ধরণীদেবার্চ্চনাদি ব্রতাঃ।
শিষ্টাচারবিরোধিকার্য্যরহিতাস্তেষাং হি সংস্থাপিতা॥
অন্যস্মাদ্ব্যবহার্য্য শূদ্রনিচয়াৎ সচ্ছূদ্রতা যাধুনা,
গ্রন্থেঽস্মিন্ জয়চন্দ্র পণ্ডিতবরৈঃ সা সম্মতা মদ্বিধৈঃ॥

শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ।

পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়—পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ তর্কভূষণ মহাশয় (৺কাশী।)

ধীর শ্রীজয়চন্দ্রেণ নিবদ্ধাতি মনোরমা।
নানাপ্রমাণসম্পৃক্তা ব্রাত্যকায়স্থচন্দ্রিকা॥
ব্রাত্যকায়স্থয়োস্তত্ত্বে বুভুৎসূনামিয়ং সতাং,
অর্থান্ প্রকাশ্য নিয়তং মোহধ্বান্তং বিনাশয়েৎ॥

ইতি প্রার্থয়তে—
শ্রীগুরুচরণ দেবশর্ম্মা।—
শ্রীবামাচরণ শর্ম্মা।—

পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়—(৺কাশী।)

ব্রাত্যকায়স্থবৃত্তান্ত পরিজ্ঞানসমুৎসুকৈঃ।
পরিদৃশ্যা প্রযত্নেন ব্রাত্যকায়স্থচন্দ্রিকা॥

ইতি শ্রীশিবানন্দ শর্ম্মা।—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্তযাদবচন্দ্র তর্কাচার্য্য মহাশয়—(৺কাশী।)

সতঃ শ্রীজয়চন্দ্রস্য সিদ্ধান্তভূষণস্য চ।
সতাং প্রীত্যৈ ভবত্বেষা ব্রাত্যকায়স্থচন্দ্রিকা॥

শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্মণঃ প্রার্থনেয়মিতি।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় (কাশী)

সিদ্ধান্তভূষণস্যৈষা জয়চন্দ্রস্য ধীমতঃ।
তনুতাং বিদুষাং প্রীতিং ব্রাত্যকায়স্থচন্দ্রিকা॥

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র শর্ম্মণঃ প্রার্থনেয়মিতি।